যোগকারিকা

সরলাটীকা, বঙ্গানুবাদ ও

যোগসূত্র সমেত

সাংখ্যযোগাচার্য্য শ্রীমৎ স্বামি-হরিহরানন্দ আরণ্য-

কর্ত্তৃক সঙ্কলিত।

মানভূমিস্থ পঞ্চকোটাধিপতি

মহারাজ শ্রীল শ্রীযুক্ত জ্যোতিপ্রসাদ সিংহ দেবের

অর্থসাহায্যে কাপিলাশ্রম হইতে বিতরণার্থ

শ্রীধর্ম্মমেঘ-প্রকাশ ব্রহ্মচারীর

দ্বারা প্রকাশিত।

কাপিলাশ্রম ; পোঃ নয়াসরাই ; জেলা হুগলী।

শক ১৮৩৪। ইং ১৯১৩।

এক আনার টিকিট সহ "ম্যানেজার কাপিলাশ্রম"কে

আবেদন করিলে এই পুস্তক প্রেরিত হয়।

যোগকারিকা

সরলাটীকা, বঙ্গানুবাদ ও

যোগসূত্র সমেত

সাংখ্যযোগাচার্য্য শ্রীমৎ স্বামি-হরিহরানন্দ আরণ্য-
কর্ত্তৃক সঙ্কলিত।

মানভূমিস্থ পঞ্চকোটাধিপতি
মহারাজ শ্রীল শ্রীযুক্ত জ্যোতিপ্রসাদ সিংহ দেবের
অর্থসাহায্যে কাপিলাশ্রম হইতে বিতরণার্থ
শ্রীধর্ম্মমেঘ-প্রকাশ ব্রহ্মচারীর
দ্বারা প্রকাশিত।

কাপিলাশ্রম; পোঃ নয়াসরাই; জেলা হুগলী।

শক ১৮৩৪। ইং ১৯১৩।

এক আনার ষ্ট্যাম্প সহ "ম্যানেজার কাপিলাশ্রম"কে
আবেদন করিলে এই পুস্তক প্রেরিত হয়।

কলিকাতা।

সুকিয়া ষ্ট্রীট,—৬৪।১ ও ৬৪।২নং লক্ষ্মী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে
শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

ভোজদেবকৃত যোগদর্শনের বিষয়সূচী।

প্রথম পাদ—

সূত্র — বিষয়

১—অধিকার বা আরম্ভ।

২-৪—যোগ লক্ষণ।

৫-১১—চিত্তবৃত্তি নিরোধের ব্যাখ্যান।

১২-১৩—অভ্যাস-বৈরাগ্য লক্ষণ।

১৪-১৬—তাহাদের স্বরূপ এবং ভেদ।

১৭-১৯—সম্প্রজ্ঞাত ও অসম্প্রজ্ঞাত নামক যোগের মুখ্য ও অমুখ্য ভেদ।

২০-২২—যোগাভ্যাস বা বিস্তার-পূর্ব্বক স্থিতিলাভের উপায়ভেদ কথন।

২৩-২৯—সুগম উপায়—ঈশ্বর-প্রণিধান। ঈশ্বরের স্বরূপ, প্রমাণ, প্রভাব, উপাসনক্রম, এবং তৎ-ফল।

৩০-৩১—চিত্তের বিক্ষেপ ও বিক্ষেপসহভূ সকল।

৩২-৪০—তাহাদের প্রতিষেধের উপায় একতত্ত্বাভ্যাস, মৈত্র্যাদিভাবনা ও প্রাণা-য়াম, বিষয়বতী প্রবৃত্তি, ইত্যাদি স্থিত্যুপায়।

৪১-৫০—সমাপত্তির লক্ষণ, ভেদ, বিষয় ও ফল। সবীজ পূর্ব্বক।

৫১—নির্বীজ সমাধি।

দ্বিতীয় পাদ—

১-২—ক্লেশ-তনূকারী ক্রিয়া-যোগ।

৩-১১—ক্লেশের উদ্দেশ, স্বরূপ, কারণ, ক্ষেত্র, ও ফল।

১২—কর্ম্মের ভেদ, কারণ, স্বরূপ ও ফল।

১৩-১৫—কর্ম্মবিপাকের স্বরূপ ও কারণ।

১৬-২৪—ক্লেশাদি হেয় বলিয়া-হেয়, হেয়হেতু, হান ও হানো-পায় এই চতুর্ব্যূহ এবং

সূত্র তাহাদের প্রত্যেকের কারণ।

২৬-২৯—হানোপায় বিবেকখ্যাতি উপাদেয় বলিয়া তাহার প্রাপ্তিকারণ যোগাঙ্গ-নির্দ্দেশ।

৩০-৪৫—যম ও নিয়ম সকলের স্বরূপ ও ফল।

৪৬-৫৩—আসন, প্রাণায়াম ও প্রত্যাহার এই সকলের উদ্দেশ, লক্ষণ ও ফল এবং পরস্পরের উপকার্য্যোপকারতা এবং পঞ্চ বহিরঙ্গ সাধন পূর্ব্বক অন্তরঙ্গের প্রথম যে ধারণা তদভ্যাসে যোগ্যতা।

—:•:—

তৃতীয় পাদ—

১-৩—যোগের তিন অন্তরঙ্গ যে ধারণা ধ্যান ও সমাধি, তাহার লক্ষণ।

৪——তাহাদের সংযম-সংজ্ঞা।

৫-১৫—সংযমের বিষয় প্রদর্শনার্থে পরিণামত্রয় কথন।

১৬-২২—সংযমবলে উৎপন্ন পূর্ব্বোক্তজাত, মধ্যজাত ও অপরান্তজাত সিদ্ধি সকল।

২৩-৪৬—সমাধিতে আশ্বাস উৎপাদনের জন্য বাহ্য ভুবন-জ্ঞানাদি সিদ্ধি এবং আভ্যন্তর কায়ব্যূহ-জ্ঞানাদি সিদ্ধি।

৪৭-৫০—তৎপূর্ব্বক ভূতজয়,ইন্দ্রিয়-জয় ও সত্বজয় হইতে উদ্ভূত সিদ্ধি সকল যথাক্রমে অবস্থা সহিত বর্ণন ও তদ্দ্বারা কৈবল্যরূপ পরমপুরুষার্থ সিদ্ধি বর্ণন।

৫১-৫৩—বিবেকজ জ্ঞানের উৎপত্তিরজন্য উপায়ের উল্লেখ এবং তৎস্বরূপ।

৫৪-৫৫—সর্ব্বসমাধির অবধিতে জাত তারক নামক প্রজ্ঞান। তাহার স্বরূপ এবং তাহাতে সমাপন্ন হইয়া চরিতাধিকার

সূত্র চিত্তের স্বকারণে অনু-প্রবেশ হইতে কৈবল্য সিদ্ধি।

-ঃ•ঃ-

চতুর্থ পাদ—

১—জন্ম, ঔষধি, মন্ত্র, তপঃ ও সমাধি হইতে জাত সিদ্ধির মধ্যে সমাধিজ সিদ্ধি শ্রেষ্ঠ।

২—সিদ্ধি হইতে জাত্যন্তর পরিণাম প্রকৃত্যাপূরণ হইতে হয়।

৩—ধর্ম্মাদি নিমিত্ত কেবল প্রতিবন্ধক নিবৃত্ত করে।

৪-৫—নির্ম্মাণচিত্তগণ অস্মিতা-মাত্র হইতে হয়,—এবং তাহাদের যোগিচিত্তই (প্রধানচিত্তই) অনুষ্ঠায়ক বা প্রয়োজক।

৬—যোগিচিত্তের অনাশয়ত্ব-রূপ বৈলক্ষণ্য।

৭—যোগিদের কর্ম্ম অলৌকিক (সাধারণ লোকের কর্ম্ম হইতে বিলক্ষণ)।

৮—বিপাকের অনুরূপ বাসনার অভিব্যক্তি-সামর্থ্য।

—কার্য্যকারণের ঐক্য হেতু ব্যবহিত হইলেও বাসনাদের নিরন্তরবৎ অভিব্যক্তি।

১০-১১—তাহাদের অনাদিত্ব ও হেতুফলাদির দ্বারা সংগৃহীত ভাব এবং হেত্বাদির অভাবে বাসনার অভাব বা হান।

১২—অতীতাদি অধ্বতে ধর্ম্মাদির সদ্ভাব।

১৩-১৪—সাকারবাদ স্থাপন অর্থাৎ বাহ্য বস্তুর সত্তা স্থাপন ও তাহা হইতে চিত্তের পৃথক্ত্ব স্থাপন।

১৫-১৭—বস্তু ও চিত্তের পৃথক্ত্ব স্থাপন করিয়া চিত্ত ও পুরুষের ভেদ স্থাপনোপক্রম।

১৮-২১—পুরুষের জ্ঞাতৃত্ব, চিত্তের দ্বারায় ব্যবহার

২২-২৪—পুরুষ-সিদ্ধি বিষয়ে প্রমাণ।

২৫-৩৪—কৈবল্য নির্ণয়ার্থ উপযুক্ত অধিকারীর উল্লেখ পূর্ব্বক কৈবল্যের সাধারণ স্বরূপ ব্যাখ্যান।

শুদ্ধিপত্র।

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পৃষ্ঠা	পংক্তি
স্বাদৃর্শনা	স্বাদর্শনা	২০	১৬
বিদেশলয়	বিদেহলয়	২৪	১১
ঈশ্বরিপ্রণিধান	ঈশ্বরপ্রণিধান	৩৬	১৮
সন্তি সমাধের্ভূমিয়	সমাধেঃ সন্তি ভূময়ঃ	৩৮	৮
সাধনোপামোহ	সাধনোপায়মাহ	৪৪	১৯
অঙ্গমেজত্ব	অঙ্গমেজয়ত্ব	৩৯	৬
দিব্যগন্ধ—	দিব্যাঃ গন্ধ—	৪৩	১৯
বাতরাগত্ব	বীতরাগত্ব	৪৫	১৮
ক্রুদ্ধ	রুদ্ধ	৪৬	১০
তদজ্জনতা	তদঞ্জনতা	৪৭	২১
তৎস্থত্তং	তৎস্থত্বং	৪৮	৯
সমাধের্যশ্চিত্তস্য	সমাধেশ্চিত্তস্য	৪৮	২৩
ত্যক্তেব	ত্যক্তে ব	৫০	১৫
উপলব্ধি-ভোগ	উপলব্ধি=ভোগ	৫৬	২২
যোগেচ্ছনাং	যোগেচ্ছূনাং	৬২	৮
তথান্যাস্থু	তথা নান্যস্থু	৬৫	১৫
দৃশ্য	দৃশ্যং	৮৫	১২
ঈশ্বরপ্রণিধানশ্চ	ঈশ্বর প্রণিধানঞ্চ	৯৬	১১
বাসন্যাভব	বাসনাভবং	১৬৪	২

ওঁ নমঃ পরমর্ষয়ে

যোগকারিকা।

প্রথমপাদ।

১ম সূত্রম্। অথ যোগানুশাসনম্।

এই সূত্রে যোগের অনুশাসন আরম্ভ করা হইতেছে। ১ সূ

অথ কারিকা।

ওঁ ঈশানস্তাপনাশং নিরতিশয়বিবোধাত্মকোপাধিযুক্তং
নিত্যৈশ্বর্য্যস্য চিত্রং ভুবনময়মলং যস্য সম্বোধনে ন।
কৈবল্য-স্থান-যুক্তং গুণমলরহিতং তং কৃপাকল্পবৃক্ষং
শ্রদ্ধা-বীর্য্য-প্রজাত-স্মৃতি-মুদিত-হৃদো ধীমহি শ্রেয়সে নঃ ॥১

অথ সরলা।

ঈশানমিতি। ত্রিভুবনাত্মকমপি চিত্রম্ আলেখ্যং যস্য নিত্যৈশ্বর্য্যস্য সম্বোধনবিষয়ে ন অলম্। ন হি চিত্রং বস্তুস্বরূপং সম্যগবগময়তীতি ত্রিভুবনমপি মহচ্চিত্রম্ ঈশস্য নিত্যৈশ্বর্য্যং ন সম্যক্ বোধয়তীতি অর্থঃ। বিবোধঃ ত্রিকালবিজ্ঞানম্। স্পষ্টমন্যৎ ॥১

যিনি ঈশান, জ্ঞানধর্ম্ম প্রকাশের দ্বারা জগতের তাপনাশন, নিরতিশয় বিজ্ঞানাত্মক উপাধিযুক্ত, ত্রিভুবনময় বিচিত্র চিত্রও যাঁহার নিত্য ঐশ্বর্য্যকে বুঝাইতে সক্ষম নহে, সেই কৈবল্যপদযুক্ত, গুণমল-

রহিত, কৃপাকল্পবৃক্ষ ঈশ্বরকে, আমরা শ্রদ্ধাবীর্য্যপ্রজাত স্মৃতির দ্বারা প্রমুদিতহৃদয় হইয়া পরমার্থের জন্য ধ্যান করি। ১

সহস্ররশ্মের্ঘৃণিভির্যথান্ধং যদ্বাক্যভাভির্মনসস্তথান্ধম্
বিলীয়তে তং তমসঃ পরস্থং পতঞ্জলিং প্রাজ্ঞগুরুং নমামি ॥২

সহস্ররশ্মেরিতি। সহস্ররশ্মেঃ সূর্য্যস্য ঘৃণিভির্যথা অন্ধম্ অন্ধকারং বিলীয়তে তথা যদ্বাক্যভাভির্মনসঃ অন্ধম্ অজ্ঞানং বিলীয়তে তং প্রাজ্ঞগুরুং পতঞ্জলিং তমসঃ পরস্থম্ অবিদ্যায়াঃ পরস্মিন্ বস্তুনি স্থিতচিত্তমিত্যর্থঃ নমামি ॥২

সহস্ররশ্মি সূর্য্যের কিরণের দ্বারা যেরূপ অন্ধকার বিলীন হয়, সেইরূপ যাঁহার বাক্যের প্রভার দ্বারা মনের অন্ধকার বিনষ্ট হয়, গুণের পরস্থিত, প্রাজ্ঞগুরু পতঞ্জলি মুনিকে নমস্কার করি। ২

মুমুক্ষুসত্ত্বান্ ভবদুঃখপঙ্কাদুদ্ধর্তুমস্মান্ মুনিনা সুশাস্ত্রম্।
হিদং কৃতং যেন কৃপাবশেন পতঞ্জলিং তং স্বগুরুঞ্চ নৌমি।৩

শস্ত্রম্ ॥৩

মুমুক্ষু জীবদিগকে ভবদুঃখ-পঙ্ক হইতে উদ্ধার করিবার জন্য যিনি কৃপাবশ হইয়া এই সুশাস্ত্র রচনা করিয়াছেন, সেই পতঞ্জলি মুনিকে এবং নিজগুরুকে স্তুতি করি। ৩

বিভান্তি বিজ্ঞানবিভানুলিপ্তাঃ সূত্রপ্রভাস্বন্মণয়ো নিবদ্ধাঃ।
শ্রীভাষ্যচামীকরভূষণে হি বিবেকমৌলেরবতংসভূতাঃ ॥৪

বিভান্তীতি। যোগসূত্রাণি প্রভাস্বন্তঃ মণয়ঃ। কিংভূতা স্তু তেষাং প্রভা ইত্যাহ বিজ্ঞানেতি। বিজ্ঞানং বিশুদ্ধেন ন্যায়েন সঙ্গতং জ্ঞানং তদ্রূপয়া বিভয়া অনুলিপ্তাস্তে সূত্রমণয়ঃ। মণয়ঃ খলু অভিজাতা মুকুটাদিষু স্থাপনীয়া ইতি সূত্রমণয়ঃ ক তু স্থাপনীয়াঃ। তে হি ভাষ্যরূপসুবর্ণভূষণে রাজমুকুট ইত্যর্থঃ নিবদ্ধাঃ। কস্য রাজ্ঞঃ শিরঃ তন্-

মুকুটং মণ্ডয়িতুমর্হতীতি বিবেকস্থ রাজ্ঞ ইতি। সূত্ররূপাঃ প্রভাস্বমণয়ঃ বিজ্ঞানবিভানুলিপ্তাঃ ভাষ্যরূপচামীকরমুকুটে নিবদ্ধাঃ বিবেকরাজস্থ মৌলেরবতংসভূতাঃ সন্তঃ বিভান্তি ইত্যন্বয়ঃ ॥৪

যোগসূত্ররূপ প্রভাস্বৎ মণিসকল বিজ্ঞান বা ন্যায়সঙ্গত জ্ঞানরূপ প্রভারদ্বারা অনুলিপ্ত। তাহারা (সূত্র মণিগণ) যোগভাষ্যরূপ সুবর্ণ মুকুটে নিবদ্ধ হইয়া বিবেকরাজের শিরোভূষণ স্বরূপ হইয়া বিভাত হইতেছে। ৪

শিষ্টৈ হিরণ্যগর্ভেণ চর্ষিভিঃ পারদর্শিভিঃ।
যস্তস্যাত্র সমারব্ধং যোগস্য হ্যনুশাসনম্ ॥৫

ভগবতা হিরণ্যগর্ভেণ জগতোঽধিষ্ঠাত্রা পারদর্শিভিঃ কপিলাদিভিশ্চ ঋষিভির্যো যোগঃ পুরা শিষ্টঃ তস্য যোগস্য অনুশাসনম্ অত্র "অথ যোগানুশাসনম্" ইতি সূত্রে সমারব্ধমিত্যর্থঃ। ন হি অনধিগতযোগৈঃ শক্যং সাক্ষাৎকার্য্যার্থবিষয়কম্ উপদেশং কর্তুমিতি হেতো আস্তা বক্তারঃ পারদর্শিনঃ ইত্যবগন্তব্যম্ ॥৫

ভগবান্ হিরণ্যগর্ভ এবং পারদর্শী কপিলাদি মহর্ষিগণের দ্বারা যাহা পূর্ব্বে উপদিষ্ট হইয়াছিল, সেই যোগবিদ্যার অনুশাসন (শিষ্টের পুনঃশাসন) এই সূত্রে সমারব্ধ হইয়াছে। ৫

২ সূ০। যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ।

চিত্ত বৃত্তির নিরোধকে যোগ বলা যায়। ২ সূ

অন্তঃকরণ-ধর্ম্মা যাঃ প্রখ্যা-স্থিতি-প্রবৃত্তয়ঃ।
ত্রৈগুণাস্তদ্ভবেচ্চিত্তং সংস্কার-প্রত্যয়াত্মকম্ ॥৬

প্রখ্যা সাত্ত্বিকী বোধরূপা। প্রবৃত্তিঃ চেষ্টারূপা রাজসী। স্থিতিঃ

সংস্কাররূপা তামসী। প্রখ্যাদয়ঃ ত্রৈগুণাঃ ত্রিগুণাত্মনঃ অন্তঃকরণ-ত্রয়স্য ধর্ম্মাস্তে চিত্তমিত্যভিধীয়ন্তে। চিত্তস্ত সংস্কারপ্রত্যয়-ধর্ম্ম। তত্র সংস্কারাঃ অপরিদৃষ্টাঃ স্থিতিধর্ম্মাঃ। প্রত্যয়াশ্চ পরিদৃষ্টাঃ প্রখ্যা-প্রবৃত্তি-ধর্ম্মাঃ। ক্রিয়াপ্রধানায়াঃ প্রবৃত্তেরপি জ্ঞায়মানস্বরূপত্বাৎ ॥৬

প্রখ্যা (জ্ঞান), প্রবৃত্তি (রাগাদিচেষ্টা) ও স্থিতি (সংস্কার)-রূপ যে সত্ত্বাদি তিন গুণের অনুসারী তিন প্রকার অন্তঃকরণ-ধর্ম্ম আছে, তাহাকে চিত্ত বলা যায়। চিত্ত প্রত্যয় ও সংস্কারাত্মক। প্রত্যয়—পরিদৃষ্ট মনোভাব। সংস্কার—অপরিদৃষ্ট মনোভাব। প্রখ্যা ও প্রবৃত্তি প্রত্যয়স্বরূপ এবং স্থিতি সংস্কারস্বরূপ। ৬

প্রখ্যারূপং চিত্তসত্ত্বং সর্ব্ববিজ্ঞানলক্ষণম্।
লয়োদয়শীলাবস্থা তস্য বৃত্তিরিতীরিতা ॥৭

জ্ঞানাবস্থামাত্রং চিত্তবৃত্তিশব্দেন অস্মিন্ শাস্ত্রে পরিভাষিতম্। বৃত্তি-র্নাম প্রত্যয়ো লয়োদয়শীলা জ্ঞানাবস্থা বেতি বেদিতব্যম্ ॥৭

প্রখ্যারূপ চিত্ত-সত্ত্ব (চিত্তরূপে পরিণত সত্ত্বগুণ) সর্ব্ব প্রকার বিজ্ঞানস্বরূপ। সেই বিজ্ঞানের যে লয়োদয়শীলা অবস্থা তাহাকে চিত্তবৃত্তি বলা যায়। খণ্ড খণ্ড জ্ঞানাবস্থার নাম চিত্তবৃত্তি। ৭

সর্ব্বাসাং বেষ্টবর্জানাং বৃত্তীনাং যন্নিরোধনম্।
স যোগো বা সমাধিঃ স্যাদত্যন্ততাপশাতনঃ ॥৮

সর্ব্বাসাং বৃত্তীনাং নিরোধঃ অসম্প্রজ্ঞাতঃ যোগঃ। যা তু ইষ্টা অভিমতা ধ্যেয়-নির্ভাসা বৃত্তিঃ তদ্বর্জানাম্ অন্যাসাং বৃত্তীনাং যো নিরোধঃ স সম্প্রজ্ঞাতো যোগঃ। সম্প্রজ্ঞাতঃ অসম্প্রজ্ঞাতশ্চ যোগ ইতি ভাবঃ। যোগোঽপরনামসমাধিঃ অত্যন্ততাপশাতনঃ পরমার্থস্য সাধকঃ ইত্যর্থঃ। যস্তু চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ দুঃখস্যাত্যন্তনিবৃত্তয়ে ন প্রভবতি ন স যোগ ইতি বিবেচনীয়ম্ ॥৮

সমস্ত চিত্তবৃত্তির যে নিরোধ অথবা অভীষ্ট বৃত্তি ব্যতীত অন্য সমস্ত বৃত্তির যে নিরোধ তাহাকেই যোগ বলা যায়। যোগ দুঃখ ত্রয়ের অত্যন্তনিবৃত্তিকারী। অর্থাৎ সম্প্রজ্ঞাত ও অসম্প্রজ্ঞাতরূপ যে চিত্তবৃত্তি নিরোধ—যাহাদ্বারা কৈবল্য সিদ্ধ হয়—তাহাই যোগ। অন্য প্রকার বৃত্তিনিরোধ যোগ নহে। ৮

ক্ষিপ্তা মূঢ়া চ বিক্ষিপ্তা একাগ্রা চ নিরুদ্ধিকা।
সত্ত্বেষু সহজাবস্থাঃ পঞ্চেমা-শ্চিত্তভূময়ঃ ॥৯

সত্ত্বেষু প্রাণিষু ইমাঃ পঞ্চ সহজাঃ সাংসিদ্ধিক্যঃ চিত্তাবস্থাঃ ক্ষিপ্তাদ্যাঃ চিত্তভূময় ইত্যভিধীয়ন্তে ॥৯

সর্ব্ব প্রাণীর মধ্যে পঞ্চ প্রকার সহজ চিত্তাবস্থা আছে, যথা ক্ষিপ্ত, মূঢ়, বিক্ষিপ্ত, একাগ্র ও নিরুদ্ধ। ইহাদিগকে চিত্তভূমি বলা যায়। ৯

সদাঽস্থিরা ভবেৎ ক্ষিপ্তা মূঢ়া মোহবশা তথা।
ক্ষিপ্তাদ্বিশিষ্টবিক্ষিপ্তা স্থৈর্য্যাঽস্থৈর্য্যাত্মিকা হি সা ॥১০

যদা কুত্রচিদ্বিষয়ে অত্যন্তবিমুগ্ধং চিত্তংতদা মূঢ়া ভূমিঃ। যত্র ভূমৌ চিত্তস্য কাদাচিৎকং স্থৈর্য্যং সা বিক্ষিপ্তভূমিঃ। অনুক্রমেণ স্থৈর্য্যাস্থৈর্য্যে তস্যাম্ উদিয়াতাম্ ॥১০

তন্মধ্যে চিত্ত যে অবস্থায় সর্ব্বদাই অস্থির থাকে, যাহাতে স্থৈর্য্য-সংস্কার মোটেই নাই, সেই চিত্তের অবস্থার নাম ক্ষিপ্ত। যে অবস্থায় অবস্থিত চিত্ত কোন প্রবল মোহের বশ থাকে, তাহাকে মূঢ়ভূমি বলে। মোহকর বিষয়ের বশে চিত্তের যে অবশভাব তাহাই মোহ। ক্ষিপ্ত হইতে বিশিষ্ট ভূমির নাম বিক্ষিপ্ত। তাহাতে চিত্ত সময়ে সময়ে স্থির হয়। স্থৈর্য্য ও অস্থৈর্য্য উভয় প্রকার সংস্কারই তাহাতে থাকে। ১০

একস্মিন্নিষ্ঠ এবার্থে সংসক্তং যত্র লীলয়া।
একাগ্রা চিত্তভূমিঃ সা সম্প্রজ্ঞানপ্রসূর্মতা ॥১১

একাগ্রভূমৌ সিদ্ধায়াং সম্প্রজ্ঞাতো যোগঃ সিধ্যতি নান্যথা। তদা অভীষ্টকালং যাবদভিমতবিষয়ে চিত্তধারণসামর্থ্যম্॥১১

যে অবস্থায় চিত্ত সংস্কারবলে অনায়াসে অভীষ্ট একই বিষয়ে সংসক্ত বা সমাপন্ন থাকে, তাহাকে একাগ্রভূমিকা বলে। একাগ্রভূমিতে সম্প্রজ্ঞান বা সম্প্রজ্ঞাত যোগ হয় (কিরূপে হয় তাহা ১৫।১৬ শ্লোকে দ্রষ্টব্য)। ১১

সংস্কারমাত্রশেষা যা প্রত্যয়রহিতা সদা।
সা নিরুদ্ধা সমাখ্যাতা যোগস্য মুখ্যভূমিকা ॥১২

দুঃখপ্রহাণকরস্য যোগস্য নিরোধভূমিকা মুখ্যা। একাগ্রভূমিকা চ তস্যাঃ পূর্ব্বাবস্থা। একাগ্রভূমৌ স্থিতস্য যোগিনঃ সমাধিজাঃ প্রজ্ঞাঃ চেতসি প্রতিতিষ্ঠন্তি। স সম্প্রজ্ঞাতযোগঃ। স চ সম্প্রজ্ঞাতঃ নিরোধমভিমুখং করোতি। সম্প্রজ্ঞানস্যাপি নিরোধে সর্ব্বনিরোধান্নির্বীজঃ সমাধিরসম্প্রজ্ঞাতঃ। স এব নিরোধভূমিঃ। ১২

যে অবস্থায় সংস্কারবলে চিত্তের সমস্ত প্রত্যয় বা বৃত্তি সকল প্রায় সর্ব্বদাই নিরুদ্ধ থাকে, তাহাকে নিরুদ্ধভূমি বলে। সেই অবস্থায় চিত্তে কেবল সংস্কার থাকে—কারণ সংস্কার-বলেই চিত্ত নিরুদ্ধ হয় এবং সংস্কারবলে চিত্তে পুনরায় বৃত্তি উঠে। অতএব সমস্ত বৃত্তি নিরুদ্ধ হইলেও তখন নিরোধ ও ব্যুত্থানের সংস্কার মাত্র চিত্তে থাকে। ১২

সার্ব্বভৌমঃ সমাধির্হি ধর্ম্মশ্চিত্তস্য কীর্ত্তিতঃ।
তত্র লোভান্মোহাচ্চাপি আদ্যভূম্যোঃ প্রজায়তে ॥১৩

সর্ব্বভূমিষু সমাধিসম্ভবাৎ যোগঃ সার্ব্বভৌমঃ চিত্তস্য ধর্ম্মঃ। আদ্য-ভূম্যোঃ ক্ষিপ্তমূঢ়য়োর্লোভাৎ মোহাদ্বা কদাচিৎ সমাধিরুপতিষ্ঠতে। স চ সমাধিঃ ন পরমার্থং সাধয়তি ॥১৩

যোগ বা সমাধি চিত্তের সার্ব্বভৌম ধর্ম্ম অর্থাৎ উক্ত সর্ব্ব প্রকার ভূমিতেই সমাধি হইতে পারে। তন্মধ্যে ক্ষিপ্ত ও মূঢ় এই দুই প্রথম ভূমিতে প্রবল লোভ বা মোহ বা দ্বেষ আদির বশে কখন কখন সমাধি হইতে পারে। যেমন জয়দ্রথ প্রবল দ্বেষবশে শিবে সমাহিত-চিত্ত হইয়া বরলাভ করিয়াছিল। ১৩

বিক্ষিপ্তভূমিজশ্চাপি সমাধিঃ পূর্ব্ববদ্যতঃ।
উপসর্জ্জনবিক্ষেপাৎ কৈবল্যং নৈব সাধয়েৎ ॥১৪

বিক্ষিপ্তভূমৌ জাতঃ সমাধিরপি পূর্ব্ববৎ ক্ষিপ্তাদিভূমিজাতবৎ। যতঃ অনষ্টেভ্যঃ উপসর্জ্জনীভূতেভ্যঃ বিক্ষেপসংস্কারেভ্যঃ কদাচিৎ প্রজ্ঞা অভিভূয়তে বিক্ষিপ্তবৃত্তয়শ্চ সমুদাচরন্তি ততঃ স সমাধিঃ কৈবল্যং যোগস্য মুখ্যফলং ন সাধয়েৎ ১৪

ক্ষিপ্তও মূঢ়ভূমি জাত সমাধির ন্যায় বিক্ষিপ্ত ভূমিতে জাত সমাধি হইতেও যোগের মুখ্যফল কৈবল্যসিদ্ধি হয় না। কারণ তাহাতে উপসর্জ্জনীভূত বা গৌণভাবে স্থিত অনেক বিক্ষেপসংস্কার থাকে। সেই সংস্কার-বলে বিক্ষেপপ্রত্যয় চিত্তে উঠে এবং সমাধিজাত প্রজ্ঞাকে চিত্তে স্থির থাকিতে দেয় না। ১৪

একাগ্রভূমিজে সিদ্ধে সমাধৌ চ সমাধিজম্।
প্রজ্ঞানং সদ্ভূতং সূক্ষ্মং কর্ম্মক্ষয়করং পরম্॥
সদৈকার্থপ্রসক্তত্ব-স্বভাবাচ্চেতসস্তদা।
প্রতিতিষ্ঠতি চিত্তে তৎ নিরোধশ্চৈব ভাবয়েৎ ॥১৫

একাগ্রভূমিজে সমাধৌ সিদ্ধে সমাধিজং প্রজ্ঞানং সম্ভূতং যথার্থ-বিষয়কং সূক্ষ্মম্ অলৌকিকতত্ত্ববিষয়কমিত্যর্থঃ। কর্ম্মক্ষয়করং—তত্ত্বস্মৃতেঃ সদৈব চেতসি উপস্থানাৎ কর্ম্মস্মৃতেরনবকাশঃ ততঃ প্রজ্ঞানেন কর্ম্মক্ষয়ঃ। পরম্ উত্তমং শ্রুতানুমানপ্রজ্ঞাভ্যাং পরম্ এবম্ভূতং প্রজ্ঞানং চিত্তে প্রতি-তিষ্ঠতি বদ্ধমূলং ভবতীত্যর্থঃ। কস্মাৎ তদাহ সদেতি। তদা চেতসঃ সদা একার্থপ্রসক্তত্বস্বভাবাৎ। তৎস্বভাবাৎ চিত্তং যদুপাদেয়ত্বেন মন্যেত তৎ সদৈব চেতসি উপতিষ্ঠেৎ যচ্চ হৈয়ত্বেন মন্যেত তন্নোপ-তিষ্ঠেদিত্যর্থঃ। তচ্চ সম্প্রজ্ঞাতাখ্যঃ সমাধিঃ নিরোধং প্রশান্তচিত্ততা-মিত্যর্থঃ ভাবয়েৎ ॥১৫

একাগ্রভূমিতে সমাধি সিদ্ধ হইলে সেই সমাধিজাত যে সম্প্রজ্ঞান হয়, তাহা সম্যক্‌সত্যবিষয়ক এবং চরমসত্যজ্ঞান বলিয়া পর বা শ্রেষ্ঠজ্ঞান। আর তাহা কর্ম্মক্ষয়কর ; কারণ সর্ব্বদাই চিত্তে তত্ত্বজ্ঞান উদিত থাকাতে কর্ম্মস্মৃতি উদিত হইতে পারে না। এই রূপেই জ্ঞান হইতে কর্ম্মক্ষয় হয়।

একাগ্রভূমিকাতে চিত্ত স্বভাবতঃ সদা এক বিষয়ে লগ্ন থাকে বলিয়া তাহা সর্ব্বদা উক্ত প্রকার সমাধি-প্রজ্ঞাতে তন্ময় থাকে। আর তদ্দ্বারা নিরোধও অভিমুখ হয়। ১৫

সম্প্রজ্ঞাতঃ স যোগঃ স্যাদ্-বিবেকস্তস্য চাবধিঃ।
তস্যাপি নিরোধো যোগো হ্যসম্প্রজ্ঞাত ঈরিতঃ ॥১৬

সম্প্রজ্ঞাতযোগস্য বিবেকঃ বুদ্ধিপুরুষয়োরন্যতাবিজ্ঞানম্ অবধিঃ সীমা। তদ্বিবেকস্যাপি নিরোধঃ অসম্প্রজ্ঞাতঃ যোগ ঈরিতঃ যোগিভিঃ পারদর্শিভিঃ ॥১৬

চিত্তে এইরূপে সমাধি-প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার নাম সম্প্রজ্ঞাত যোগ। সম্প্রজ্ঞানের অবধি বা চরমসীমা বিবেকখ্যাতি বা বুদ্ধি

হইতে পুরুষের ভেদ সাক্ষাৎকার। সেই বিবেকেরও নিরোধকে অসম্প্রজ্ঞাত যোগ বলা যায়। ১৬

৩ সূঃ। তদা দ্রষ্টুঃ স্বরূপেঽবস্থানম্‌।

৩ নিরোধে সর্ব্ববৃত্তীনাং দ্রষ্টুশ্চিন্মাত্ররূপিণঃ।
তথৈবাবস্থিতির্ব্বাচ্যা মেঘান্মুক্তো যথার্য্যমা ॥১৭

মেঘাচ্ছন্নো রবিঃ মেঘমুক্তঃ অভ্যুদিতি যথা মেঘাচ্ছন্নদৃষ্টিভিরস্মাভি-র্মন্যতে তথা সদৈব স্বরূপপ্রতিষ্ঠোঽপি পুরুষঃ বুদ্ধিনিরোধে স্বরূপপ্রতিষ্ঠ ইতি পুনঃ ব্যবহারদৃশি বচনীয়ং ভবতীত্যর্থঃ। ১৭

সমস্ত বৃত্তি নিরুদ্ধ হইলে দ্রষ্টার স্বরূপে অবস্থিতি হয়, এইরূপ বলা যায়। ৩ সূঃ

সর্ব্ববৃত্তি নিরুদ্ধ হইলে চিন্মাত্ররূপ দ্রষ্টারস্বরূপে স্থিতি হয়, ইহা বক্তব্য। যেমন বলা যায় যে সূর্য্য মেঘমুক্ত হইলেন, তদ্বৎ। বস্তুতঃ যেমন সূর্য্য মেঘের দ্বারা আবৃত হন না, কিন্তু আমাদের দৃষ্টিই আবৃত হয়, সেইরূপ দ্রষ্টাকে মলিন বুদ্ধির দ্বারা মনে করি যে তিনি বৃত্তি-নিরোধে স্বরূপস্থ হইলেন। ১৭

৪ সূঃ। বৃত্তিসারূপ্যমিতরত্র।

অন্যাবস্থায় অর্থাৎ বৃত্তি উদিত থাকিলে, দ্রষ্টার সহিত বৃদ্ধির একাকারতা প্রতীত হয়। ৪ সূঃ

৪ বৃত্তিষু হ্যনিরুদ্ধাসু দ্রষ্টুঃ শুদ্ধস্য সাক্ষিণঃ।
বৃত্তিভিঃ সহ চৈকত্বখ্যাতিঃ স্যাদুপরাগতঃ ॥১৮

সর্ব্বাঃ বৃত্তয়ো দৃশ্যত্বাৎ পুরুষেণ প্রতিসংবেদ্যন্তে তস্মাৎ বৃত্তিশ্চ পুরুষশ্চ একত্বেন প্রতীয়তে। এবং ব্যুত্থানে বুদ্ধিপুরুষয়োঃ সাদৃশ্য-প্রতীতিঃ। ব্যুত্থানস্য দ্বেধাঽবস্থা অবিবেকরূপা বিবেকরূপা চ। তত্র অবিবেকে দ্রষ্টা বিপর্য্যয়বৃত্তিসরূপো বিবেকে চ বিবেকখ্যাতিস্বরূপ ইব প্রতীয়তে। জবাকুসুমেনোপরক্তঃ স্ফটিকমণিরত্রদৃষ্টান্তঃ ॥১৮

বৃত্তি অনিরুদ্ধ থাকিলে, দ্রষ্টা স্বরূপতঃ শুদ্ধ ও সাক্ষিস্বরূপ হইলেও বৃত্তির উপরাগহেতু, তিনি বৃত্তির সহিত একরূপ বলিয়া প্রতীত হন। ১৮

৫ সূ০। বৃত্তয়ঃ পঞ্চতয্যঃ ক্লিষ্টাঽক্লিষ্টাঃ।

বৃত্তি সকল প্রমাণাদিরূপে পঞ্চ প্রকার। তাহারা আবার ক্লিষ্ট এবং অক্লিষ্ট ভেদে দ্বিবিধ। ৫সূঃ

৫ ক্লিষ্টাঽক্লিষ্টেতি বৃত্তীনাং সাধনার্থং বিভাজিতম্।
অবিদ্যাপূর্ব্বিকাঃ ক্লিষ্টা অক্লিষ্টাঃ শান্তিহেতবঃ ॥১৯

ক্লিষ্টা চাক্লিষ্টেতি চ দ্বিধা বৃত্তীনাং বিভাগঃ পরমার্থসাধনাপেক্ষয়া কৃতঃ। বিপর্য্যয়বৃত্তির্যা দুঃখমূলাস্তা অবিদ্যাদয়ঃ ক্লেশাঃ। ক্লেশমূলাঃ সর্ব্ববিধা বৃত্তয়ঃ ক্লিষ্টাঃ। অবিদ্যাদীনান্তু পরিপন্থিন্যো বৃত্তয়ঃ অক্লিষ্টাঃ মুখ্যতঃ বিবেকপ্রত্যয়রূপাঃ ক্লেশনিবৃত্তিকারিণ্যঃ ॥১৯

বৃত্তি সকল পরমার্থ সাধনের জন্য ক্লিষ্ট এবং অক্লিষ্ট, এই দুই ভাগে বিভক্ত হয়। তন্মধ্যে অবিদ্যাপূর্ব্বক যে সমস্ত বৃত্তি উঠে, তাহারা ক্লিষ্ট, আর বিদ্যাপূর্ব্বক যাহারা উঠে, সেই শান্তির হেতুভূত বৃত্তিসকল অক্লিষ্টা বৃত্তি। ১৯

৬ সূ০। প্রমাণ-বিপর্য্যয়-বিকল্প-নিদ্রা-স্মৃতয়ঃ।

প্রমাণ, বিপর্য্যয়, বিকল্প, নিদ্রা ও স্মৃতি, এই পাঁচটির নাম বৃত্তি। ৬ সূ

৬ প্রমাণঞ্চ বিপর্য্যয়ো বিকল্পসংজ্ঞকস্তথা
নিদ্রাস্মৃতী চ বস্তুতঃ পঞ্চৈতাশ্চিত্তবৃত্তয়ঃ ॥২০

পরমার্থায় ক্লিষ্টাক্লিষ্টেতি বিভাগো বস্তুতস্তু প্রমাণাদিঃ পঞ্চধা বিভাগঃ বৃত্তীনাম্। বিকল্পসংজ্ঞকঃ বিকল্পশব্দেনাত্র পরিভাবিতা বৃত্তিরিত্যর্থঃ নান্যস্তু বিকল্পপদার্থঃ ॥২০

দ্রব্যতঃ চিত্তবৃত্তি সকল পঞ্চ ভাগে বিভক্ত। যথা—প্রমাণ, বিপর্য্যয়, বিকল্প (বিকল্প নামে এই শাস্ত্রে যাহা পরিভাষিত হইয়াছে, তাহা) নিদ্রা এবং স্মৃতি। ২০

৭ সূ০। প্রত্যক্ষানুমানাগমাঃ প্রমাণানি।

প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আগম, এই তিন প্রকার প্রমাণ। ৭সূ

৭ অবাধিতো হ্যর্থবোধঃ প্রমা তৎকরণং মতম্।
সদ্ভূতার্থং প্রমাণং হি মিথ্যাজ্ঞানস্য বাধকম্ ॥২১

অবাধিতঃ বিপর্য্যয়েণ অবাধিতঃ। সদ্ভূতার্থং যস্য বিষয়ো যথাভূতঃ তৎ ॥২১

অনধিগত বা পূর্ব্বে অননুভূত যে তত্ত্ববোধ, তাহার নাম প্রমা। প্রমার যাহা করণ বা সাধন, তাহার নাম প্রমাণ। প্রমাণ যথার্থ বিষয়ক, সুতরাং তাহা মিথ্যাজ্ঞানের বাধক। ২১

প্রত্যক্ষমনুমানঞ্চ আপ্তাৎ শ্রুতো য আগমঃ
এতান্যেব প্রমাণানি ত্রৈকালিকা বিনিশ্চয়াঃ ॥২২

আপ্তাৎ শ্রুতঃ আপ্তপুরুষাৎ সাক্ষাৎ শ্রুতঃ য আগমঃ স এব আগম-প্রমাণম্। আগমাখ্যা গ্রন্থাস্তৎপাঠজাতং জ্ঞানং বা ন আগমপ্রমাণমিতি বিবেচ্যম্। বিনিশ্চয়াঃ বিজ্ঞানানি। তত্র প্রত্যক্ষবিজ্ঞেয়স্য বর্ত্তমানকালঃ অধিকরণম্। অনুমানাগময়োশ্চ অতীতানাগতবর্ত্তমান-কালঃ অধিকরণম্ ॥২২

প্রত্যক্ষ, অনুমান, এবং আপ্ত পুরুষের নিকট শ্রুত যে আগম, এই ত্রিবিধ প্রমার সাধনের নাম প্রমাণ। 'আগম' নামক গ্রন্থ আগম-প্রমাণ নহে। প্রমাণ সকলের দ্বারা ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান কালে স্থিত পদার্থের নিশ্চয় হয়। তন্মধ্যে প্রত্যক্ষ কেবল বর্ত্তমান পদার্থের নিশ্চয়, অনুমান ও আগম অতীতানাগত-বর্ত্তমান পদার্থের নিশ্চয়। ২২

বিষয়ৈশ্চিত্তসংযোগাৎ বুদ্ধীন্দ্রিয়প্রণালিকাৎ।
প্রত্যক্ষং সাম্প্রতং জ্ঞানং বিশেষস্যাবধারকম্ ॥২৩

বিষয়ৈঃ সহ বুদ্ধীন্দ্রিয়প্রণালিকাৎ চিত্তসংযোগাৎ জাতং জ্ঞানং প্রত্যক্ষম্। তচ্চ সাম্প্রতং বর্ত্তমানকালাধিকরণকম্। বিশেষস্তু বস্তূনাং প্রাতিস্বিকঃ শব্দাদয়ঃ আকারাদয়শ্চ গুণাঃ য ইন্দ্রিয়ৈর্জ্ঞায়ন্তে তস্যাব-ধারকং প্রত্যক্ষম্ ॥২৩

জ্ঞানেন্দ্রিয়রূপ (কর্ণাদি পঞ্চ এবং মনোরূপ অনুভব শক্তি) প্রণালীর দ্বারা বিষয়ের সহিত চিত্তের সংযোগ হইতে যে বর্ত্তমান পদার্থবিষয়ক জ্ঞান হয়, তাহার নাম প্রত্যক্ষ। প্রত্যক্ষের দ্বারা বিশেষের জ্ঞান হয়। প্রত্যেক দ্রব্যের নিজ নিজ যে শব্দাদি গুণ এবং আকারাদি গুণ, তাহার নাম বিশেষ। ২৩

অসহভাবসম্বন্ধং জ্ঞাত্বা চ সহভাবকম্।
হেতুপূর্ব্বানুমানঃ যা সামান্যার্থবিনিশ্চিতিঃ ॥২৪

অসহভাবসম্বন্ধঃ তৎসত্ত্বে তদসত্ত্বং তদসত্ত্বে চ তৎসত্ত্বম্। সহভাব-সম্বন্ধঃ তৎসত্ত্বে তৎসত্ত্বং তদসত্ত্বে তদসত্ত্বম্। সম্বন্ধজ্ঞানানন্তরং হেতুং লব্ধ্বা হেতুমতঃ পদার্থস্য নিশ্চয়ঃ অনুমানম্। শব্দার্থজ্ঞান-সাধ্যত্বাদনুমানম্, আগমশ্চ সামান্যবিষয়ঃ যতঃ শব্দাঃ সামান্যার্থেষু কৃতসঙ্কেতাঃ ॥২৪

সহভাব (তৎসত্ত্বে তৎসত্ত্ব, অসত্ত্বে অসত্ত্ব) এবং অসহভাব (সত্ত্বে অসত্ত্ব, অসত্ত্বে সত্ত্ব) নামক সম্বন্ধ জ্ঞাত হইয়া হেতুপূর্ব্বক হেতুমান্ পদার্থের যে জ্ঞান, তাহার নাম অনুমান। আগম এবং অনুমানের দ্বারা সামান্য জ্ঞান বা সত্তামাত্র নিশ্চয় হয়। যেমন ধূম দেখিয়া অগ্নির নিশ্চয়। ইহাতে অগ্নি আছে, এইরূপ মাত্র নিশ্চয় হয়, অগ্নির বিশেষ নিশ্চয় হয় না। ২৪

আপ্তোক্তশব্দশক্ত্যা যঃ শ্রোতুস্তদর্থনিশ্চয়ঃ।
প্রমাণমাগমঃ স স্যাদ্ যঃ সিধ্যেদবিচারতঃ ॥২৫

আপ্তোক্তশব্দশক্তিবিশেষেণ অভিভূতবিচারবুদ্ধেঃ শ্রোতুর্যো নিশ্চয়ঃ স এবাগমাখ্যংপ্রমাণম্ ॥২৫

আপ্ত ব্যক্তির কথিত শব্দ (বাক্য) শ্রবণ করিয়া শ্রোতার যে অবিচারপূর্ব্বক সেই বাক্যার্থের নিশ্চয় হয়, তাহার নাম আগম। যে ব্যক্তির শক্তিবিশেষের দ্বারা যাহার বিচার অভিভূত হইয়া অবিচার-সিদ্ধ নিশ্চয় হয়, সেই ব্যক্তি শেষ ব্যক্তির আপ্ত। ২৫

৮ সূ০। বিপর্য্যয়ো মিথ্যাজ্ঞানমতদ্রূপপ্রতিষ্ঠম্।

যে পদার্থের যাহা স্বরূপ, যে জ্ঞান তাহার অনুরূপ নহে, সেই জ্ঞান বিপর্য্যয় বা মিথ্যাজ্ঞান। অর্থাৎ এক দ্রব্যকে অন্যরূপ জ্ঞান। যথা রজ্জুতে সর্প-ভ্রম। ৮ সূ

৮- যদ্বস্তুস্বরূপং তস্মাদ্ভিন্নরূপস্থ তত্র যা।
খ্যাতির্বিপর্য্যয়ো বৃত্তির্মিথ্যাজ্ঞান-স্বরূপিকা ॥২৬

বিপর্য্যয় উচ্যতে। কস্তচিদ্বস্তুনো যৎ স্বরূপং তস্মাৎ স্বরূপাৎ ভিন্নস্থ রূপস্থ তস্মিন্ বস্তুনি যা খ্যাতিঃ প্রতিভাসঃ স বিপর্য্যয়ো নাম মিথ্যাজ্ঞানস্বরূপিকা বৃত্তিঃ। মিথ্যাজ্ঞানং বিপরীতজ্ঞানং ন জ্ঞানাভাব ইতি দ্রষ্টব্যম্ ॥২৬

যে বস্তুর যাহা স্বরূপ, তদ্বিষয়ে যে ভিন্ন রূপ জ্ঞান হয়, তাহার নাম বিপর্য্যয়। তাহা মিথ্যাজ্ঞানস্বরূপ বৃত্তি। ২৬

৯ সূ০। শব্দজ্ঞানানুপাতী বস্তুশূন্যো বিকল্পঃ।

শব্দজ্ঞানের অনুপাতী বস্তুশূন্য—অথচ ব্যবহার্য্য বৃত্তিই বিকল্প। ৯ সূ

৯ অবস্তুবাচকাচ্ছব্দাৎ প্রত্যয়ো বুদ্ধিনির্ম্মিতঃ।
যাবদ্-ভাষানুগা চিন্তা ব্যবহার্য্যো বিকল্পকঃ ॥২৭

অবস্তুবাচকং শব্দং শ্রুত্বা যো বুদ্ধিনির্ম্মিতঃ, যাবদ্ভাষানুগা চিন্তা তাবদ্ব্যবহার্য্যঃ, প্রত্যয়ো জায়তে স বিকল্পঃ। অবস্তুবাচকাঃ শব্দাঃ যথা—অভাবঃ, অনন্তঃ, রাহোঃ শিরঃ, চৈতন্যং পুরুষস্থ স্বরূপমিত্যাদয়ঃ। অভাব ইতি পদস্থ যজ্ জ্ঞানং তৎ বিকল্পস্থোদাহরণম্। তস্থ বাস্তবো বিষয়ঃ নাস্তি। নাপি বিপর্য্যয়বৎ অব্যবহার্য্যতা। যাবৎ শব্দৈঃ কিঞ্চিৎ চিন্ত্যতে তাবদ্-বিকল্পস্থোপকারিতা। নির্ব্বিতর্কনির্ব্বিচারধ্যানে বিকল্পহানির্ভবতি। শব্দহীনার্থচিন্তনস্তাত্তদা ॥২৭

অবস্তুবাচক শব্দ শ্রবণ করিয়া যে কল্পিত প্রত্যয় হয়, তাহার নাম বিকল্প। যাবৎ ভাষানুসারিণী চিন্তা থাকে, তাবৎ বিকল্পের ব্যবহার থাকে। বিপর্য্যয়ের ব্যবহার্য্যতা নাই অর্থাৎ প্রমাণের দ্বারা যথার্থ জ্ঞান হইলেই বিপর্য্যয় নষ্ট হয়, কিন্তু বিকল্প সেরূপ নহে,

তাহা অবস্তুবিষয়ক জানিলেও নিত্য ব্যবহার্য্য। বিকল্পের উদাহরণ যথা—অভাব ; অনন্ত ; চৈতন্য-পুরুষের স্বরূপ ; রাহুর শির ইত্যাদি। দিক্ এবং কালও বৈকল্পিক পদার্থ। ইহারা সব অবস্তুবাচক শব্দ হইলেও, তদ্বিষয়ক বিকল্পজ্ঞানের ব্যবহার্য্যতা আছে। ২৭

১০ সূ০। অভাবপ্রত্যয়ালম্বনা বৃত্তির্নিদ্রা।

জাগ্রৎ ও স্বপ্নের অভাবের যে প্রত্যয় বা কারণ, তদবলম্বনা বৃত্তির নাম নিদ্রা। ১০ সূ

১০ কারণং যত্তমোরূপমভাবে স্বপ্নজাগ্রতোঃ।
তজ্জাড্যালম্বনো নিদ্রা প্রত্যয়স্তামসো মতা ॥২৮

স্বপ্নজাগ্রতোরবস্থয়োরভাবে কারণং যৎ তমোরূপং জাড্যরূপং তজ্জাড্যবিষয়ঃ তামসঃ প্রত্যয়ঃ নিদ্রেতি। সুখমহমস্বাপ্সমিত্যাদি-স্মৃত্যনুভবাৎ নিদ্রা প্রত্যয়বিশেষঃ। তস্যা বিষয়ঃ চিত্তেন্দ্রিয়দেহানাং জড়াবস্থাবিশেষঃ। সা চ তমঃপ্রধানা ইতরবৃত্তিবৎ ত্রিগুণা ॥২৮

স্বপ্ন এবং জাগ্রতের অভাবের কারণ তম বা জড়তাবিশেষ, সেই জড়তাকে আলম্বন করিয়া সেই অস্ফুট জ্ঞান হয়, তাহার নাম নিদ্রাবৃত্তি। জাগ্রৎ ও স্বপ্নে প্রমাণাদি বৃত্তি থাকে। নিদ্রায় শরীরেন্দ্রিয়-চিত্তের জড়াবস্থার বোধ হয়। নিদ্রার স্মরণ হয় বলিয়া নিদ্রা অনুভূতি বা বৃত্তিবিশেষ। জাগ্রৎ সাত্ত্বিক অবস্থা, স্বপ্ন রাজস অবস্থা, সুষুপ্তি তামস অবস্থা। সুষুপ্তিকালীন বোধই নিদ্রানামক প্রত্যয় বা বৃত্তি। ২৮

---

১১ সূ০। অনুভূতবিষয়াসম্প্রমোষঃ স্মৃতিঃ।

যে বিষয় অনুভব করা হইয়াছে, তাহার যে অসম্প্রমোষ বা অত্যাগ, তাহাই স্মৃতি। ১১ সূ

১১ বিষয়স্তানুভূতস্য যা পুনরনুভূততা
সতঃ সংস্কারভূতেন সা সর্ব্ববিষয়া স্মৃতিঃ ॥২৯

অনুভূতস্য বিষয়স্য সংস্কারভূতেন সতঃ—সংস্কারভূততেতি হেতুনা ইত্যর্থঃ, যা পুনরনুভূততা সা স্মৃতিঃ। স্মৃতিশ্চ সর্ব্ববিষয়া প্রমাণ-বিপর্য্যয়-বিকল্প-নিদ্রা-স্মৃতিভিঃ যদ্বিষয়ীকৃতং তৎ সর্ব্বং স্মৃতি-র্বিষয়ীকরোতীত্যর্থঃ ॥২৯

অনুভূত বিষয়, যাহা সংস্কারভূত হওয়াতে বর্ত্তমান থাকে, তাহার পুনশ্চ যে অনুভূততা, তাহাই স্মৃতি। স্মৃতি সর্ব্ববিষয়া অর্থাৎ প্রমাণাদি সর্ব্ববৃত্তির বিষয় অবলম্বন করিয়া স্মৃতি হয়। স্মৃতিরও স্মৃতি হয়। ২৯

প্রবৃত্তিস্থিতিধর্ম্মাণাম্ এষাং রোধে নিরোধনম্।
বৃত্তিঃ প্রত্যয়রূপৈব গৃহীতা যোগিভিস্ততঃ ॥৩০

প্রবৃত্তিপ্রধানানাম্ ইচ্ছাকৃত্যাদীনাং স্থিতিপ্রধানানাং সংস্কারাণাঞ্চ ধর্ম্মাণাম্ এষাং পঞ্চানাং নিরোধে নিরোধঃ স্যাৎ। ততঃ যোগিভিঃ প্রত্যয়রূপা এব বৃত্তয়ঃ গৃহীতাঃ ॥৩০

এই পঞ্চ জ্ঞানবৃত্তির নিরোধে চিত্তের প্রবৃত্তিধর্ম্ম এবং স্থিতিধর্ম্মও নিরুদ্ধ হয় বলিয়া যোগীরা প্রত্যয়রূপা নিরোদ্ধব্যা বৃত্তিসকলই গ্রহণ করিয়াছেন। ৩০

১২ সূ০। অভ্যাসবৈরাগ্যাভ্যাং তন্নিরোধঃ।

অভ্যাস এবং বৈরাগ্যের দ্বারা চিত্তবৃত্তির নিরোধ হয়। ১২ সূ

১২ বিবেকদর্শনাভ্যাসাৎ বৈরাগ্যাচ্চার্থরোধিনঃ।
চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ স্যাদুপায়ৌ তৌ ততো মতৌ ॥৩১

বিবেকদর্শনাভ্যাসাৎ বিষয়রোধিনশ্চ বৈরাগ্যাৎ পরাখ্যাৎ সর্ব্ববৃত্তি-

নিরোধঃ স্যাৎ। ততঃ অভ্যাসবৈরাগ্যে নিরোধোপায়ৌ মতৌ। সম্প্রজ্ঞাতযোগাভ্যাসঃ বশীকারাদিবৈরাগ্যমপি নিরোধস্য বহিরঙ্গভূতত্বাৎ নিরোধোপায় ইতি জ্ঞাতব্যঃ ॥৩১

বিবেকদর্শনের অভ্যাস হইতে এবং বিষয়-নিবৃত্তিকারি বৈরাগ্য হইতে চিত্তবৃত্তি সম্যক্ নিরুদ্ধ হয়। অতএব অভ্যাস ও বৈরাগ্য চিত্তবৃত্তি-নিরোধের উপায়। বিবেক-খ্যাতির অভ্যাসই মুখ্য অভ্যাস। তাহার হেতুভূত যোগাঙ্গাভ্যাসও অভ্যাস। ৩১

---

১৩ সূঃ। তত্র স্থিতৌ যত্নোঽভ্যাসঃ।

স্থিতির জন্য যত্ন করা অভ্যাস। স্থিতি—চিত্তের ও ইন্দ্রিয়ের শান্ত ভাব। ১৩ সূ

অবৃত্তিকী স্থিতিস্তস্যাঃ শান্তাবস্থা যা চেতসঃ।
সাধনানামনুষ্ঠানমভ্যাসো বীর্য্যপূর্ব্বকম্ ॥ ৩২

যা অবৃত্তিকী চেতসঃ শান্তাবস্থা সা স্থিতিঃ। তস্যাঃ স্থিত্যাঃ যানি সাধনানি তেষাং পুনঃপুনরনুষ্ঠানমভ্যাসঃ। অবশেন যদনুষ্ঠীয়তে ন সঃ অভ্যাসঃ কিন্তু বীর্য্যপূর্ব্বকম্ অনুষ্ঠানমেবাভ্যাসঃ ॥৩২

চিত্তের বৃত্তিশূন্য যে প্রশান্ত অবস্থা, তাহাই মুখ্য স্থিতি। অন্য স্থির অবস্থাও স্থিতি। সেই স্থিতির সাধন সকলের যে বীর্য্যপূর্ব্বক পুনঃ পুনঃ অনুষ্ঠান, তাহার নাম অভ্যাস। স্বেচ্ছাপূর্ব্বক অনুষ্ঠানই অভ্যাস। অবশ হইয়া পুনঃ পুনঃ কিছু অনুষ্ঠান করিলে, তাহাকে অভ্যাস বলা যায় না। ৩২

---

১৪ সূ০। স তু দীর্ঘকালনৈরন্তর্য্যসৎকারাসেবিতো দৃঢ়ভূমিঃ।

দীর্ঘকাল নিরন্তর ও সৎকার (আদর)—পূর্ব্বক আচরিত হইলে, অভ্যাস দৃঢ়ভূমি হয়। ১৪ সূঃ

১৪ আসেবিতঃ সসৎকারং বিদ্যাশ্রদ্ধাদিপূর্ব্বকম্।
অভ্যাসো দৃঢ়ভূমিঃ স্যাদ্দীর্ঘকালং নিরন্তরম্ ॥৩৩

দীর্ঘকালং নিরন্তরং সসৎকারং বিদ্যাশ্রদ্ধাদিপূর্ব্বকমিত্যর্থঃ আসেবিতঃ অভ্যাসঃ দৃঢ়ভূমিঃ স্যাৎ ॥৩৩

দীর্ঘকাল, নিরন্তর এবং সৎকারপূর্ব্বক বা বিদ্যা-শ্রদ্ধাদি-পূর্ব্বক অভ্যাস অনুষ্ঠিত হইলে, তাহা দৃঢ়ভূমি বা অটুট হয়। ৩৩

---

১৫ সূ০। দৃষ্টানুশ্রবিকবিষয়বিতৃষ্ণস্য বশীকারসংজ্ঞা বৈরাগ্যম্।

দৃষ্ট বিষয় এবং আনুশ্রবিক বিষয়ে বৈতৃষ্ণ্য হইলে বশীকার নামক বৈরাগ্য হয়। ১৫

১৫ বৈরাগ্যং দ্বিবিধং প্রোক্তমপরং পরমেব চ।
যতমানাদিভেদেন চতুর্ধাপ্যপরং পুনঃ ॥৩৪

যতমান-ব্যতিরেক-একেন্দ্রিয়-বশীকার-ভেদেন অপরং বৈরাগ্যং চতুর্ব্বিধম্ ॥৩৪

বৈরাগ্য দ্বিবিধ, অপর ও পর। তন্মধ্যে যতমানাদি ভেদে অপর বৈরাগ্য চতুর্ব্বিধ। ৩৪

প্রথমং যতমানঞ্চ ব্যতিরেকং ততঃ পরম্।
একেন্দ্রিয়ং ততোঽভ্যস্তং বশীকারঃ প্রসিধ্যতি ॥৩৫

স্পষ্টম্ ॥৩৫

প্রথমে যতমান, তাহার পর ব্যতিরেক, পরে একেন্দ্রিয়। ইহার অভ্যাস হইলে বশীকার নামক চতুর্থ বৈরাগ্য সিদ্ধ হয়। ৩৫

ইন্দ্রিয়াণি প্রবৃত্তানি মা ভূবন্ বিষয়েম্বিতি।
যতমানঃ প্রযত্নঃ স্যাদেবমর্থনিবৃত্তয়ে ॥৩৬

স্পষ্টম্ ॥৩৬

'ইন্দ্রিয় সকল বিষয়ে প্রবৃত্ত না হউক' এইরূপে বিষয়-নিবৃত্তির চেষ্টার নাম যতমান। ৩৬

এতেভ্যঃ শমিতো রাগঃ কার্য্য এষাং শমস্তথা।
দ্বিতীয়ং ব্যতিরেকেণ যত্রাবধার্য্যতেঽরতিঃ ॥৩৭

অভ্যাসবলাদ্-যদা কচিৎ কচিদ্-রাগঃ নিবৃত্তো ভবতি তদা বৈরাগ্যস্য দ্বিতীয়াবস্থা সিধ্যতি। এতেভ্যো বিষয়েভ্যো রাগঃ শমিতঃ এভ্যশ্চ শমঃ কার্য্য ইতি যস্যাং বৈরাগ্যাবস্থায়াম্ অরতিঃ বৈরাগ্যং ব্যতিরেকেণ অবধার্য্যতে তদ্দ্বিতীয়ং ব্যতিরেকসংজ্ঞকং বৈরাগ্যম্ ॥৩৭

"এই সব বিষয় হইতে রাগ গিয়াছে, এই সব বিষয় হইতে রাগ প্রশমিত করা বিধেয়," অভ্যাস-বলে কিছু ফল লাভ করিয়া যখন এই রূপে কোন কোন বিষয় হইতে বৈরাগ্য ব্যতিরেক করিয়া বা পৃথক্ করিয়া অবধারণ করা যায়, তখন তাহাকে ব্যতিরেক বৈরাগ্য বলে। ৩৭

বাহ্যেন্দ্রিয়প্রবৃত্তৌ তু শান্তায়াং বিষয়েষু হি।
রাগঃ ঔৎসুক্যমাত্রেণ তৃতীয়ং যত্র চেতসি ॥৩৮

রাগবশাদ্বিষয়েষু বাহ্যেন্দ্রিয়প্রবৃত্তিঃ। শান্তায়াং তস্যাং প্রবৃত্তৌ যদা রাগ ঔৎসুক্যমাত্রেণ চেতসি তিষ্ঠতি ইন্দ্রিয়প্রবর্ত্তনসামর্থ্যশূন্যো ভবতীত্যর্থঃ তদা তৎ তৃতীয়ম্ একেন্দ্রিয়সংজ্ঞকম্ একেন্দ্রিয়ে মনসি স্থিতমিত্যর্থঃ বৈরাগ্যম্ ॥৩৮

বিষয় হইতে বাহ্যেন্দ্রিয় নিবৃত্ত হইলে, যখন রাগ কেবল চিত্তে (মনোরূপ এক ইন্দ্রিয়ে) ঔৎসুক্যরূপে থাকে, তখন তাহাকে একেন্দ্রিয় বৈরাগ্য বলা যায়। ৩৮

ইহত্য এব যো ভোগঃ দিব্যভোগশ্চ যো মহান্।
বশীকারাখ্যবৈরাগ্যং বৈতৃষ্ণ্যং তত্র অত্র যৎ ॥৩৯

পার্থিববিষয়ভোগে চ মহতি দিব্যবিষয়ভোগে চ যৎ বৈতৃষ্ণ্যম্ অনাভোগঃ চিত্তেন্দ্রিয়প্রবৃত্তিরাহিত্যমিত্যর্থঃ তদ্বশীকারাখ্যং বৈরাগ্যং তচ্চ অপরবৈরাগ্যেষু চতুর্থম্ ॥৩৯

ইহ লোকের যে সমস্ত ভোগ এবং মহান্ যে দিব্য ভোগ, তাহাতে যে সম্যক্ বৈতৃষ্ণ্য (তদ্বিষয়ে চিত্তের অসঞ্চার) তাহার নাম বশীকার নামক বৈরাগ্য। ৩৯

১৬ সূ০। তৎপরং পুরুষখ্যাতেগুর্ণবৈতৃষ্ণ্যম্।

পুরুষখ্যাতি হইলে যে ত্রিগুণেতে—অর্থাৎ সমস্ত জগতের মূলকারণে বিতৃষ্ণাভাব হয়, তাহা পরবৈরাগ্য। ১৬

১৬ ব্যক্তাব্যক্তাত্মগুণেষু বৈতৃষ্ণ্যং পরসংজ্ঞকম্।
পুংসঃ স্যাদ্দর্শনাভ্যাসাৎ কাষ্ঠা জ্ঞানস্য যৎপরা। ৪০

পুরুষদর্শনস্য বিবেকখ্যাতেরভ্যাসাৎ যৎ ব্যক্তাব্যক্তস্বরূপেষু গুণেষু বৈতৃষ্ণ্যং তৎপরসংজ্ঞকং বৈরাগ্যম্। তচ্চ জ্ঞানস্য পরা কাষ্ঠা জ্ঞানপ্রসাদমাত্রা ইতি যাবৎ। অপরং বিকৃতিবিষয়কং বৈরাগ্যং পরঞ্চ মূলপ্রকৃতিবিষয়কমিতি বিবেচ্যম্ ॥৪০

বিষয় এবং করণরূপ ব্যক্ত অবস্থার কারণ-স্বরূপ এবং অব্যক্ত স্বরূপ যে ত্রিগুণ, তাহাতে যে বৈতৃষ্ণ্য, যাহা পুরুষ বিষয়ক প্রজ্ঞা

হইতে সিদ্ধ হয়, তাহার নাম পরবৈরাগ্য। পরবৈরাগ্য জ্ঞানের পরাকাষ্ঠা। কারণ, তদ্দ্বারা সর্ব্ব অনাত্ম পদার্থের মূল কারণেও বিতৃষ্ণা বা হেয়তা-খ্যাতি হয়। ৪০

প্রবৃত্তেস্তৎপরা শান্তিশ্চ জ্ঞানস্য প্রসাদতা।
প্রাপণীয়ং তদা প্রাপ্তং ক্লেশাশ্চ সংক্ষয়ং গতাঃ।
অস্পৃশ্যো জন্মমৃত্যুভ্যাং প্রজ্ঞয়েতি বিমুচ্যতে ॥৪১

পরস্যাং বৈরাগ্যাবস্থায়াং প্রবৃত্তেঃ পরা শান্তিরুপশমো ভবতি। জ্ঞানস্য চ চরমা প্রসন্নতা রজস্তমোমলহীনতা ভবতি। তদা প্রাপণীয়ং প্রাপ্তং ক্লেশাশ্চ মে সম্যক্ ক্ষীণা জন্মমৃত্যুভ্যামহম্ অস্পৃশ্য ইতি প্রজ্ঞায় প্রান্তভূমিং প্রজ্ঞামনুভবন্ ইত্যর্থঃ বিদ্বান্ বিমুচ্যতে কৈবল্যপদমশ্নুতে ॥৪১

সেই পরবৈরাগ্য, প্রবৃত্তির পরমাশান্তি এবং তাহা সম্যগ্ বিশুদ্ধ জ্ঞানস্বরূপ। তদবস্থায়, "আমি প্রাপণীয় পাইয়াছি, আমার ক্লেশ সকল সম্যক্ ক্ষীণ হইয়াছে, আমি জন্ম-মৃত্যুর দ্বারা অস্পৃশ্য" এইরূপ সাক্ষাৎ প্রজ্ঞাত হইয়া যোগী বিমুক্ত হন।৪১

১৭ সূ০। বিতর্কবিচারানন্দাঽস্মিতারূপানুগমাৎ সম্প্রজ্ঞাতঃ।

বিতর্ক, বিচার, আনন্দ, এবং অস্মিতা, এই চতুঃ প্রকার পদার্থানুসারে সম্প্রজ্ঞাত যোগ চতুর্ব্বিধ। ১৭ সূ

১৭ বিতর্কবিচারানন্দাঽস্মিতারূপানুগামিনী।
একাগ্রভূমিজাতত্বাৎ প্রজ্ঞা চিত্তে প্রতিষ্ঠিতা।
সম্প্রজ্ঞাতো মতো যোগঃ সালম্বনসমাধিজা ॥৪২

বিতর্কাদীনাং স্বরূপানুগামিন্যঃ সালম্বনসমাধিজাঃ প্রজ্ঞাঃ একাগ্র-ভূমিজাতত্বাৎ যদা চেতসি প্রতিতিষ্ঠন্তি তদা স যোগঃ সম্প্রজ্ঞাতো মতঃ। বিতর্কঃ শব্দসহায়া চিন্তা। সবিতর্কঃ নির্ব্বিতর্ক ইতি দ্বিবিধো বিতর্কানুগতঃ সম্প্রজ্ঞাতঃ। যেন বিচারেণ ধ্যায়িনঃ সূক্ষ্মার্থান্ অধি-গচ্ছন্তি স বিচারঃ। তদনুগত-সম্প্রজ্ঞাতোঽপি দ্বিবিধঃ সবিচারঃ নির্ব্বিচার ইতি ॥৪২

অতঃপর যোগের ভেদ কথিত হইতেছে। সালম্বন সমাধিজাত প্রজ্ঞা একাগ্রভূমিক চিত্তে প্রতিষ্ঠিত হইলে, তাহাকে সম্প্রজ্ঞাত যোগ বলে। তাহা বিতর্ক, বিচার, আনন্দ এবং অস্মিতা, এই চারি পদার্থের স্বরূপানুগামী। বিতর্কানুগত সমাধিতে আনন্দাদিও অন্তর্গত থাকে। বিচারানুগত সমাধিতে বিতর্কতা (স্থূল-বিষয়তা) থাকে না, অপর তিন ভাগ থাকে। সানন্দ সমাধিতে বিতর্ক ও বিচার থাকে না। সাস্মিত সমাধিতে কেবল অস্মিতা মাত্র থাকে। বিতর্ক—স্থূলবিষয়ক ; বিচার—সূক্ষ্মবিষয়ক ; আনন্দ—ইন্দ্রিয় নিরোধপূর্ব্বক ইন্দ্রিয়তত্ত্বধ্যানজাত-আনন্দ-বিষয়ক ; অস্মিতা—গ্রহীতৃ-বিষয়ক। ৪২

গ্রহীতৃ-গ্রহণ-গ্রাহ্যং স্থূলসূক্ষ্মেন্দ্রিয়াঽস্মিতাঃ।
সাক্ষাৎকারবতী তাসাং প্রজ্ঞা ধ্রুবাস্মৃতিঃ স বা ॥৪৩

স্থূলভূতানি সূক্ষ্মভূতানি চ গ্রাহ্যাণি। গ্রহণানি চ বাহ্যাভ্যন্তরকরণানি গ্রহীতা চ অস্মিতামাত্রঃ। এতানি সম্প্রজ্ঞাতস্য আলম্বনানি। যা এষাং সাক্ষাৎকারবতী প্রজ্ঞা ধ্রুবাস্মৃতির্ব্বা যা, স সম্প্রজ্ঞাতযোগঃ ॥৪৩

গ্রহীতা বা অস্মিতা মাত্র, গ্রহণ বা করণ সকল ; গ্রাহ্য বা স্থূল ভূত সকল, ইহাদের সাক্ষাৎকারবতী প্রজ্ঞা অর্থাৎ সেই প্রজ্ঞাময় ধ্রুবাস্মৃতিই সম্প্রজ্ঞাত যোগ। ৪৩

গ্রহীতা পুরুষাকারা বুদ্ধির্বা চরমাস্মিতা।
গ্রাহ্যাণি স্থূলভূতানি তন্মাত্রাখ্যাস্তথাণবঃ।
বাহ্যেন্দ্রিয়াণি চ প্রাণা মনশ্চ গ্রহণানি হি ॥৪৪

চরমাস্মিতা বুদ্ধিপুরুষয়ো-রেকাত্মক-সংবিন্মাত্রা, অস্মিতায়াঃ সা অগ্র্যাবস্থা। স্পষ্টমন্যৎ ॥৪৪

সম্প্রজ্ঞানের বিষয় ব্যাখ্যাত হইতেছে। গ্রহীতা পুরুষাকারা বুদ্ধি অর্থাৎ "আমি বিজ্ঞাতা" এইরূপ দ্রষ্টা ও বুদ্ধির একাকার ভাব। তাহা চরম অস্মিতা বা অগ্র্যাবুদ্ধি, কারণ, তদপেক্ষা উত্তরা বুদ্ধি আর হইবার নহে। চিত্ত, বাহ্যেন্দ্রিয় অর্থাৎ পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় এবং প্রাণ [প্রাণও বাহ্যেন্দ্রিয়], এই সকল গ্রহণ। আর পঞ্চ স্থূলভূত এবং পঞ্চ তন্মাত্ররূপ পরমাণু সকল বা সূক্ষ্মভূত গ্রাহ্য ॥৪৪

১৮ সূ০। বিরামপ্রত্যয়াভ্যাসপূর্ব্বঃ সংস্কারশেষোঽন্যঃ।

বিরাম বা প্রশান্তির কারণ যে পরবৈরাগ্য, তাহার অভ্যাস হইতে সংস্কারমাত্রাবশিষ্ট যে সমাধি হয়, তাহার নাম অসম্প্রজ্ঞাত। ১৮ সূ

১৮—সর্ব্ববৃত্তিবিরামস্য বৈরাগ্যং কারণং পরম্।
তস্যাভ্যাসাদুপায়াদ্ধি নিরালম্বো হ্যসত্ত্ববৎ ॥
সংস্কারমাত্ররূপস্তু সর্ব্বপ্রত্যয়হীনতঃ।
নির্বীজ-যোগ-ভেদো যঃ সোঽসম্প্রজ্ঞাত উচ্যতে ॥৪৫

পরং বৈরাগ্যং সর্ব্ববৃত্তিবিরামস্য প্রশান্তেরিত্যর্থঃ কারণম্। তস্য বিরামস্য অভ্যাসঃ পুনঃ পুনরনুষ্ঠানম্। তদ্রূপাদুপায়াৎ যো নিরালম্বো নির্ব্বিষয় ইত্যর্থঃ অসত্ত্ববৎ অভাবপ্রাপ্ত ইব সর্ব্বপ্রত্যয়হীন-

ত্বাৎ তু সংস্কার-মাত্র-স্বরূপঃ নিরোধসংস্কারশেষঃ ব্যুত্থানবিচ্ছেদসংস্কার-রূপো বা, সমাধিঃ সঃ অসম্প্রজ্ঞাত উচ্যতে। স তু নির্বীজসমাধিভেদঃ। বিদেহপ্রকৃতিলয়ানামপি ভবপ্রত্যয়ো নির্বীজঃ সমাধির্জায়তে। যোগিনাং কৈবল্যভাজাঞ্চ বিবেকখ্যাতিপূর্ব্বো যো নির্ব্বীজো জায়েত সোঽসম্প্রজ্ঞাত ইতি দ্রষ্টব্যঃ ॥৪৫

পর-বৈরাগ্য সমস্ত বৃত্তির নিরোধের কারণ। তাহার অভ্যাস হইতে সমস্ত বৃত্তিশূন্য, সুতরাং নিরালম্ব, সংস্কারমাত্রাবশিষ্ট, অভাব-প্রাপ্ত-চিত্ততার মত যে সমাধি হয়, তাহাকে অসম্প্রজ্ঞাত বলা যায়। ইহা এক প্রকার নির্ব্বীজ সমাধি। ইহার দ্বারা কৈবল্য হয়। অন্য প্রকার নির্ব্বীজ (নির্ব্বিষয়) সমাধিও আছে, তাহারা কৈবল্যহেতু নহে বিদেহলয়াদির তাদৃশ নির্ব্বীজ সমাধি হয়। ৪৫

প্রান্তভূমির্বিবেকাখ্যা সম্প্রজ্ঞানস্য যা ভবেৎ।
অসম্প্রজ্ঞাতনির্বীজস্তন্নিরোধাৎ তু যোগিনাম্ ॥৪৬

উপায়প্রত্যয়ো ভবপ্রত্যয়শ্চেতি নির্ব্বীজযোগভেদৌ বিশদীক্রিয়েতে প্রান্তভূমিরিত্যাদিনা। স্পষ্টম্ ॥৪৬

সম্প্রজ্ঞানের চরম অবস্থা বিবেকখ্যাতি। তাহাও নিরোধ করিয়া যে সমাধি হয়, তাহাই কৈবল্যভাক্ যোগীদিগের অসম্প্রজ্ঞাত নির্ব্বীজ। ৪৬

---

১৯ সূ০। ভবপ্রত্যয়ো বিদেহপ্রকৃতিলয়ানাম্।

বিদেহ এবং প্রকৃতিলীনদের নির্ব্বীজ সমাধি ভবপ্রত্যয়, অর্থাৎ অবিদ্যামূলক জন্ম হইতে হয়। ১৯ সূ

(১৯) ভবপ্রত্যয়নির্বীজো হ্যনিষ্পন্নবিবেকানাম্।
বিদেহানাঞ্চ দেবানাং স্যাদ্বৈ প্রকৃতিলীনানাম্ ॥৪৭

উপায়প্রত্যয়ং নির্ব্বীজমুক্তা ভবপ্রত্যয়ং নির্ব্বীজমাহ। ভবো বক্ষ্যমাণলক্ষণকঃ প্রত্যয়ঃ কারণং যস্য সঃ। স নির্ব্বীজঃ অনিষ্পন্নবিবেকানাং বিদেহলয়ানাং প্রকৃতিলয়ানাং চ দেবানাং স্যাৎ ॥৪৭

যাঁহাদের বিবেক নিষ্পন্ন হয় নাই তাদৃশ প্রকৃতিলীন ও বিদেহলীন দেবতাদের ভবমূলক নির্ব্বীজ সমাধি হয়। ৪৭

বিবেকখ্যাতিহীনস্য সংস্কারশ্চেতসো ভবঃ
অশরীরি শরীরি বা প্লবং জন্ম যতো ভবেৎ ॥৪৮

বিবেকখ্যাতিহীনস্য অতএব সাধিকারস্য চেতসঃ সংস্কারাঃ বাসনাকর্ম্মাশয়রূপাঃ ভব ইত্যুচ্যতে। যতো ভবাৎ লোকনিবাসিনাং সত্ত্বানাং শরীরি জন্ম স্যাৎ বিদেহপ্রকৃতিলয়ানাঞ্চ অশরীরি শরীরবিহীনম্ অলৌকিকং প্লবং ক্ষয়ি জন্ম ভবেৎ। জন্ম কিল মরণান্তং বিদেহাদীনাং মগ্নস্য পুনরুত্থানমিব পুনরাবৃত্তিদর্শনাৎ তেষামপি ভবপ্রত্যয়ং জন্ম ইতি ॥৪৮

বিবেকখ্যাতিহীন চিত্তের যে সংস্কার, তাহাই ভব। ভব হইতে শরীরযুক্ত জন্ম বা শরীরহীন জন্ম হয়। প্লব—অর্থাৎ উৎপত্তিনাশযুক্ত অবস্থাই জন্ম। লোকনিবাসী দেবমনুষ্যাদির শরীরযুক্ত জন্ম হয়, আর বিদেহলীনদের ও প্রকৃতিলীনদের শরীরহীন জন্ম হয়। বিদেহলয়াদি পদ উৎপত্তি-নাশ-ধর্ম্মক বলিয়া তাহারাও জন্মবিশেষ।

ভূতেন্দ্রিয়েষু বা ব্যক্তে বৈরাগ্যাদ্ যঃ প্রজায়তে।
সংস্কারস্তেন জাতিঃ স্যাদ্-ভবেনালিঙ্গরূপিণী।
কৈবল্যমিব তেষাস্তু চাবস্থা নাহপ্লবা মতা ॥৪৯

বিদেহানাঞ্চ ভূতেন্দ্রিয়েষু প্রকৃতিলয়ানাঞ্চ ব্যক্তে নিখিলব্যক্তভাবেষু ইত্যর্থঃ, বৈরাগ্যম্। তত্ত্বৈরাগ্যস্য যঃ সংস্কারঃ গ্রহণনিরোধাত্মকঃ স তেষাং ভবঃ। তেন ভবেন তেষাম্ অলিঙ্গরূপিণী জাতিঃ

স্যাৎ। চিত্তস্য অবচ্ছিন্নকালং যাবৎ অব্যক্তপরিণামঃ স্যাদিত্যর্থঃ। তদা তেষাং কৈবল্যমিব নির্ব্বিষয়া লীনা চিত্তাবস্থা ভবতি। নতু সা অবস্থা কৈবল্যমিব অপ্লবা শাশ্বতীত্যর্থঃ ॥৪৯

ভূতেন্দ্রিয়ে অথবা অব্যক্তে বৈরাগ্য হইতে (বিবেকখ্যাতি উৎপন্ন না হইলে) চিত্তের যে সংস্কার হয়, তাহা এক প্রকার ভব। সেই ভব হইতে সাধকদের অলিঙ্গরূপী বা অব্যক্তাবস্থা-প্রাপ্তিরূপ জন্ম হয়। তাঁহারাই যথাক্রমে বিদেহলীন ও প্রকৃতিলীন।" তাঁহারা কৈবল্যের মত অবস্থা প্রাপ্ত হন, কিন্তু সেই অবস্থা কৈবল্যের মত অপ্লবা বা শাশ্বতী নহে। বিদেহগণ ভূতেন্দ্রিয়ে ও প্রকৃতি-লীনেরা অব্যক্তে বিরাগ করিয়া ঐ ঐ পদপ্রাপ্ত হন।৪৯

বৈরাগ্যাৎ করণাঽকার্য্য-মকার্য্যাৎ কারণে লয়ঃ।
সংস্কারবলসংক্ষয়াদ্-আবৃত্তিঃ স্যান্নিসর্গজা ॥৫০

কথং চিত্তলয়ঃ পুনরাবৃত্তিশ্চ তদাহ। বৈরাগ্যাৎ বিষয়াপ্রবৃত্তে-র্হেতোঃ করণানি নিষ্ক্রিয়াণি ভবন্তি। নিষ্ক্রিয়াণি ক্রিয়াত্মকরণানি ন স্থাতুমুৎসহেরন্ ইতি তেষাং স্বকারণে লয়ঃ ততঃ অব্যক্ততাপত্তিরিতি ভাবঃ। বৈরাগ্যসংস্কারস্যাস্তি মন্দীভাবঃ প্রাবল্যঞ্চ। যদা মন্দীভাবঃ তদা স্বভাববশাৎ পুনরাবৃত্তিঃ চেতসো ভবতি। বৈরাগ্যং পরং যৎ পুরুষখ্যাতেঃ প্রজায়তে তদেব চিত্তপ্রতিসর্গকরম্। অবিবেকিনাঞ্চ বৈরাগ্যং চিত্তস্যাধিকারং ন সম্যক্ নিবর্ত্তয়তীতি ॥৫০

কিরূপে অব্যক্তে লয় হয় তাহা প্রদর্শিত হইতেছে—বৈরাগ্য হইতে বিষয়নিবৃত্তি হয় বলিয়া করণের কার্য্য থাকে না। করণের কার্য্য না থাকিলে করণসকল ব্যক্ত থাকিতে পারে না; সুতরাং তাহারা লীন হয়। এই রূপে বিদেহাদি দেবতাদের বুদ্ধ্যাদি করণের লয় হয়। বৈরাগ্যের সংস্কারবলে তাঁহাদের চিত্ত লীন

থাকে। সেই সংস্কারের বল-সংক্ষয় হইলে প্রকৃতির পরিণামবশে পুনরায় তাহাদের চিত্ত ব্যক্ত হয়। সংস্কার প্রাকৃত পদার্থ, সুতরাং লয়োদশীল। পুরুষ-খ্যাতি হইলেই সংস্কারের সম্যক্ নাশ হয়। অন্যথা সংস্কার থাকিয়া যায়। সংস্কার থাকিলে এক সময় না এক সময় তাহার বলক্ষয় হইবেই হইবে। ৫০

২০ সূ০। শ্রদ্ধা-বীর্য্য-স্মৃতি-সমাধি-প্রজ্ঞাপূর্ব্বক ইতরেষাম্।

শ্রদ্ধা, বীর্য্য স্মৃতি, সমাধি ও প্রজ্ঞা এই উপায়ের দ্বারা যোগীদের কৈবল্য সিদ্ধ হয়। ২০ সূ

২০ শ্রদ্ধয়া চৈব বীর্য্যেণ তথা স্মৃত্যা সমাধিনা।
প্রজ্ঞয়া যোগিনাং মোক্ষভাজাং নির্বীজ ঈরিতঃ ॥৫১

যেনোপায়েন কৈবল্যভাজাং যোগিনাং নির্ব্বীজঃ সিধ্যেৎ তমাহ। স্পষ্টম্ ॥৫১

শ্রদ্ধা, বীর্য্য, স্মৃতি, সমাধি ও প্রজ্ঞা (বিবেক-রূপ) এই উপায় হইতে যোগিদের অসম্প্রজ্ঞাত নির্ব্বীজ ও কৈবল্যমোক্ষ সিদ্ধ হয়। ৫১

সাঽভিরুচিমতী শ্রদ্ধা যা ধীঃ সত্যঞ্চ ধীয়তে।
তত্ত্বতঃ কর্ম্মকৌশল্যং বীর্য্যাত্তুৎসাহলক্ষণাৎ ॥৫২

যা ধীঃ সত্যং ধীয়তে সৎকারপূর্ব্বকমাদত্তে সা অভিরুচিমতী শ্রদ্ধা। তত্ত্বতঃ শ্রদ্ধাবতো যস্মাদ্ বীর্য্যাদিত্যর্থঃ কর্ম্মকৌশল্যং সাধনকুশলতা তদেব উৎসাহলক্ষণং বীর্য্যম্ ॥৫২

যে অভিরুচিমতী বুদ্ধি সত্যকে সৎকার পূর্ব্বক গ্রহণ করে—অর্থাৎ সত্যজ্ঞানে কোন বিষয়ে যে অভিরুচি ও সংকারভাব হয়,

তাহাই শ্রদ্ধা। শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তির বীর্য্য আইসে। উৎসাহপূর্ব্বক যে কর্ম্মকৌশল তাহাই বীর্য্য। ৫২

বর্ত্তা অহং স্মরিষ্যংশ্চ স্মরাণি ধ্যেয়মিত্যপি।
উপতিষ্ঠেৎ স্মৃতির্বীর্য্যাৎ সদা যা সমনস্কতা ॥৫৩

অভিমতং ধ্যেয়ং স্মরাণি স্মরিষ্যন্ চাপি বর্ত্তে ইত্যাত্মিকা স্মৃতিঃ বীর্য্যাৎ বীর্য্যবত ইত্যর্থঃ উপতিষ্ঠেৎ। সা চ স্মৃতিঃ সদা সমনস্কতা ধ্যেয়-বিষয়স্য চেতস্যুপস্থানমিত্যর্থঃ ॥৫৩

বীর্য্যবানের স্মৃতি উপস্থিত হয়। সদা ধ্যেয় বিষয় স্মরণ করা এবং তাহা স্মরণ করিব, এইরূপ ভাবও স্মরণারূঢ় থাকাই স্মৃতি বা সদা সমনস্কতা। ৫৩

ধ্রুবা স্মৃতির্ম্মৈকাগ্র্যং সমাধিশ্চ ততো ভবেৎ।
সমাধেঃ সম্প্রজ্ঞানং স্যাদ্-বিবেকখ্যাতিরূপি যৎ।
ততঃ সংস্কারসংক্ষয়াৎ কৈবল্যং চেতসো লয়ঃ ॥৫৪

স্মৃতিরনুষ্ঠীয়মানা ধ্রুবা ভবতি সৈব একাগ্রভূমিঃ। ততঃ স্মৃত্য-ভ্যাসদার্ঢ্যাৎ সমাধির্জায়তে। সমাধেঃ সম্প্রজ্ঞানং মুখ্যতো যদ্‌বিবেক-খ্যাতিরূপি। তয়া বিবেকখ্যাত্যা বাসনাকর্ম্মাশয়সংক্ষয়াৎ যশ্চেতসো লয়ঃ প্রতিসর্গস্তদেব কৈবল্যম্ ॥৫৪

স্মৃতি ধ্রুবা হইলে তাহাকে ঐকাগ্র্যভূমি বলে। তাহা হইতে সমাধি হয়। সমাধি হইতে বিবেকখ্যাতিরূপ সম্প্রজ্ঞান হয়। সম্প্র-জ্ঞান হইতে সংস্কার (বাসনা ও কর্ম্মাশয়রূপ) বিনষ্ট হয়। তদ্দ্বারা চিত্ত বিলীন হইলে কৈবল্য হয়। এইরূপে ঐ সকল উপায়ের দ্বারা কৈবল্য হয়। ৫৪

---

২১ সূ০। তীব্রসংবেগানামাসন্নঃ।

তীব্র সংবেগসম্পন্নদের সমাধি এবং তাহার ফলস্বরূপ কৈবল্য শীঘ্র সিদ্ধ হয়। ২১ স্ঃ

২২ সূ০। মৃদুমধ্যাধিমাত্রত্বাৎ ততোঽপি বিশেষঃ।

মৃদু, মধ্য এবং অধিমাত্র-হেতু যোগিদের মধ্যেও ত্রিবিধ ভেদ আছে। ২২ স্ঃ

২১ সংবেগঃ পূর্ব্ব-বৈরাগ্য-সংস্কারাদ্-বীর্য্যমীরিতঃ।
২২ আসন্নঃ সফলো যোগ-স্তীব্রসংবেগশালিনাম্।
মৃদুমধ্যাধিমাত্রত্বাৎ বিশেষোঽস্তি ততোঽপি চ ॥৫৫

পূর্ব্বজন্মাভিনির্ব্বর্ত্তিতাৎ বৈরাগ্যসংস্কারাজ্জাতং বীর্য্যং সংবেগ ইত্যুচ্যতে। তীব্রসংবেগশালিনাং যোগস্তৎফলেন কৈবল্যেন সহ আসন্নো ভবতি। তীব্রসংবেগেষ্বপি মৃদুমধ্যাধিমাত্রত্বাৎ ত্রয়ো ভেদাঃ সন্তি ॥৫৫

পূর্ব্বাভ্যস্ত বৈরাগ্যসংস্কারজনিত অর্থাৎ অভ্যাস ও বৈরাগ্যের সংস্কার-জনিত যে বীর্য্য, তাহার নাম সংবেগ। তীব্রসংবেগশালীদের যোগ এবং যোগের ফল কৈবল্য আসন্ন হয়।

তন্মধ্যেও মৃদুবীর্য্য, মধ্যবীর্য্য এবং অধিমাত্রবীর্য্য, এইরূপ বীর্য্যের ভেদে যোগলাভের কালভেদ হয়। মৃদুর আসন্ন, মধ্যের আসন্নতর, এবং অধিমাত্রের আসন্নতম। ৫৫

২৩ সূ০। ঈশ্বরপ্রণিধানাদ্বা।

ঈশ্বর-প্রণিধান হইতেও চিত্তের স্থিতি হয়। ২৩ স্ঃ

২৩ ঈশ্বরপ্রণিধানাদ্বা তস্যাভিধ্যানতো ভবেৎ।
আসন্নঃ সফলস্তেব লাভো যোগস্য যোগিনাম্ ॥৫৬

ঈশ্বরপ্রণিধানাদাবর্জ্জিতস্য ঈশ্বরস্য অভিধ্যানাৎ ইচ্ছয়েত্যর্থঃ যোগলাভো ভবতি। ঈশ্বরাভিধ্যানাভাবেঽপি প্রশান্তং সমাহিতম্ ঈশ্বরং বিভাব্য চিত্তং সুখেন সমাধীয়তে ॥৫৬

স্থিতি লাভের উপায় সকল কথিত হইতেছে।—

ঈশ্বরপ্রণিধান অর্থাৎ ভক্তিসহকারে ঈশ্বরের অনুস্মরণ হইতেও চিত্তের স্থিতিপ্রাপ্তি হইয়া যোগ এবং যোগফলের লাভ আসন্ন হয়। প্রণিধানের দ্বারা অভিমুখীভূত ঈশ্বরের অভিধ্যান বা ইচ্ছা হইতেও যোগলাভ হয়। ৫৬

২৪ সূ॰। ক্লেশকর্ম্মবিপাকাশয়ৈরপরামৃষ্টঃ পুরুষবিশেষঃ ঈশ্বরঃ।

ক্লেশ, কর্ম্ম, বিপাক এবং আশয়ের দ্বারা অপরামৃষ্ট পুরুষবিশেষ ঈশ্বর। ২৪ সূঃ

২৪॰ ক্লেশাঃ পঞ্চ চ কর্ম্ম স্যাদ্ ধর্ম্মাধর্ম্মাখ্য সংস্কৃতিঃ।
তৎফলং সুখদুঃখাদ্যং ফলানুগুণ-বাসনাঃ ॥
ত্রৈকালিককো হ্যসম্বন্ধো যস্যৈভিঃ সহ বিদ্যতে।
অনাদিঃপুরুষো মুক্ত ঈশ্বরো যোগিভির্ম্মতঃ ॥৫৭

ঈশ্বরলক্ষণমাহ। ক্লেশাদিভিঃ সর্ব্বদা অসম্বদ্ধঃ অতএব অনাদিমুক্তঃ পুরুষঃ ঈশ্বরো যোগিভিঃ মতঃ। ঈদৃশঃ এব ঈশ্বরো যোগিভিরুপাসনীয় ইত্যর্থঃ। ক্লেশা অবিদ্যাস্মিতারাগদ্বেষাভিনিবেশা ইতি পঞ্চ। কর্ম্ম ধর্ম্মাধর্ম্মরূপাঃ কর্ম্মসংস্কারাঃ। কর্ম্মফলানি ত্রিবিধানি জাতিরায়ুঃ সুখদুঃখরূপঞ্চ ভোগ ইতি। কর্ম্মফলানুভূতিজন্যাঃ সংস্কারাঃ ফলানুরূপা বাসনাঃ। এভিঃ সহ যস্য পুরুষস্য সম্বন্ধো ন ভূতত্বেন ন

ভাবিত্বেন নাপি বর্ত্তমানত্বেন উপলভ্যেত স পুরুষবিশেষঃ ঈশ্বরঃ ইত্যর্থঃ। ক্লেশাদিভিঃ সর্ব্বদা অসম্বন্ধদর্শনাদীশ্বরঃ পুরুষতত্ত্বমাত্র ইতি চেন্ন তস্য ভূতানুগ্রহার্থং বিদ্যাসংযোগদর্শনাৎ স পুরুষবিশেষ ইতি ॥৫৭

অবিদ্যাদি পঞ্চ ক্লেশ, ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ কর্ম্মের সংস্কারস্বরূপ কর্ম্ম (কর্ম্ম অর্থে কর্ম্মের সংস্কার), কর্ম্মের ফল (দেহ, আয়ু, এবং সুখ দুঃখ ভোগ), আর কর্ম্মফলের অনুভবজনিত বাসনা নামক সংস্কারবিশেষ (বাসনার ফল কেবল অনুভূত কর্ম্মের ফলকে স্মরণ করান), এই সকল ভাবের সহিত যে পুরুষের ত্রিকালে সম্বন্ধ নাই, সেই অনাদিমুক্ত পুরুষই যোগীদের ঈশ্বর। ঈশ্বর অনাদি-কাল হইতে যদি ক্লেশকর্ম্মাদি হীন তবে পুরুষতত্ত্ব হইতে তাঁহার ভেদ কি? এদুত্তরে বক্তব্য এই—ঈশ্বর ভূতানুগ্রহার্থ কল্পপ্রলয়াদিতে বিবেক জ্ঞানময় ঐশ উপাধি ধারণ করেন বলিয়া সদা তিনি প্রলীনো-পাধিক নহেন বলিয়া—তিনি পুরুষতত্ত্বমাত্র নহেন কিন্তু পুরুষ-বিশেষ। ৫৭

২৫ সূ০। তত্র নিরতিশয়ং সর্ব্বজ্ঞবীজম্।

সেই ঈশ্বরে সার্ব্বজ্ঞ্যের বীজ নিরতিশয়তা প্রাপ্ত হইয়াছে। ২৫ সূ

২৫ সাতিশয়ঞ্চ সার্ব্বজ্ঞ্য-বীজং যদ্-ইহ দৃশ্যতে।
তন্নিরতিশয়ং যস্মিন্ আক্রমের্ম্মানবস্থিতম্।
সাম্যাতিশয়-নির্ম্মুক্তঃ স সর্ব্বজ্ঞো মহেশ্বরঃ॥৫৮

ঈশ্বরসিদ্ধৌ প্রমাণমাহ। ইহলোকে সার্ব্বজ্ঞ্যবীজম্ আক্রমের্ম্মানব-স্থিতং যৎ সাতিশয়ম্ অতিশয়যুক্তং ক্রমশঃ উৎকর্ষতা মাপদ্যমানমিত্যর্থঃ দৃশ্যতে তৎ যস্মিন্ পুরুষে নিরতিশয়তাং প্রাপ্তং সাম্যাতিশয়নির্ম্মুক্তঃ স সর্ব্বজ্ঞঃ পুরুষঃ মহেশ্বরঃ ঈশ্বরাণামীশ্বর ইত্যর্থঃ ॥৫৮

ঈশ্বরসিদ্ধি-বিষয়ে যুক্তি কথিত হইতেছে—ক্ষুদ্র কীট হইতে মনুষ্য পর্য্যন্ত সর্ব্ব প্রাণীতে বিদ্যমান যে ক্রমশঃ বিবর্দ্ধমান সার্ব্বজ্ঞ্যবীজ (জ্ঞানশক্তি) দেখা যায়, তাহা যে পুরুষের উপাধিতে নিরতিশয়তা প্রাপ্ত হইয়াছে; তিনিই সাম্যাতিশয় (সমান ও বড়) বিহীন সর্ব্বজ্ঞ মহেশ্বর। ৫৮

সমানজাতিভাবানাং ক্রমশো গুরুতা যদি।
তে সাতিশয়িনঃ স্যুশ্চ যস্মাৎ সাতিশয়োঽস্তি ন॥
স নিরতিশয়ঃ প্রোক্তঃ অসীমে কারণে সতি।
উপাদানস্য চানন্ত্যাৎ অসীমা গুরুতা যতঃ॥৫৯

তদেব স্পষ্টয়তি। সমানা জাতির্যেষাং ভাবানাং তেষাং যদি ক্রমশো গুরুতা গৌরবঃ স্যাৎ তদা তে ভাবা সাতিশয়িনঃ স্যুঃ। যথা বিতস্তি-হস্ত-ব্যাম-ক্রোশ-গব্যূতি-যোজনানীতি ক্রমগৌরবাৎ সাতিশয়ানি পরিমাণানি। যস্মাৎ সাতিশয়ো নাস্তি স ভাবঃ নিরতিশয়ঃ ইতি। সজাতীয়েষু ভাবেষু মধ্যে কশ্চিন্নিরতিশয়ঃ স্যাদ্ যদি তেষাং কারণমুপাদানম্ অসীমং স্যাৎ। উপাদানস্য আনন্ত্যাৎ গুরোর্গুরুতরঃ ইতি ক্রমাঃ অসংখ্যাঃ স্যুঃ। এবমসীমা গুরুতা স্যাৎ কস্যচিদ্বস্তুনঃ। তদেব বস্তু নিরতিশয়ম্॥৫৯

সমানজাতীয় পদার্থ সকলের মধ্যে যদি ক্রমশঃ গুরুতা—অর্থাৎ কোন বিষয়ে উৎকর্ষ থাকে, তবে তাহাদিগকে (সেই গুরুতা-বিষয়ে) সাতিশয়ী বলা যায়। যেমন পর্ব্বত সকল সাতিশয়ী—কারণ ক্ষুদ্র এক প্রস্তরস্তূপ হইতে হিমালয় পর্য্যন্ত তাহাদের ক্রমশঃ গুরুতা আছে। সেইরূপ কালপরিমাণ ও দেশ পরিমাণও সাতিশয়ী।

সাতিশয়ী পদার্থের উপাদানকারণ যদি অসীম হয়, তবে

তাহাদের মধ্যে চরমটি নিরতিশয় হইবে। যাহা অপেক্ষা আর সাতিশয় নাই, তাহাই নিরতিশয়।

কারণ,উপাদানের আনন্ত্যহেতু গুরুতার (উৎকৃষ্ট হইতে উৎকৃষ্টতার) ক্রম অসংখ্য বা অনন্ত হইবে, সুতরাং তন্মধ্যে কোন এক পদার্থ অনন্ত-গুরুতাসম্পন্ন হইবে। তাহাই নিরতিশয়ত্ব। এই জন্য কাল ও দিকের পরিমাণকে অনন্ত বলা যায়। ১ হাত, ২ হাত ইত্যাদি ক্রমে পরিমাণের গুরুতা বা সাতিশয়ত্ব আছে। কিন্তু অমেয় দেশ পদার্থকে ঐরূপ খণ্ড খণ্ড করিয়া পরিমাণ করা যায় বলিয়া পরিমাণ শেষে অনন্ত হয়। অর্থাৎ ১ হাত, ২ হাত, ৩ হাত...... অনন্ত হাত, এইরূপ হয়। ৫৯

জ্ঞানশক্তেরুপাদানম্ অসীমা প্রকৃতির্ম্মতম্।
সা নিরতিশয়া স্যাচ্চ কুত্রচিদ্-ধীর্হি সৈশ্বরী ॥৬০

জ্ঞানশক্তেরুপাদানম্ অসীমা প্রকৃতিঃ। জ্ঞানশক্তিরপি সাতিশয়েতি দৃশ্যতে। ততঃ সা কুত্রচিন্নিরতিশয়া স্যাৎ। যত্র ধিয়াম্ সা নিরতিশয়া সৈব ঐশ্বরী ধীঃ। ঈশ্বরসত্ত্বং নিরতিশয়জ্ঞানসম্পন্নমিত্যর্থঃ। এবমনুমানপ্রমাণাৎ সামান্যত ঈশ্বরসত্তা নিশ্চীয়তে। বিশেষস্তু আগমতো জ্ঞাতব্যঃ। ঈদৃশঃ সদামুক্ত ঈশ্বর এব যোগিভির্মুমুক্ষুভিরুপাস্যঃ ॥৬০

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে—জ্ঞানশক্তি সকল সাতিশয়ী; কিন্তু তাহাদের উপাদান অসীমা প্রকৃতি। অতএব জ্ঞানশক্তি সকল ক্রমশঃ বিবর্দ্ধমান হইয়া কোথাও যাইয়া নিরতিশয় হইবে।

যথায় (যে পুরুষের বুদ্ধিতে) যাইয়া তাহা নিরতিশয়ত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাই ঈশ্বরের বুদ্ধি, অর্থাৎ সেই নিরতিশয়-জ্ঞানশক্তিসম্পন্ন পুরুষই ঈশ্বর। ৬০

২৬ সূ০। স এষ পূর্ব্বেষামপি গুরুঃ কালেনা-
নবচ্ছেদাৎ।

তিনি পূর্ব্ব পূর্ব্ব মুক্তপুরুষদেরও গুরু, কারণ তাঁহার নিরতিশয় জ্ঞান কালের দ্বারা অবচ্ছিন্ন নহে। ২৬ সূঃ

২৬ কালাবচ্ছেদযুক্তানাং গুরূণামপ্যসৌ গুরুঃ
সর্ব্বেষামপি সর্ব্বেশঃ কালাবচ্ছেদবর্জ্জিতঃ ॥৬১

অনাদিমুক্তত্বাদীশ্বরঃ অন্যেষাং মুক্তপুরুষাণাং কপিলাদীনাং কালাবচ্ছেদযুক্তানামপি গুরুঃ ॥৬১

কাল বিশেষে যাঁহারা কৈবল্যলাভ করিয়াছেন, তাদৃশ কপিলাদি গুরুগণেরও ঈশ্বর গুরু; কারণ তিনি কালাবচ্ছেদশূন্য অর্থাৎ নিত্যমুক্ত। ৬১

অকৃত্বা শাশ্বতীং শান্তিং চেতসঃ পরমেশ্বরঃ।
কারুণ্যাৎ সমধিষ্ঠায় নির্ম্মাণচেতসং বিভুঃ॥
কদাচিদাত্মসংস্থো বা ভূতান্ সংসারপীড়িতান্।
জ্ঞানধর্ম্মপ্রকাশেন হ্যনুগৃহ্লাতি মুক্তয়ে ॥৬১

নন্বীশ্বরশ্চেৎ মুক্তঃ প্রলীনচিত্তঃ কথং তস্য ভূতানুগ্রহঃ সঙ্গচ্ছেদ্ ইত্যাহ। ঈশ্বরঃ স্বচেতসঃ শাশ্বতীং শান্তিমকৃত্বা কদাচিদ্বা আত্মসংস্থস্তিষ্ঠতি কদাচিদ্বা কারুণ্যাৎ নির্ম্মাণচিত্তমধিষ্ঠায় সংসারপীড়িতান্ ভূতান্ জ্ঞানধর্ম্মপ্রকাশং কৃত্বা মুক্তয়ে পরমশ্রেয়সে অনুগৃহ্লাতি। ন হি ভগবান্ সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরঃ সর্ব্বদুঃখৈকমূলস্য মহামোহস্য বিবৃদ্ধিহেতূন্ ভোগান্ আপাতরমণীয়ান্ দত্বা দুঃখপীড়িতানাং সত্ত্বানাং দুঃখসন্তানং বর্দ্ধয়েৎ। ভোগাশ্চ প্রাণিপীড়ামন্তরেণ ইহ ন সম্ভবন্তি। যত্রেদমুক্তং "নানুপহত্য ভূতান্যুপভোগঃ সম্ভবতীতি"। অতঃ ঈশ্বরঃ বিষয়ামিষ-

লুব্ধান্ অর্থসিদ্ধিং বিধায় ন অনুগৃহ্লাতি কিন্তু তদৈকশরণেভ্যঃ মুমুক্ষুভ্যো জ্ঞানধর্ম্মং পরমশ্রেয়স্করং দত্ত্বা অনুগৃহ্লাতি ॥৬২

ঈশ্বর কৈবল্যস্থ হইলে তাঁহার পক্ষে ভূতানুগ্রহ করা সম্ভব হয় না ইহার সঙ্গতি করা হইতেছে। ঈশ্বর স্বচিত্তের শাশ্বতী শান্তি বা নিরোধ না করিয়া, কখন আত্মস্থ থাকেন, এবং কখনও বা নির্ম্মাণচিত্তাধিষ্ঠান করিয়া ভূতানুগ্রহ করেন। তিনি কারুণ্যবশতঃ সংসারপীড়িত প্রাণিগণকে মুক্ত করিবার জন্য প্রলয়ের প্রাকালে জ্ঞান-ধর্ম্ম প্রকাশ করিয়া অনুগৃহীত করেন।

বিষয়ামিষলুব্ধ মূঢ়জনগণের অর্থসিদ্ধি করিয়া ঈশ্বরের অনুগ্রহ প্রকাশ করা সম্ভবপর নহে; কারণ, তাহাতে এক জনের ক্ষণিক সুখ হইতে পারে বটে, কিন্তু অন্যের দুঃখ হওয়া অবশ্যম্ভাবী। তজ্জন্য ঈশ্বর প্রাণীর পরমশ্রেয় মোক্ষের জন্যই কেবল জ্ঞানধর্ম্ম প্রকাশ করিয়া অনুগৃহীত করেন। যোগীদের এই মত অনবদ্য। ৬২

২৭ সূ০। তস্য বাচকঃ প্রণবঃ।

প্রণব বা ওঁ শব্দ ঈশ্বরের বাচক। ২৭ সূঃ

২৭ প্রণবো বাচকস্তস্য প্রদীপসম্প্রকাশবৎ
যতঃ শব্দাশ্রয়ং নিত্যম্ ঈশ্বরজ্ঞানমীরিতম্ ॥৬৩

ঈশ্বরস্য সর্ব্বোত্তমো বাচকঃ প্রণবঃ। যথা প্রদীপশ্চ তস্য প্রকাশশ্চ সহভুবৌ তথা প্রণবশ্চ ঈশ্বরজ্ঞানঞ্চ। ঈশ্বরপদার্থজ্ঞানং সদৈব শব্দাশ্রয়ম্। যঃ ক্লেশকর্ম্মাদিভিরপরামৃষ্টঃ পুরুষঃ স ঈশ্বর ইত্যাদিনা শব্দানুগতেন চিন্তনেন ঈশ্বরজ্ঞানসম্ভবাৎ অন্যথা চাসম্ভবাৎ। প্রণবস্তু তেষাং সর্ব্বেষাং বাক্যানাং সুখোচ্চার্য্যঃ চিত্তস্থৈর্য্যকরঃ যোগিপ্রিয়ঃ দ্বিবর্ণিকঃ

সঙ্কেতঃ। প্রণবস্মরণেন সহ যথা ঈশ্বরবিষয়িণী ধীরুপতিষ্ঠেৎ তথা যোগিভিঃ সাধনীয়ম্ ॥৬৩

ঈশ্বরের বাচক প্রণব বা ওম্ শব্দ। প্রদীপ ও আলোকের যেরূপ অবিনাভাব সম্বন্ধ, সেইরূপ ঈশ্বরবিষয়ক জ্ঞান ও কোন বাচক শব্দের অবিনাভাবী সম্বন্ধ। কারণ, ঈশ্বরবিষয়ক জ্ঞান কেবল শব্দময় চিন্তার দ্বারাই হইতে পারে। তিনি সর্ব্বজ্ঞ, অনাদিমুক্ত, প্রশান্ত-চিত্ত ইত্যাদি শব্দময় চিন্তার দ্বারাই ঈশ্বরজ্ঞান হয়। প্রণব সেই সমস্ত চিন্তার সঙ্কেত-স্বরূপ।

ঈশ্বরপ্রণিধানের জন্য প্রণব ও ঈশ্বরের বাচক-বাচ্যভাব প্রথমে হৃদয়ঙ্গম করিতে হয়। যখন প্রণবের স্মরণমাত্রেই ঈশ্বর-সম্বন্ধীয় ধারণা মনে আসে, তখনই বাচ্যবাচক ভাবের স্থৈর্য্য হয় ও ঈশ্বর-প্রণিধানে যোগ্যতা হয়। ৬৩

২৮ সূ০। তজ্জপস্তদর্থভাবনম্।

প্রণবের জপ এবং প্রণবের অর্থ ভাবনা করিয়া ঈশ্বরে প্রণিধান করিতে হয়। ২৮ সূঃ

২৯ সূ০। ততঃ প্রত্যক্‌চেতনাধিগমোঽপ্যন্তরায়াভাবশ্চ।

ঈশ্বরপ্রণিধান হইতে প্রত্যক্ চেতনের অধিগম হয় এবং অন্তরায় সকলের অভাব হয়। ২৯ সূঃ

২৮ তজ্জপস্তস্য চার্থেষু কার্য্যং চিত্তনিবেশনম্।
অন্তরায়া বিলীয়ন্তে এবমীশ্বরভাবনাৎ।
২৯ চিদঃ স্বাত্মভূতস্য চ সাক্ষাৎকার প্রসিধ্যতি ॥৬৪

প্রণবাদ্‌বাচকাদ্‌-বাচ্যায়া ঈশ্বরবিষয়ধিয় উপস্থানে সিদ্ধে প্রণবজপেন তদর্থভাবনেন চ চেতঃ ঈশ্বরে প্রণিদধ্যাৎ। ততঃ সমাধেরন্তরায়াঃ বক্ষ্যমাণা বিলীয়ন্তে। স্বাত্মভূতস্য চিদঃ প্রত্যক্‌চেতনস্যেত্যর্থঃ সাক্ষাৎকারঃ সিধ্যতি। যথা ঈশ্বরো মুক্তঃ স্বরূপস্থস্তথা অয়মপি বুদ্ধেঃ প্রতিসংবেদী পুরুষ ইত্যনয়াশদিশা প্রত্যক্‌চেতনাধিগমো ভবতি ॥৬৪

বাচ্য-বাচক-সম্বন্ধ-জ্ঞান চিত্তে স্থির হইলে সেই বাচক প্রণবের জপ এবং প্রণবের অর্থভূত যে ঈশ্বর, তাঁহাকে ভাবনা করিয়া প্রণিধান করিতে হয়।

এইরূপ ঈশ্বরপ্রণিধান করিলে যোগের অন্তরায় সকল বিলীন হয়। আর প্রত্যক্‌ চেতন বা স্বাত্মস্বরূপ যে চৈতন্য, তাহার অধিগম বা সাক্ষাৎকার হয়।

ঈশ্বর যেমন চিদ্রূপে অবস্থিত, সেইরূপ "আমি"র বা এই বুদ্ধির দ্রষ্টা পুরুষও চিদ্রূপ, এবম্প্রকারে স্বাত্মচৈতন্যের সাক্ষাৎকার হয়। ৬৪

৩০। ব্যাধি-স্ত্যান-সংশয়-প্রমাদাঽঽলস্যাঽবিরতি-ভ্রান্তিদর্শনাঽলব্ধভূমিকত্বাঽনবস্থিতত্বানি চিত্তবিক্ষেপাস্তেঽন্তরায়াঃ।

ব্যাধি, স্ত্যান, সংশয়, প্রমাদ, আলস্য, অবিরতি, ভ্রান্তিদর্শন, অলব্ধভূমিকত্ব ও অনবস্থিতত্ব ইহারা চিত্তবিক্ষেপের কারণভূত যোগের অন্তরায়। ৩০ সূঃ

৩০ ব্যাধিশ্চ সংশয়ঃ স্ত্যানম্‌ আলস্যাবিরতী তথা।
অলব্ধভূমিকত্বঞ্চ প্রমাদো ভ্রান্তিদর্শনম্‌।
তথানবস্থিতত্বঞ্চ অন্তরায়াঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥৬৫

ব্যাধী রোগো হ্যকর্ম্মণ্যং স্ত্যানং চিত্তস্য জাড্যতঃ।
ইদমেবং ন চৈবং স্যাদ্ ইতি জ্ঞানঞ্চ সংশয়ঃ ॥৬৬
অবিরাগস্তু চিত্তস্য বিষয়ে ভোগলোলতা।
দেহগৌরব আলস্যং যজ্জায়েত কফাদিনা ॥৬৭
ভূম্যলাভঃ সমাধেস্তৎ সাধনানামভাবনম্।
অলব্ধভূমিকত্বঞ্চ প্রমাদশ্চ যথাক্রমম্।
তত্ত্বজ্ঞানং বিপর্য্যস্তং ভ্রান্তিদর্শনমুচ্যতে ॥৬৮
মধুমত্যাদয়স্তু যাঃ [illegible] ভূময়ঃ
অনবস্থিততা তেষু সা জ্ঞেয়া যাঽপ্রতিষ্ঠিতা ॥৬৯

অন্তরায়া উচ্যন্তে। ব্যাধিরিত্যাদিনা। প্রথমকল্পিকমধুপ্রতীকাদ্যাঃ সমাধিভূময়ঃ। তাসামলাভঃ অলব্ধভূমিকত্বম্। পুরুষাদীনাং তত্ত্বানাং যৎ স্বরূপং তত্র বিপর্য্যয়জ্ঞানং ভ্রান্তিদর্শনম্। লব্ধায়াং ভূমৌ অস্থিতিরনবস্থিতত্বম্ ॥৬৫॥৬৬॥৬৭॥৬৮॥৬৯

অন্তরায় সকল কথিত হইতেছে—ব্যাধি, স্ত্যান, সংশয়, প্রমাদ, আলস্য অবিরতি, ভ্রান্তিদর্শন, অলব্ধভূমিকত্ব এবং অনবস্থিতত্ব, এই নয়টী যোগের অন্তরায়। ইহারা না থাকিলেই যোগ সিদ্ধ হয়। ফলে ইহাদের অভাবই যোগসিদ্ধি। ৬৫

ব্যাধি রোগ। জড়তা হেতু চিত্তের অকর্ম্মণ্যতা স্ত্যান। ইহা এইরূপ হবে কি ঐরূপ হবে, এই প্রকার দুইদিকস্পর্শী জ্ঞান সংশয়। ৬৬

বিষয়ভোগস্পৃহা চিত্তের অবিরতি। কফাদি হইতে যে শরীরের গুরুত্ব হয়, যাহাতে আসনাদি করিতে ইচ্ছা হয় না, তাহাকে আলস্য বলা যায়। ৬৭

প্রথমকল্পিক, মধুপ্রতীক আদি সমাধি ভূমির অলাভ অলব্ধ-

ভূমিকত্ব। সমাধি-সাধন সকলের সদা ভাবনা না করিয়া, প্রমত্ত-ভাবে অন্য বিষয়ের চিন্তা করা প্রমাদ। বিপর্য্যস্ত তত্ত্বজ্ঞানকে ভ্রান্তিদর্শন বলা যায়।

মধুপ্রতীকাদি সমাধিভূমি লাভ করিয়া তাহাতে চিত্তের প্রতিষ্ঠা না হওয়া অনবস্থিতত্ব।৬৯

---

৩১ সূ০। দুঃখদৌর্ম্মনস্যাঙ্গমেজত্ব-শ্বাস-প্রশ্বাসা বিক্ষেপসহভুবঃ।

দুঃখ, দৌর্ম্মনস্য, অঙ্গমেজয়ত্ব শ্বাস ও প্রশ্বাস ইহারা বিক্ষেপের সহভু হয়। ৩২ সূঃ

৩১ দৌর্ম্মনস্যং মনঃক্ষোভঃ ত্রিবিধং দুঃখমেব চ।
প্রশ্বাসশ্চ তথা শ্বাসঃ স্বাঙ্গানাঞ্চ প্রচালনম্।
এতে সর্ব্বেহপি সম্প্রোক্তাঃ পূর্ব্বেষাং সহভাবিনঃ ॥৭০

স্পষ্টম্ ॥৭৯

মনঃক্ষোভস্বরূপ দৌর্ম্মনস্য, আধ্যাত্মিকাদি ত্রিবিধ দুঃখ, শ্বাস, প্রশ্বাস, অঙ্গসকলের প্রচলন, এই পঞ্চ প্রকার চাঞ্চল্য অন্তরায় সকলের সহভাবী। ৭০

৩২ সূ০। তৎপ্রতিষেধার্থমেকতত্ত্বাভ্যাসঃ।

তাহার প্রতিষেধের জন্য একতত্ত্বাভ্যাস করা উচিত। ৩১ সূঃ

৩২ বিক্ষেপাঃ স্যুশ্চ চিত্তস্য যোগস্যৈতে বিরোধিনঃ।
প্রতিষেধার্থমেতেষাম্ একালম্বং চেতোঽভ্যাসেৎ ॥৭১

এতে অন্তরায়াশ্চিত্তস্য বিক্ষেপাঃ সমাধের্বিরোধিন ইত্যর্থঃ। এষাং

প্রতিষেধার্থম্ একালম্বং চিত্তম্ ঈশ্বরাদিবিষয়কমেকচিত্ততাং, ধ্যেয়স্থ নানাগুণান্ সমাহৃত্য এক-প্রত্যয়-বিষয়তামিত্যর্থঃ, অভ্যসেৎ ॥৭১

অন্তরায়সকল চিত্তের বিক্ষেপ এবং সমাধির বিরোধী। ইহাদের নিবৃত্তির জন্য একভাবযুক্ত চিত্তের অভ্যাস কর্ত্তব্য। ঈশ্বরাদি যে কোনবিষয়ক ধ্যেয় পদার্থ সম্বন্ধীয় এক ভাব স্থির করিয়া, তাহারই অভ্যাস করিলে, চাঞ্চল্য নিবৃত্ত হইতে থাকে। স্তোত্রাদি পাঠে ঈশ্বরের নানা গুণ স্মরণ হয়; কিন্তু তাহাতে 'এক ভাব' চিত্তে উঠে না, বরং ক্রমশঃ নানা ভাব উঠিতে থাকে। একতত্ত্বাভ্যাস সেরূপ নহে। তাহাতে ঈশ্বরবিষয়ে কোন একস্বরূপ ধারণা স্থির করিয়া তাহার অভ্যাস করিতে হয়। ৭১

৩৩ সূ০। মৈত্রী-করুণা-মুদিতোপেক্ষাণাং সুখদুঃখ পুণ্যাপুণ্যবিষয়াণাং ভাবনাতশ্চিত্তপ্রসাদনম্।

সুখী, দুঃখী, পুণ্যবান্ ও অপুণ্যবান্ প্রাণীতে যথাক্রমে মৈত্রী, করুণা, মুদিতা ও উপেক্ষা ভাবনা করিলে চিত্ত প্রসন্ন বা নির্ম্মল হয়। ৩৩ সূঃ

৩৩ ভাব্যা সুখিষু মৈত্রী হি করুণা দুঃখিতেষু চ
অপুণ্যকারিষূপেক্ষা মুদিতা পুণ্যকারিষু ॥৭২

সুখিষু সত্ত্বেষু মৈত্রীং ভাবয়েৎ যথা মিত্রস্থ সুখিনঃ সুখদর্শনাৎ সুখং তথা চ অমিত্রাদীনামপি সর্ব্বেষাং সুখে জাতে মৈত্রীং ভাবয়েৎ। এবম্ অমিত্রাদীনামপি সর্ব্বেষাং দুঃখে করুণাং ভাবয়েৎ ন পৈশুন্যম্। সমানতন্ত্রাণা-মসমানতন্ত্রাণাং বা পুণ্যকারিণাং পুণ্যং দৃষ্ট্বা মুদিতাং ভাবয়েৎ ন বিষীদেৎ। অপুণ্যকারিণমুপেক্ষেত ন বিদ্বিষেৎ ॥৭২

মিত্রের সুখ হইলে স্বতই মৈত্রী ভাব আসে। কিন্তু অমিত্রের সুখ সম্পদ হইলে সেরূপ ভাব আসেনা, কিন্তু ঈর্ষাদি ভাব আসে। অমিত্রেরা যদি সুখী হয়, তবে তাহাদের সেই সুখ স্মরণ করিয়া মিত্রের সুখে যেরূপ সুখ হয়, সেইরূপ সুখ ভাবনা করিবে। যাহাদের সুখসম্পদে ঐ প্রকার ঈর্ষাদি ভাবনার সম্ভাবনা আছে, তাহাদের স্মরণ করিয়া তাহাদের সুখে আমি সুখী হইলাম, এইরূপ ভাবনা করাই মৈত্রী ভাবনা।

সেই প্রকারে শত্রুর দুঃখেও নিষ্ঠুর পিশুনভাব পোষণ না করিয়া, স্বজনের দুঃখে যেরূপ করুণা আইসে, সেইরূপ ভাবনা করিয়া করুণা-ভাবনা অভ্যাস করিতে হয়।

ভিন্নসম্প্রদায়ালম্বী ব্যক্তিগণ পুণ্যশীল হইলেও তাহাদের পুণ্য (এবং তজ্জনিত প্রসার-প্রতিপত্তি) দেখিয়া চিত্তে অমুদিত (অপ্রফুল্ল) ভাব আসে। তাহা না আসিতে দিয়া স্বসম্প্রদায়ের পুণ্য দেখিয়া যেরূপ প্রমুদিত ভাব হয়, তদ্রূপ ভাবনা করাই মুদিতা ভাবনা।

অপুণ্যকারীর অপুণ্য দেখিয়া (সে তোমার অপকার করিলেও) বিদ্বেষ করা উচিত নহে, কিন্তু তাহাতে উপেক্ষা করা উচিত। উপেক্ষা ঠিক ভাবনা নহে, কিন্তু পাপীর প্রতি বিদ্বিষ্টভাবনা না করাই উপেক্ষা। ৭২

ঈর্ষাঽসূয়াদি-সংক্লেশাদ্-অপরিক্ষ্ তচেতসঃ।
মৈত্র্যাদীনাং প্রজায়েত প্রসাদো নিত্যভাবনাৎ ॥৭৩

ঈর্ষাসূয়াদেঃ সংক্লেশাৎ মলাদ্ অপরিষ্কৃতস্য চেতসঃ মৈত্র্যাদিভাবনাৎ প্রসাদঃ পরিষ্কৃতির্জায়তে ॥৭৩

ঈর্ষা অসূয়া নিষ্ঠুরতা প্রভৃতি মলার দ্বারা মলিন চিত্ত সদা মৈত্র্যাদি ভাবনার দ্বারা নির্ম্মল হয়। তাহাতে স্থিতিলাভের সহায়তা হয়। ৭৩

৩৪ সূ০। প্রচ্ছর্দ্দনবিধারণাভ্যাং বা প্রাণস্য।

প্রাণের প্রচ্ছর্দ্দন অর্থাৎ প্রযত্নবিশেষপূর্ব্বক ত্যাগ, এবং তৎপরে বিধারণ অর্থাৎ শ্বাস গ্রহণ না করিয়া তাহা বাহিরে ধারণ করা, এই দুই প্রকার প্রাণায়াম সহযোগে ধ্যান করিলেও চিত্ত স্থিতিপদ লাভ করে। ৩৪ সূঃ

নিঃসঙ্কল্পেন চিত্তেন শনৈঃ প্রশ্বস্য ধারয়েৎ।
বায়ুং বহির্যথাশক্তি ধৃতচিত্তঃ সদৈব হি।
হৃদাদ্যাধ্যাত্মিকে দেশে লীলয়া পূরয়েত্ততঃ ॥৭৪
প্রচ্ছর্দ্দনবিধারণ-প্রধানাৎ প্রাণসংযমাৎ।
কৃতাভ্যাসাদনুক্ষণং মনঃ স্থিতিপদং ব্রজেৎ ॥৭৫

স্থিতেরুপায়ান্তরমাহ। সঙ্কল্পহীনেন চিত্তেন প্রশ্বাসপ্রযত্নগতে-নাবিতো ভূত্বা প্রশ্বসেৎ। ইদং প্রচ্ছর্দ্দনম্। ততঃ যথাশক্তি বহিরেব বায়ুং ধারয়েৎ। ইদং বিধারণং নাম প্রাণায়ামঃ। প্রচ্ছর্দ্দনবিধারণ-কালে সদৈব হৃদাদৌ আধ্যাত্মিকে দেশে ধৃতচিত্তো ভবেৎ। বিধারণা-নন্তরং লীলয়া প্রযত্নান্তরমকৃত্বেত্যর্থঃ বায়ুং পূরয়েৎ। এবং প্রচ্ছর্দ্দন-বিধারণপ্রধানাৎ প্রাণসংযমাৎ অনুক্ষণং কৃতাভ্যাসাৎ চিত্তং স্থিতিপদং ব্রজেৎ ॥৭৪॥৭৫

চিত্তকে নিঃসঙ্কল্প করিয়া পরে তাদৃশ শূন্যবৎমনের সহিত মিলাইয়া শ্বাস প্রশ্বাস্ অভ্যাস করিবে। যেন শ্বাসপ্রশ্বাসের দ্বারা মনে নিঃসঙ্কল্প, শূন্যবৎ ভাবের ধারা বহিতে থাকে।

ইহা অভ্যস্ত হইলে, তাদৃশ নিঃসঙ্কল্প চিত্তের সহযোগে ধীরে ধীরে প্রশ্বাস্ ফেলিয়া যথাশক্তি কিছুক্ষণ আর শ্বাস গ্রহণ না করিয়া, বায়ু বাহিরেই ধারণ করিয়া থাকিবে।

অনন্তর সেইরূপ নিঃসঙ্কল্প চিত্তের সহযোগেই নিরায়াসে (অর্থাৎ সহজতঃ; প্রথমে ধীরে ধীরে না করিলেও চলে) শ্বাস গ্রহণ করিবে।

এইরূপ পুনঃ পুনঃ অভ্যাস কর্ত্তব্য। তৎকালে সর্ব্বদা যেন সেই নিঃসঙ্কল্প চিত্ত হৃদয়-মস্তিষ্কাদি আধ্যাত্মিক দেশে বিধৃত থাকে, এইরূপ লক্ষ্য রাখিতে হয়।

এইরূপ প্রচ্ছর্দ্দন ও বিধারণ-প্রধান (ইহাতে পূরণের প্রাধান্য নাই, কেবল রেচন ও রেচন করিয়া বাহিরে বিধারণ, এই দুইয়ের প্রাধান্য আছে) প্রাণায়াম অনুক্ষণ অভ্যস্ত হইলে, চিত্ত স্থিতি লাভ করে। ইহা স্থিতির জন্য অন্যতম উপায় ।৭৪।৭৫

৩৫ সূ০। বিষয়বতী বা প্রবৃত্তিরুৎপন্না মনসঃ স্থিতিনিবন্ধনী।

বিষয়বতী প্রবৃত্তি উৎপন্ন হইয়াও কোন কোন অধিকারীর চিত্ত স্থিতিলাভ করে। ৩৫ সূঃ

৩৫ নাসাগ্রে রসনাগ্রে চ ধারণাচ্চৈব তালুনি।
মধ্যে মূলে চ জিহ্বায়াঃ চেতসঃ সর্ব্বদা দৃঢ়াৎ॥
গন্ধাহহস্বাদাদয়ো দিব্যাঃ প্রাদুর্ভূয়ু-র্যথাক্রমম্।
স্থিত্যুপায়া মতা এতা অর্থবত্যঃ প্রবৃত্তয়ঃ ।৭৬

উপায়ান্তরমাহ। নাসাগ্রাদৌ সর্ব্বদা দৃঢ়াৎ চিত্তধারণাৎ যথাক্রমম্ দিব্যগন্ধ-রস-রূপ-স্পর্শ-শব্দাঃ প্রাদুর্ভূয়ুঃ। তে বিষয়বত্যঃ প্রবৃত্তয়ঃ প্রকৃষ্টা বৃত্তয় ইত্যর্থঃ। তা অপি প্রবৃত্তয়ঃ স্থিত্যুপায়া মতাঃ॥৭৩

স্থিতিলাভের অন্য উপায় বলা যাইতেছে—নাসাগ্রে, জিহ্বাগ্রে, তালুতে জিহ্বামধ্যে এবং জিহ্বামূলে সর্ব্বদা দৃঢ়রূপে চিত্তকে ধারণ করিলে, যথাক্রমে দিব্যগন্ধ, দিব্যরস, দিব্যরূপ, দিব্যস্পর্শ ও দিব্য-

শব্দের বিজ্ঞান হয়। ইহাদের নাম অর্থবতী প্রবৃত্তি (প্রকৃষ্ট বৃত্তি)। ইহাদের প্রাদুর্ভাবে ইহলৌকিক রূপাদি বিষয়ে বিরাগ হইয়া চিত্তের স্থিতিলাভ হয়। ৭৬

৩৬ সূং। বিশোকা বা জ্যোতিষ্মতী'।

বিশোকা বা জ্যোতিষ্মতী প্রবৃত্তির দ্বারাও চিত্ত স্থিতিপদ লাভ করে। ৩৬ সূঃ

ভাস্বরঞ্চ বিয়ৎকল্পং ধারণান্মনসো হৃদি।
সত্ত্বং যোগ্যধিগচ্ছেদ্-যদ্-অনন্তাস্মিতালক্ষণম্।
জ্যোতিষ্মতী বিশোকা বা তত্র বিশারদী স্থিতিঃ ॥৭৭

হৃদি হৃদয়পুণ্ডরীকে মনসঃ ধারণাৎ ভাস্বরং প্রকাশশীলং আকাশ-কল্পম্ অনন্তাস্মিতালক্ষণং বুদ্ধিসত্ত্বং যোগী অধিগচ্ছেৎ। 'তত্র বিশারদা প্রকৃষ্টা স্থিতির্বিশোকা বা জ্যোতিষ্মতীত্যুচ্যতে ॥৭৭

হৃদয়ে চিত্ত ধারণ করিলে, যোগী প্রকাশশীল, আকাশকল্প, অনন্ত, অস্মিতাস্বরূপ বুদ্ধিসত্ত্বকে সাক্ষাৎকার করেন। তাহাতে প্রকৃষ্টা স্থিতির নাম বিশোকা বা জ্যোতিষ্মতী। ৭৭

প্রবিশ্য হৃদয়াকাশে বিশ্বক্ প্রসার্য্য চাস্মিতাম্।
অনন্তব্যোমবচ্চাস্মি সিধ্যেৎ সা ইতি ভাবনাৎ।
প্রবৃত্তিঃ সা বিশোকেতি চিত্তস্থিতিনিবন্ধনী ॥৭৮

বিশোকায়াঃ সাধনোপায়োহ। হার্দাকাশে চেতসা প্রবিশ্য, অস্মিতাং চ বিশ্বতঃ প্রসার্য্য, অনন্তব্যোমবদহমস্মীতি ভাবনাতঃ সা সিধ্যেৎ। সা বিশোকা প্রবৃত্তিরপি চিত্তস্থিতিনিবন্ধনী ॥৭৮

হৃদয়াকাশে প্রবিষ্ট হইয়া চতুর্দ্দিকে অস্মিতাকে যেন অসীমভাবে

বিস্তৃত করিয়া 'আমি অনন্ত আকাশের মত' এইরূপ ভাবনা করিতে করিতে বিশোকা প্রবৃত্তি সিদ্ধ হয়। তাহাও চিত্তের স্থিতি সম্পাদন করিয়া থাকে। ৭৮

বিশোকা বিষয়বতী প্রবৃত্ত্যালোকসংজ্ঞেকা।
স্বস্বরূপস্থিতিমতী তথাঽপরাঽস্মিতামাত্রা ॥৭৯

বিষয়বতী চাস্মিতামাত্রা চ দ্বয়ী বিশোকা। তত্র বিষয়বতী বিশোকা স্বালোকরূপিণী, তয়া প্রবৃত্ত্যালোকাখ্যয়া ভুবনজ্ঞানং সূক্ষ্ম-ব্যবহিতবিপ্রকৃষ্টবিষয়বিজ্ঞানঞ্চ। বিষয়গ্রহণনিবৃত্তৌ অস্মিতামাত্রে স্বস্বরূপে স্থিতিশীলা যা বিশোকা সা অস্মিতামাত্রেতি উচ্যতে ॥৭৯

বিশোকা প্রবৃত্তি দুই প্রকার, বিষয়বতী বিশোকা, এবং অস্মিতা-মাত্রা বিশোকা। বিষয়বতী বিশোকা বা প্রবৃত্ত্যালোক নিজের আলোকে শব্দাদি বিষয় (সূক্ষ্ম ব্যবহিত ও বিপ্রকৃষ্ট) প্রকাশ করার শক্তি। আর বিষয় প্রকাশ ছাড়িয়া অস্মিতা স্বস্বরূপে অবস্থিত হইলে, তাহাকে অস্মিতামাত্রা বলে। ৭৯

৩৭ সূ০। বীতরাগবিষয়ং বা চিত্তম্।

চিত্তকে কোন বীতরাগ পুরুষের চিত্তে মিলাইয়া ধ্যান করিতে থাকিলেও স্থিতিলাভ হয়।' ৩৭ সূঃ

৩৭ চিত্তস্য বীতরাগত্ব-মবধার্য্য চ ভাবয়েৎ।
নিঃসঙ্কল্পং নিরিচ্ছঞ্চ স্বচিত্তং স্থিতয়েঽথবা ॥৮০

স্থিতেরুপায়ান্তরমাহ। চিত্তস্য বীতরাগত্বং কিম্ভূতং তদবধার্য্য স্বচিত্তং নিঃসঙ্কল্পং নিরিচ্ছং যথা তথা ভাবয়েৎ। ততোঽপি স্থিতি-র্ভবেৎ ॥৮০

চিত্তের বীতরাগতা অবধারণ করিয়া নিজের চিত্তকে নিঃসঙ্কল্প

ও নিরিচ্ছ ভাবে ভাবনা করিলেও স্থিতিলাভ হয়। অন্য বীতরাগ পুরুষ দেখিয়া বা কল্পনা করিয়া বীতরাগতা অবধারণ করিতে হয়। ৮০

---

৩৮ সূ०। স্বপ্ননিদ্রাজ্ঞানালম্বনং বা।

স্বপ্ন ও নিদ্রার জ্ঞান অবলম্বন করিয়া ধ্যান অভ্যাস করিলে, চিত্ত স্থিতিপদ লাভ করে। ৩৮ সূঃ

৩৮ অন্তঃপ্রজ্ঞং বহীরুদ্ধং স্বপ্নে জ্ঞানঞ্চ যদ্ভবেৎ।
সর্ব্বসংরুদ্ধনিদ্রায়াং জ্ঞানং যৎ স্থিতয়ে চ বা।
ধ্যায়েদালম্বনং কৃত্বা কেষাঞ্চিৎ সিদ্ধিদঞ্চ তৎ ॥৮১

উপায়ান্তরমাহ। স্বপ্নে অন্তঃপ্রজ্ঞং বহীরুদ্ধং বিজ্ঞানং কল্পিতবিষয়-স্মরণাত্মকং ভবেৎ। অন্তর্ব্বাহ্যরুদ্ধা নিদ্রা। তদাপি অস্ফুটং রুদ্ধচিত্তে-ন্দ্রিয়বিষয়কং জ্ঞানং ভবেৎ। তত্তজ্জ্ঞানম্ আলম্বনং কৃত্বা ধ্যায়েৎ। এতচ্চ কেষাঞ্চিদধিকারিণাং সিদ্ধিদং স্থিতিহেতুরিত্যর্থঃ ॥৮১

স্বপ্নকালে অন্তঃপ্রজ্ঞ ও বাহ্যরুদ্ধ জ্ঞানবিশেষ হয়; নিদ্রাকালে অন্তর্ব্বাহ্যরুদ্ধ ভাবের জ্ঞানবিশেষ হয়। ঐ দুই প্রকার জ্ঞানকে অবলম্বন করিয়া ভাবনা করিলে কোন কোন অধিকারীর চিত্ত স্থিতি-প্রাপ্ত হয়।

আধ্যাত্মিক দেশে কল্পিত মূর্ত্তির ভাবনাদি করিয়া স্বপ্ন-জ্ঞানকে, এবং নিজেকে নিদ্রিতের মত ভাবনা করিয়া নিদ্রা জ্ঞানকে আলম্বন করিতে হয়। — ৮১

৩৯ সূ०। যথাভিমতধ্যানাদ্বা।

যেরূপ অভিমত, সেইরূপ ধ্যান করিলেও চিত্ত স্থিতিপদ লাভ করে। ৩৯ সূঃ

৩৯ যদেবাভিমতং ধ্যেয়ং ধ্যায়েদ্বা স্থিতয়ে হি তৎ ।
তত্র লব্ধস্থিতেশ্চিত্তং তত্ত্বেষু লভতেঽপি চ ॥৮২

স্পষ্টম্ ॥৮২

যাহা অভিমত, সেই বিষয় ধ্যান করিলে চিত্ত তাহাতে স্থিত হয়। সেই বিষয়ে স্থিতি লাভ করিয়া পরে চিত্ত তত্ত্ববিষয়ে স্থিতিলাভ করে। ৮২

---

৪০ সূ০ । পরমাণুপরমমহত্ত্বান্তোঽস্য বশীকারঃ ।

স্থিতিপ্রাপ্ত চিত্ত, পরমাণু হইতে পরম মহত্ত্ব পর্য্যন্ত বিষয়ের ধ্যানে নিয়োগ করা অভ্যস্ত হইলে চিত্তের বশীকার হয়। ৪০ সূঃ

৪০ পরে সূক্ষ্মে মহত্ত্বে চ পরমে বিনিবেশনাৎ ।
স্থিতিপ্রাপ্তস্য চিত্তস্য বশীকারঃ প্রসিধ্যতি ।৮৩

পরে সূক্ষ্মে রূপাদিপরমাণৌ তথা পরে মহত্ত্বে অস্মিতামাত্রাদৌ বিনিবেশনাৎ স্থিতিপ্রাপ্তস্য চিত্তস্য বশীকারঃ সিধ্যতি ॥৮৩

চিত্ত স্থিতিপ্রাপ্ত হইলে তাহাকে পরম সূক্ষ্ম বিষয়ে এবং পরম মহদ্-বিষয়ে নিবিষ্ট করিলে তাহার বশীকার হয়, অর্থাৎ সেই চিত্ত সর্ব্ববিষয়ে অব্যাহতভাবে সমাহিত হইতে পারে।

তন্মাত্র সকল পরম সূক্ষ্ম বা পরমাণু। অস্মিতামাত্রভাব বা মহান্ আত্মা পরম মহত্ত্ব। গ্রহীতৃ-গ্রহণ-গ্রাহ্য-বিষয়ক সমাপত্তির বিবরণ ইহাতে উপক্রমিত হইল। ৭৩

---

৪১ সূ০ । ক্ষীণবৃত্তেরভিজাতস্যেব মণেগ্র্রহীতৃগ্রহণ-
গ্রাহ্যেষু তৎস্থ-তদঞ্জনতা-সমাপত্তিঃ ।

যেমন বিশুদ্ধ মণি নিকটস্থ পদার্থের দ্বারা উপরঞ্জিত হয়, সেইরূপ

গ্রহীতা, গ্রহণ ও গ্রাহ্য এই ত্রিবিধ আলম্বনে চিত্ত যখন স্থিত ও উপরঞ্জিত হয়, তখন সেই অবস্থাকে সমাপত্তি বলা যায়। ৪১ সূঃ

যথোপরঞ্জকাদ্ দ্রব্যাদ্ বিশুদ্ধঃ স্ফটিকো মণিঃ।
তত্তদ্রূপোপরক্তঃ সন্ তত্তদ্রূপেণ ভাসতে ॥
তথাস্মিতেন্দ্রিয়ার্থেষু তৎস্থত্বং তৎস্বরূপতা।
চিত্তস্যোক্তা সমাপত্তিঃ ক্ষীণবৃত্তেঃ প্রজায়তে ॥৮৪

বশীকৃতস্য চিত্তস্য সমাপত্তিমাহ। উপরঞ্জকাৎ জবাকুসুমাদিদ্রব্যাৎ যথা বিশুদ্ধঃ স্ফটিকো মণিঃ উপরক্তঃ সন্ উপরঞ্জকদ্রব্যাকারেণ ভাসতে, তথা অস্মিতেন্দ্রিয়ার্থেষু গ্রহীতৃগ্রহণ-গ্রাহ্যেষু ইত্যর্থঃ, তৎস্থত্বং তৎস্বরূপতা. অস্মিতাদিভিঃ উপরক্ততা ইত্যর্থঃ, চিত্তস্য সমাপত্তিরুক্তা। যথা বিশুদ্ধ এব মণিরুপরক্তো ভবতি তথা ক্ষীণবৃত্তি চিত্তসত্ত্বমেব ধ্যেয়-সমাপন্নং ভবতি। ক্ষীণবৃত্তিতা একাগ্রভূমিরূপা বশীকৃতা স্থিতিপ্রাপ্তা বা অবস্থা ॥৮৪

যেমন বিশুদ্ধ স্ফটিক মণি কোন উপরঞ্জক দ্রব্যের দ্বারা উপরক্ত হইলে, সেই দ্রব্যের মত রূপবান্ হয়, সেইরূপ ক্ষীণবৃত্তি বা স্থিতিপ্রাপ্ত চিত্ত যখন গ্রহীতা, গ্রহণ এবং গ্রাহ্যস্বরূপ ধ্যেয় বিষয়ের দ্বারা উপরক্ত হইয়া সেই সেই বিষয়াকারে নির্ভাসিত হয় ও সেই সেই বিষয়ে সদা স্থিতি করে, তখন সেই অবস্থাকে চিত্তের সমাপত্তি (সম্প্রজ্ঞাত যোগ) বলে।

সর্ব্বদা তন্ময়ী প্রজ্ঞা ধ্যেয়রূপপ্রভাসিকা।
সমাধেশ্চেত-আভোগঃ সমাপত্তির্ম্মতাপি বা ॥৮৫

সমাপত্তেঃ স্বালক্ষণ্যমাহ। ধ্যেয়স্বরূপপ্রভাসিকা যা সর্ব্বদা তন্ময়ী ধ্যেয়ময়ী প্রজ্ঞা সা সমাপত্তিঃ। অপি বা সমাধেশ্চিত্তস্য য আভোগঃ ধ্যেয়সংস্থা সা সমাপত্তিঃ ॥৮৫

ধ্যেয়মাত্রাবলম্বনা সর্ব্বদা ধ্যেয়ময়ী যে প্রজ্ঞা, তাহাকে সমাপত্তি বলে। অথবা সমাহিত চিত্তের যে ধ্যেয়বিষয়ক আভোগ অর্থাৎ সম্পূর্ণরূপে ধ্যেয় বিষয়ে বর্ত্তমানতা, তাহাই সমাপত্তি। ৮৫

৪২ সূ॰ শব্দার্থজ্ঞানবিকল্পৈঃ সংকীর্ণা সবিতর্কা সমাপত্তিঃ।

শব্দ (নাম বা বাক্য), অর্থ (যেমন গো শব্দের অর্থ গো-প্রাণী) এবং তাহাদের যে জ্ঞান, এই তিন বিভিন্ন পদার্থকে বিকল্পের দ্বারা এক জ্ঞান করিয়া সাধারণত চিন্তা করা যায়। তাদৃশ শব্দময় চিন্তা-স্বরূপ যে স্থূলবিষয়ক সমাধি-প্রজ্ঞা, তাহাতে চিত্তের সর্ব্বদা তন্ময় ভাবের নাম সবিতর্কা সমাপত্তি। ।৪২ সূঃ

৪২ শাব্দং পদং তদ্ভিন্নশ্চ তস্যার্থো জ্ঞানমেতয়োঃ।
বিভিন্নং-স্যাদ্-বিকল্পেন প্রতিভাসো হ্যভিন্নবৎ ॥৮৬

সমাপত্তিভেদং ব্যাচিখ্যাসুরাদৌ শব্দাদীনাং সম্বন্ধং বিবৃণোতি...ং শব্দময়ং পদং তস্য অর্থস্তস্মাদ্ ভিন্নঃ। শব্দার্থয়োর্জ্ঞানঞ্চ মনসি স্থিতং শব্দার্থাভ্যাং ভিন্নম্। বিভিন্নানাং শব্দার্থজ্ঞানানাং বিকল্পেন একত্বভানম্। বিভিন্নানাং পদার্থানাং ব্যাবহারিকী একত্বখ্যাতিরূপা বিকল্পবৃত্তির্ভবতীতি ॥৮৬

তদ্বিকল্পেন সঙ্কীর্ণা সম্প্রজ্ঞা বাঙ্ময়ী চ যা।
সবিতর্কা সমাপত্তিঃ স্থূলার্থবিষয়া মতা ॥৮৭

যা তদ্বিকল্পেন শব্দার্থজ্ঞানবিকল্পেন সঙ্কীর্ণা অতএব বাঙ্ময়ী সম্প্রজ্ঞা স্থূলার্থ-বিষয়া স্থূলবিষয়ালম্বনা সমাপত্তিঃ সা সবিতর্কা মতা ॥৮৭

উচ্চারিত শব্দ এবং সেই শব্দের অর্থভূত দ্রব্য ভিন্ন পদার্থ আর

তদুভয়ের যে জ্ঞান (যাহা শ্রোতার মনে উৎপন্ন হয়) তাহাও তদুভয় হইতে বিভিন্ন দ্রব্য। বিকল্প বৃত্তির দ্বারা তাহারা অভিন্নবৎ প্রতীয়মান হয়।

সেই শব্দার্থ জ্ঞানের একস্বরূপতারূপ বিকল্পের দ্বারা সংকীর্ণা (অর্থাৎ বাক্যময় চিন্তাযুক্ত) যে স্থূল-দ্রব্য-বিষয়ক সম্প্রজ্ঞান হয়, তাহার নাম সবিতর্কা সমাপত্তি। ৮৭

---

৪৩ সূ০। স্মৃতিপরিশুদ্ধৌ স্বরূপশূন্যেবার্থমাত্র-নির্ভাসা নির্ব্বিতর্কা।

শব্দ-সঙ্কেত-স্মৃতি পরিশুদ্ধ হইলে অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত বিকল্প না থাকিলে, যে কেবল ধ্যেয় বিষয়মাত্রের প্রকাশক, স্থূল-বিষয়ক, স্বরূপ-শূন্যের ন্যায় (অর্থাৎ আত্মহারার ন্যায় সমাধিভাবের অনুরূপ) যে সমাধি-প্রজ্ঞা হয়, তাহাতে সমাপন্ন থাকার নাম নির্ব্বিতর্কা সমাপত্তি। ৪৩ সূঃ

শব্দসঙ্কেতবিজ্ঞানাৎ জ্ঞানাচ্ছব্দানুমানজাৎ।
বৈকল্পিকী স্মৃতির্যা স্যাৎ তস্যা অপগমেঽপি যা॥
অর্থরূপোপরক্তা সা ত্যক্তৈব গ্রহণাত্মকম্।
স্থূলার্থা স্যাৎ সমাপত্তিঃ নির্ব্বিতর্কা হ্যবাঙ্ময়ী॥৮৮

নির্ব্বিতর্কামাহ। শব্দসঙ্কেতবিজ্ঞানাচ্চ শ্রুতানুমানজাৎ জ্ঞানাচ্চ যা বৈকল্পিকী শব্দার্থপ্রত্যয়ানামিতরেতরাধ্যাসরূপা স্মৃতিঃ স্যাৎ তস্যাঃ স্মৃত্যা অপগমে পরিশুদ্ধৌ ইত্যর্থঃ, শব্দাদীনাং প্রবিভাগং নিশ্চিতা শব্দহীনার্থবিজ্ঞানসামর্থ্যাদিতি ভাবঃ, অর্থরূপোপরক্তা অর্থমাত্রপ্রতিষ্ঠা, গ্রহণাত্মকং বিজ্ঞানরূপং ত্যক্ত্বা ইব, অহং জানামীতি বিস্মৃত্য ইত্যর্থঃ, যা অবাঙ্ময়ী অশাব্দচিন্তাত্মিকা স্থূলবিষয়া সমাপত্তিঃ স্যাৎ সা হি নির্ব্বিতর্কা॥ ৮৮

প্রত্যক্ষ পদার্থকে শব্দ বা নামের দ্বারা সঙ্কেত করিয়া, শব্দ ও অর্থকে একের মত ব্যবহার করা যায়। সেইরূপ অপ্রত্যক্ষ বিষয়কেও আগম ও অনুমানের দ্বারা নিশ্চয় করিয়া শব্দ বা বাক্যের সহিত অভিন্নবৎ ব্যবহার করা যায়। সেই প্রকার শব্দ, অর্থ ও জ্ঞানকে অভিন্নবৎ ব্যবহার করা-রূপ বিকল্প-জ্ঞান হইতে তদাকারা বিকল্পস্মৃতি হয়। সেই স্মৃতি অপগত হইলে, অর্থাৎ শব্দ, অর্থ ও জ্ঞান যে পৃথক্, এরূপ বিজ্ঞান হইয়া শব্দব্যতীতও অর্থ-বিজ্ঞান করিবার সামর্থ্য হইলে, নির্ব্বিতর্কা সমাপত্তি হয়। তাহাতে চিত্ত শব্দকে ও জ্ঞানকে (আমি জানিতেছি, এইরূপ ভাবকে) ত্যাগ করিয়া, কেবল ধ্যেয় বিষয় মাত্রে উপরক্ত থাকে। স্থূলতত্ত্ববিষয়ে যখন এইরূপ বাক্যহীন প্রজ্ঞা হয় এবং তাদৃশ প্রজ্ঞার দ্বারা যখন চিত্ত পূর্ণ থাকে, তখন তাহাকে নির্ব্বিতর্কা সমাপত্তি বলে। ৮৮

স্থূলাঃ স্থ্যুঃ পঞ্চভূতানি ঘটাদ্যৈর্ভৌতিকৈঃ সহ।
শব্দেন চিন্তনং তর্কঃ পদার্থব্যাকৃতিস্ত্বিতি ॥৮৯

স্থূলাঃ পদার্থাঃ পঞ্চ ভূতানি ক্ষিত্যাদীনি গন্ধাদিলক্ষণানি সহ ভৌতিকৈঃ। ভৌতিকানি চ ঘটাদীনি বিশেষগন্ধাদ্যাশ্রয়াণি। তর্কঃ শব্দেন শব্দসহায়েন চিন্তনম্, অয়ং ঘট ইয়ং ক্ষিতিঃ সর্ব্বং দৃশ্যং দুঃখ-ময়মিত্যাদিরূপং ভাবনমিতি ভাবঃ। বিতর্কে শব্দার্থপ্রত্যয়াঃ ইতরে-তরাধ্যস্তাঃ প্রতীয়ন্তে যথা অয়ং ঘট ইত্যত্র যো ঘটশব্দঃ যদ্-ঘটদ্রব্যং যচ্চ ঘটজ্ঞানং তত্ত্রয়ম্ অবিবিক্তং প্রতীয়তে। ইতি তু বিতর্কাদি-পদার্থ-ব্যাকৃতিঃ ॥৮৯

তর্ক এবং স্থূল পদার্থ কি, তাহা ব্যাকৃত হইতেছে ঃ—পঞ্চভূত এবং গো-ঘটাদি চেতন ও অচেতন ভৌতিক দ্রব্য সকল স্থূল বিষয়। তর্ক অর্থে শব্দসহায়ে চিন্তা করা।

এ বিষয় উদাহৃত হইতেছে—সমাধির দ্বারা আকাশতত্ত্ব সাক্ষাৎ করিয়া তদ্বিষয়ে প্রথমে এইরূপ প্রজ্ঞা হয় যথা—"ইহা আকাশ ভূত, ইহা এই প্রকার গুণশালী, ইহা হেয়" ইত্যাদি। এবংবিধ শব্দময় স্থূলবিষয়ক প্রজ্ঞার দ্বারা চিত্ত পূর্ণ থাকার নাম একটী সবিতর্কা সমাপত্তি, অর্থাৎ আকাশবিষয়ক সমাপত্তি।

পরে আরও সমাধিতে কুশলতা জন্মিলে, সমাধিকালে যেরূপ আত্মহারার ন্যায় ধ্যেয়বিষয়মাত্রের জ্ঞান প্রখ্যাত থাকে, সেইরূপমাত্র, অথচ বাচকশব্দময়চিন্তাহীন প্রজ্ঞার দ্বারা চিত্ত পূর্ণ থাকিলে তাহাকে নির্ব্বিতর্কা সমাপত্তি বলে। আকাশতত্ত্ববিষয়ক নির্ব্বিতর্কা সমাপত্তি হইলে "ইহা আকাশতত্ত্ব" ইত্যাদি শব্দময় প্রজ্ঞার দ্বারা চিত্ত পূর্ণ থাকে না, কিন্তু কেবল বাক্যহীন আকাশ-জ্ঞানে চিত্ত পূর্ণ থাকে। সমাধির লক্ষণ তৃতীয় পাদের ৩য় সূত্রে দ্রষ্টব্য। যে ধ্যানে কেবল ধ্যেয় বিষয়ের খ্যাতি থাকে এবং নিজেকে সম্যক্ বিস্মৃত হওয়া যায় তাহার নাম সমাধি।

---

৪৪ সূ°। এতয়ৈব সবিচারা নির্ব্বিচারা চ সূক্ষ্ম-
বিষয়া ব্যাখ্যাতা।

পূর্ব্বোক্ত সবিতর্ক ও নির্ব্বিতর্কের দ্বারা সবিচার ও নির্ব্বিচার নামক সূক্ষ্মপদার্থবিষয়ক সমাপত্তি ব্যাখ্যাত হইল। ৪৪ সূঃ

৪৪ বিচারো ধ্যায়িনাং যুক্তিঃ সূক্ষ্মার্থাধিগমো যতঃ।
ততঃ স্যাদ্-বাঙ্ময়ী প্রজ্ঞা সবিচারা হি সূক্ষ্মিকা ॥৯০

সবিচারাং সমাপত্তিং ব্যাকরোতি। বিচারো ধ্যায়িনাং যুক্তিঃ ন্যায়ানুসারিণী চিন্তা, যয়া ধ্যানানুগতয়া যুক্ত্যা সূক্ষ্মার্থানাং তন্মাত্রাদীনাম্ অধিগমো ভবেদিতি শেষঃ। ততো বিচারাৎ, সূক্ষ্মিকা সূক্ষ্ম-

বিষয়া বাঙ্ময়ী শব্দানুবিদ্ধা প্রজ্ঞা স্যাদ্, ইদং রূপতন্মাত্রমেবম্ অধি-গন্তব্যম্ অস্মাদ্-দুঃখদং হেয়ঞ্চেত্যাদিরূপা প্রজ্ঞা সবিচারেতি জ্ঞাতব্যা ॥৯০

বিচার ধ্যায়ীদের যুক্তি (আভ্যন্তরিক বিচার)। সেই যুক্তি-প্রণালীর দ্বারা সূক্ষ্ম বিষয়ের উপলব্ধি হয়, সুতরাং তাহাও বাক্যময় চিন্তা। যে সমাধি-প্রজ্ঞা তাদৃশ বিচারযুক্ত, সুতরাং সূক্ষ্মবিষয়া, তাহাতে সমা-পন্নচিত্ততাই সবিচার সমাপত্তি। ৯০

নির্ব্বিতর্কেব চাশব্দা নির্ব্বিচারা সমীরিতা।
সূক্ষ্মার্থমাত্রনির্ভাসা বিকল্পবিহীনা তথা ॥৯১

নির্ব্বিচারামাহ। নির্ব্বিতর্কেব অশব্দা অতএব শব্দাদিবিকল্পহীনা সমাপত্তিঃ নির্ব্বিচারা। সা তু সূক্ষ্মার্থমাত্রনির্ভাসা। নমু সমাধিঃ ধ্যেয়ার্থমাত্রনির্ভাসঃ স্বরূপশূন্য ইব ইতি চেৎ তদা সবিতর্কা সবিচারা চ সমাপত্তির্ন সমাধিঃ স্যাদিতি। সত্যম্। সমাপত্তি র্ন সমাধিমাত্রা সা চ সমাধিজপ্রজ্ঞাভেদঃ। সমাধিনাধিগতা প্রজ্ঞা যদা শব্দাদিসহায়া চেতস্যুপাবর্ত্ততে প্রতিতিষ্ঠতি চ তদা সা প্রজ্ঞা সবিতর্কা সবিচারা বা ভবতি। যদা তু সা অর্থমাত্রনির্ভাসা বাচকহীনা তদা নির্ব্বিতর্কা নির্ব্বিচারা বা স্যাৎ। তদ্‌যথা—রূপং দুঃখদং রূপতন্মাত্রং চ দুঃখদম্ ইত্যত্র তত্ত্বসাক্ষাৎকারপূর্ব্বকং সমাপন্নং চিত্তম্ আদ্যয়োর্যথাক্রমং ভবতি। অন্ত্যয়োশ্চ রূপে দুঃখমাত্রমেব সংবেদ্যতে বাক্যসহায়চিন্তা-হীনেন চেতসা ইতি ॥৯১

নির্ব্বিতর্কা সমাপত্তির ন্যায় অশব্দা অর্থাৎ শব্দার্থ-জ্ঞান-বিকল্পের দ্বারা অসংকীর্ণা এরূপ, অথচ সূক্ষ্মবিষয়া যে সমাধিপ্রজ্ঞা, তাহার দ্বারা চিত্তের পূর্ণতাই নির্ব্বিচারা সমাপত্তি। ৯১

৪৫ সূ০। সূক্ষ্মবিষয়ত্বং চালিঙ্গপর্য্যবসানম্।

বিচারানুগত সমাপত্তির সূক্ষ্ম বিষয় অলিঙ্গ প্রধান পর্য্যন্ত। ৪৫ সূঃ

৪৫ তন্মাত্রাণি চ ভূতানাং সূক্ষ্মাণামস্মিতা তথা।
অহঙ্কারস্য বুদ্ধিশ্চ বুদ্ধেশ্চালিঙ্গমেব হি।
সূক্ষ্মো বিষয় আখ্যাতঃ ন সূক্ষ্মং প্রকৃতেঃ পরম্ ॥৯২

সূক্ষ্মবিষয়া সবিচারা নির্ব্বিচারা চেতি সূক্ষ্মবিষয়ত্বমাহ। ভূতানাং তন্মাত্রাণি তন্মাত্রাণা-মস্মিতাখ্যঃ অহঙ্কারঃ, তস্য চ লিঙ্গমাত্রং বুদ্ধিতত্ত্বং, তস্য পুনঃ অলিঙ্গং প্রধানং সূক্ষ্মো বিষয়ঃ। প্রকৃতেঃ পরং সূক্ষ্মং দৃশ্যং নাস্তি। প্রকৃতেঃ পরঃ সূক্ষ্মতরোঽপি পুরুষঃ ন দৃশ্যঃ কিন্তু দ্রষ্টা বিজাতীয় ইতি ॥৯২

স্থূল পঞ্চভূতের তন্মাত্রগণ, তন্মাত্রের অস্মিতা বা অহঙ্কার, অহঙ্কারের বুদ্ধিতত্ত্ব, বুদ্ধিতত্ত্বের অলিঙ্গ বা প্রকৃতি সূক্ষ্ম বিষয়। প্রকৃতি অপেক্ষা সূক্ষ্ম আর কিছু অনাত্মভাব নাই। ৯২

লিঙ্গাতীতে চ তত্রৈব হ্যব্যক্তে ব্যক্তকারণে।
সমাপ্যতে সমাপত্তি-র্ন চ বৈ ভূতসূক্ষ্মকে ॥৯৩

বিচারানুগতে সমাপত্তী কুত্র পর্য্যবসীয়েত ইত্যাহ। লিঙ্গাতীতে অব্যক্তে ব্যক্তকারণে প্রধান এব সবিচারা নির্ব্বিচারা চ সমাপত্তিঃ পর্য্যবসিতা ভবতি ন তু সূক্ষ্মভূতে। অব্যক্তন্তু সবিচারায়া বিষয়ঃ, ন নির্ব্বিচারায়াঃ অনির্ভাস্যত্বাৎ তৎস্বরূপস্যেতি জ্ঞেয়ম্ ॥৯৩

লিঙ্গ বা বুদ্ধির অতীত, ব্যক্তভাবসমূহের কারণ সেই অব্যক্তেই যোগীরা সমাপত্তি পর্য্যবসিত করেন। সূক্ষ্মভূতেতে সমাপত্তি শেষ হয় না। ৯৩

৪৬ সূ॰। তা এব সবীজঃ সমাধিঃ।

ঐ চারিপ্রকার সমাপত্তি সবীজ বা সালম্বন সমাধি। তাহারা কোন না কোন প্রাকৃত বিষয়কে আলম্বন করিয়া উৎপন্ন হয়। ৪৬ সূঃ

৪৭ সূ॰। নির্ব্বিচারবৈশারদ্যেঽধ্যাত্মপ্রসাদঃ।

তন্মধ্যে নির্ব্বিচার সমাধির বৈশারদ্য হইতে আধ্যাত্মিক ভাব বা বুদ্ধ্যাদিকরণের নির্ম্মলতা হয়। ৪৭ সূঃ

৪৬ সবীজাস্তাশ্চতস্রঃ স্যু-র্নির্ব্বিচারস্য তত্র চ।
স্বচ্ছস্থিতিপ্রবাহাৎ স্যাদ্-আধ্যাত্মানাং প্রসন্নতা।
৪৭ যস্যা জায়েত সত্যার্থা স্ফুটা প্রজ্ঞা তথাঽক্রমা ॥৯৪

তাশ্চতস্রঃ সমাপত্তয়ঃ সবীজাঃ বহির্ব্বস্তুবীজাঃ সমাধয়ঃ। তত্র নির্ব্বিচারস্য সমাধের্যঃ স্বচ্ছো ব্যুথানেন অমলিনঃ স্থিতিপ্রবাহস্তস্মাদাধ্যাত্মানাং করণানাং বুদ্ধেরিত্যর্থঃ, প্রসন্নতা ভবেৎ। যস্যাঃ প্রসন্নতায়াঃ সত্যবিষয়া অক্রমা যুগপৎ সর্ব্বভাসিকা ইত্যর্থঃ, স্ফুটা প্রজ্ঞা জায়েত ॥৯৪

ঐ চারিপ্রকার সমাপত্তি সবীজ। তন্মধ্যে নির্ব্বিচার সমাপত্তির স্বচ্ছ স্থিতি-প্রবাহ হইতে আধ্যাত্মিক করণ সকলের নির্ম্মলতা হয়। সেই করণ-প্রসাদ হইতে সত্যবিষয়া, স্ফুটা (সম্যক্ তলস্পর্শী) এবং অক্রমা বা যুগপৎ ভূতভবিষ্যৎবর্ত্তমান-ভাব-বিষয়া প্রজ্ঞা উৎপন্ন হয়। ৯৪

৪৮ সূ॰। ঋতম্ভরা তত্র প্রজ্ঞা।

৪৯ সূ॰। শ্রুতানুমানপ্রজ্ঞাভ্যামন্যবিষয়া বিশেষার্থত্বাৎ।

সেই প্রজ্ঞার নাম ঋতম্ভরা বা সত্যম্ভরা। তাহা আগম এবং

অনুমানজাত প্রজ্ঞা হইতে বিশিষ্ট। কারণ তাহা বিশেষ-বিষয়ক॥ ৪৮॥৪৯ সূ)

৪৮ শ্রুতানুমানজাতেব সামান্যবিষয়া ন সা।
৪৯ ঋতম্ভরেতি সম্প্রজ্ঞা বিশেষং খ্যাপয়েৎ পরম্॥৯৫

সা প্রজ্ঞা ঋতম্ভরাসংজ্ঞা পরম্ অন্ত্যং বিশেষং বৈলক্ষণ্যং খ্যাপয়েৎ। ন তু সা সম্প্রজ্ঞা শ্রুতানুমানজাতা ইব সামান্যবিষয়া। ঋতং সত্যং বিভর্ত্তীতি ঋতম্ভরা॥৯৫

সেই নির্ব্বিচার-সমাপত্তি-স্বরূপা প্রজ্ঞা, আগমানুমানজাত প্রজ্ঞার ন্যায় সমান্যবিষয়া নহে। তাহার দ্বারা চরম বিশেষ অর্থাৎ ভেদক গুণ জানা যায়। তাহার নাম ঋতম্ভরা। ইহার দ্বারা বাহ্য-বিষয়ক চরম সত্যের সাক্ষাৎকার হয়। তাহা অপেক্ষা আর সূক্ষ্মতর জ্ঞান হইতে পারে না. সেই জন্য তাহা চরম সত্যজ্ঞান। ৯৫

৫০ সূ০। তজ্জঃ সংস্কারোঽন্যসংস্কারপ্রতিবন্ধী।

সেই নির্ব্বিচার তত্ত্বপ্রজ্ঞার সংস্কার ব্যুত্থান-সংস্কারের বিরোধী বা ক্ষয়কারী। ৫০ সূঃ

৫০ বিশেষতত্ত্ববিজ্ঞানং খ্যাপয়েদ্‌ভোগহেয়তাম্।
ততো নিবৃত্তিসংস্কারাৎ ক্ষয়ো ব্যুত্থানসংস্কৃতেঃ॥৯৬

বিশেষং তত্ত্বজ্ঞানং ভোগস্য হেয়তাং খ্যাপয়েৎ চেতসি প্রখ্যাতাং কুর্য্যাদিত্যর্থঃ। ততঃ ভোগহেয়তাখ্যাতৌ সিদ্ধায়াং জ্ঞানবৈরাগ্য-জনিতাঃ নিবৃত্তিসংস্কারাঃ জায়েরন্। তেভ্যো ব্যুত্থানসংস্কারাণাং ক্ষয়ো ভবতি॥৯৬

সেই বিশেষ তত্ত্বজ্ঞান হইতে ভোগের (বিষয়ের উপলব্ধি-ভোগ) হেয়তা সম্যক্ চিত্তে প্রখ্যাত হয়। তাহা হইতে বৈরাগ্য বা নিবৃত্তি

হইতে থাকে। সেই নিবৃত্তির সংস্কার হইতে ব্যুত্থানের সংস্কার ক্ষয় হইতে থাকে। ৯৬

ক্ষীয়মাণে তথা ক্লিষ্টে সংস্কারে তস্য বৃত্তয়ঃ।
নিরুদ্ধাঃ স্যুঃ পুনস্তস্মাৎ সমাধিরুপতিষ্ঠতে ॥৯৭
এবং প্রজ্ঞাজসংস্কারঃ ক্ষয়েদ্‌-ব্যুত্থানসংস্কৃতিম্‌।
চরিতার্থং মনঃ কুর্য্যাৎ স্বকার্য্যাচ্চাবসাদয়েৎ ॥৯৮

ক্লিষ্টে সংস্কারে ব্যুত্থানসংস্কার ইত্যর্থঃ। ক্ষীয়মাণ ইতি। যথা যথা ব্যুত্থানসংস্কারাঃ ক্ষীণাঃ ভবন্তি তথা তথা ব্যুত্থানপ্রত্যয়ানাং নিরোধো ভবতি। ততঃ পুনঃ সমাধিরুপতিষ্ঠতে সমাধ্যবস্থায়া বিবৃদ্ধির্জায়ত ইত্যর্থঃ। সমাধেঃ পুনঃ প্রজ্ঞাঃ, প্রজ্ঞাভ্যঃ পুনঃ সংস্কারাঃ। এবং প্রজ্ঞাজসংস্কারো ব্যুত্থাসংস্কারং ক্ষয়েৎ। প্রজ্ঞাসংস্কারস্য বর্দ্ধমানতা ব্যুত্থানসংস্কারস্য চ ক্ষীয়মাণতা ভবতীত্যর্থঃ। কিঞ্চ স প্রজ্ঞাসংস্কারঃ চিত্তং স্বকার্য্যাদবসাদয়েৎ ন প্রবর্ত্তয়েৎ। চিত্তং যথা চরিতার্থং তথা চ কুর্য্যাৎ। নিষ্পন্নখ্যাতিতা ভুক্তভোগতা চ চিত্তস্য চরিতার্থতা। প্রজ্ঞায়াঃ কাষ্ঠা বিবেকখ্যাতিঃ ততশ্চ ভোগনিবৃত্তিঃ। অথ খ্যাতিসংস্কারঃ চেতসি বিবেকখ্যাতিং প্রতিষ্ঠাপ্য ভোগঞ্চ সমাপয্য চেতসঃ চরিতার্থতাং সম্পাদয়েৎ ॥৯৭॥৯৮

ঐরূপে ক্লিষ্টসংস্কার ক্ষয় হইতে থাকিলে, তাহাদের প্রত্যয় আর উঠে না। এইপ্রকারে উদিত প্রত্যয় নিরুদ্ধ হইলেঃ পুনঃ সমাধি আইসে। ৯৭

এইরূপে প্রজ্ঞাজাত সংস্কার ব্যুত্থানসংস্কারকে ক্ষয় করে। আর ব্যুত্থানসংস্কারের ক্ষয়ে চিত্ত চরিতার্থ হয় এবং স্বকার্য্য হইতে নিবৃত্ত হয়। তখন চিত্তে পরিপূর্ণ ভাবে বিবেকখ্যাতিরূপ প্রজ্ঞা ও তাহার সংস্কার থাকে এবং অন্য কোন চিত্ত-চেষ্টা থাকে না। ৯৮

৫১ সূ০। তস্যাপি নিরোধে সর্ব্বনিরোধান্নির্ব্বীজঃ সমাধিঃ।

সেই বিবেকরূপা সমাধিপ্রজ্ঞা এবং প্রজ্ঞার সংস্কারেরও নিরোধে সর্ব্বনিরোধ হয়, তাহাই যোগীদের নির্ব্বীজ সমাধি। ৫১ সূ

পুরুষখ্যাতিরূপা যা প্রজ্ঞা তস্যাশ্চ সংস্কৃতিঃ।
নিরোধঃ স্যাত্তয়োঃ সম্যগ্-বৈরাগ্যেণ পরেণ হি॥৯৯
নিরোধঃ পুরুষখ্যাতিং সমাধির্নিরুণদ্ধি হি।
নিরোধস্য চ সংস্কারঃ তত্র প্রজ্ঞাজসংস্কৃতিম্॥১০০
পুংসাং কেবলিনাং চৈবং সমাধিঃ সর্ব্বরোধতঃ।
নির্বীজোঽবিষয়ঃ স্যাদ্-যঃ শান্তিশ্চিত্তস্য শাশ্বতী॥১০১

ইতি সাংখ্যযোগাচার্য্য-শ্রীহরিহরানন্দ-আরণ্য-বিরচিতায়াং যোগকারিকায়াং প্রথমঃ পাদঃ।

কথং ব্যুত্থানপ্রত্যয়া ব্যুত্থানসংস্কারাশ্চ প্রজ্ঞয়া নিরুদ্ধা ভবেয়ুঃ তদ্দর্শিতম্। ব্যুত্থানরোধেঽপি প্রজ্ঞা বিবেকখ্যাতিরূপা তৎসংস্কারশ্চ চেতসি অবতিষ্ঠেতে। অথ তয়োঃ নিরোধোপায়মাহ। পুরুষখ্যাতিরূপা যা প্রজ্ঞা তস্যাঃ প্রজ্ঞায়া অপি যঃ সংস্কারঃ তয়োঃ প্রজ্ঞা-সংস্কারয়োঃ পরেণ বৈরাগ্যেণ নিরোধঃ স্যাৎ। পরং বৈরাগ্যং প্রান্তভূমিবিবেকখ্যাতিরূপম্॥৯৯

কথং তন্নিরোধস্তদ্দর্শয়তি। নিরোধঃ সমাধিঃ পরবৈরাগ্যমূলকঃ পুরুষখ্যাতিং পুরুষসম্বন্ধীয়াং প্রজ্ঞাং নিরুণদ্ধি। নিরোধস্য চ সংস্কারঃ খ্যাতিসংস্কারং নিরুণদ্ধি। এবং সর্ব্বনিরোধাৎ নির্ব্বিষয়ঃ নির্ব্বীজঃ সমাধিরসম্প্রজ্ঞাতঃ স্যাৎ কেবলিপুরুষাণাম্। স নির্ব্বীজঃ চিত্তস্য শাশ্বতী শান্তিঃ প্রশান্তিরিত্যর্থঃ, ইতি॥১০০॥১০১

ইতি যোগকারিকাটীকায়াং সরলায়াং প্রথমঃ পাদঃ।

পুরুষখ্যাতিরূপা যে চরম সম্প্রজ্ঞা এবং সেই প্রজ্ঞার যে সংস্কার এই উভয়ই পর-বৈরাগ্যের দ্বারা নিরুদ্ধ হয়। তন্মধ্যে নিরোধ সমাধি (পরবৈরাগ্যজাত) পুরুষখ্যাতিরূপ প্রত্যয়কে নিরুদ্ধ করে, আর নিরোধের সংস্কার সেই পৌরুষ প্রজ্ঞার সংস্কারকে নিরুদ্ধ করে। এইরূপে চিত্ত সম্যক্‌রূপে প্রত্যয়হীন এবং সংস্কারহীন হয়। শঙ্কা হইতে পারে যে, তখনও নিরোধসমাধির সংস্কার থাকে। না, তাহাও থাকে না। কারণ, নিরোধ অর্থে ব্যুত্থানের বিরাম; যদি প্রত্যয় সম্যক্ নিরুদ্ধ হয় এবং তাহার পুনরুত্থানের কারণ (সংস্কার) আর যদি না থাকে, তবে ব্যুত্থানের শাশ্বত বিরাম বা চিত্তের প্রলয় (পুনরুত্থানহীন লয়) হইবে। ৯৯। ১০০

কৈবল্যপ্রাপ্ত পুরুষদের এইরূপে সর্ব্ব-নিরোধ হইতে নির্ব্বিষয় নির্ব্বীজ সমাধি (অসম্প্রজ্ঞাত) সিদ্ধ হয়। তাহাই চিত্তের শাশ্বতী শান্তি। ১০১

ইতি যোগকারিকার প্রথম পাদের অনুবাদ সমাপ্ত।

অথ দ্বিতীয়পাদঃ।

১ সূ০। তপঃস্বাধ্যায়েশ্বরপ্রণিধানানি ক্রিয়াযোগঃ।

২ সূ০। সমাধিভাবনার্থঃ ক্লেশতনূকরণার্থশ্চ।

তপঃ, স্বাধ্যায় এবং ঈশ্বরপ্রণিধানের নাম ক্রিয়াযোগ। যোগ বা চিত্ত-স্থৈর্য্যকে উদ্দেশ করিয়া যে কর্ম্মাচরণ, তাহার নাম ক্রিয়াযোগ। তদ্দ্বারা ক্লেশ ক্ষীণ হয় ও সমাধি ভাবিত হয়। ১। ২ সূঃ

অথ যোগকারিকা।

উদ্দিষ্টঃ প্রথমে যোগঃ যঃ সমাহিতচেতসঃ।
যুজ্যেত ব্যুত্থিতং চিত্তং যথা তচ্চাত্র ভাষিতম্ ॥১

অথ সরলা।

প্রথমে পাদে সমাহিতস্য চিত্তস্য যোগঃ সমাধিভেদাদিঃ ইত্যর্থঃ উদ্দিষ্টঃ, অত্র অস্মিন্ পাদে ব্যুত্থিতং চেতো যথা যোগযুক্তং ভবেৎ তদ্ বিবৃতম্ ।১

প্রথম পাদে সমাহিত চিত্তের যোগভেদ উক্ত হইয়াছে। এই পাদে যেরূপে ব্যুত্থিত চিত্তও যোগযুক্ত হয়, তাহা কথিত হইতেছে। ১

তপঃ স্বাধ্যায় ঈশে চ প্রণিধানং ক্রিয়াযোগঃ।
ভাবয়েৎ স সমাধিঞ্চ তনূকুর্য্যাত্তথা ক্লেশান্ ॥২

ক্রিয়াযোগঃ যোগমুদ্দিশ্য কর্ম্মাচরণমিত্যর্থঃ। যে অনুপশান্তচিত্তাঃ অপি যোগেচ্ছবঃ তেষাং ধারণাদীনামন্তরঙ্গাণাং সদৈব অভ্যাসাক্ষমা-

র্থ্যাৎ বাহ্যকর্ম্মত্যাগাসামর্থ্যাচ্চ কর্ম্মরূপঃ যোগঃ যোগযুক্তঞ্চ কর্ম্ম সাধনীয়ম্। তপ-আদিঃ ত্রিবিধঃ ক্রিয়াযোগঃ। স সমাধিং ভাবয়েৎ আনয়েৎ ক্লেশান্ স তনূকুর্য্যাৎ শাতয়েদিত্যর্থঃ ॥২

তপঃ, স্বাধ্যায় এবং ঈশ্বরের প্রণিধান ক্রিয়াযোগ। তাহা ক্লেশ সকলকে ক্ষীণ করে এবং সমাধিকে আনয়ন করে। ২

চিত্তপ্রসাদকারিণঃ প্রাণায়ামাসনাদয়ঃ।
তদভ্যাসভবস্তু চ দুঃখস্য সহনং তপঃ ॥৩

তপ আহ। সুখত্যাগঃ দুঃখসহনং বা তপসো লক্ষণম্। যথোক্তং "সুখত্যাগে তপো যোগঃ সর্ব্বত্যাগে সমাপনম্" ইতি। ন তু যোগেচ্ছুভি-র্মুধা দুঃখসহনং কার্য্যম্। যানি তু প্রাণায়ামাসনাদীনি চিত্ত-প্রসাদকারীণি তেষামভ্যাসজাতস্য দুঃখস্য সহনমেব যোগিনাং তপঃ। যথোক্তং "তপো ন প্রাণায়ামাৎ ততো বিশুদ্ধির্ম্মলানাং দীপ্তিশ্চ জ্ঞানস্য" ইতি। বালানাং কায়ক্লেশবৈধুর্য্যং ন যোগায় কল্পতে। শ্রূয়তে চ "ন তত্র দক্ষিণা যন্তি নাঽবিদ্বাংসস্তপস্বিনঃ" ইতি ॥৩

প্রাণায়াম আসন আদি যে সব সাধন পরিণামে চিত্তের নৈর্ম্মল্য-সাধক, তাহাদের অভ্যাসজনিত দুঃখের সহন করাতপঃ। অনর্থক কষ্ট সহন যোগীদের তপস্যা নহে। চিত্তশুদ্ধির উদ্দেশ্যে আচরিত প্রাণায়াম, আসন, দ্বন্দ্বসহনাদির তিতিক্ষাই যোগাঙ্গ তপস্যা। ৩

প্রণবাদি পবিত্রাণাং স্বাধ্যায়ো জপ উচ্যতে।
অথবা মোক্ষশাস্ত্রস্য সদৈবাধ্যয়নং হি সঃ ॥৪

প্রণবাদি-পবিত্রাণাং মন্ত্রাণাং—ন চ কুমন্ত্রাণাং জপঃ, সদৈব মোক্ষ-শাস্ত্রাধ্যয়নং বা স্বাধ্যায়ঃ বাক্‌কর্ম্মযোগঃ ॥৪

প্রণবের (অথবা ঈশ্বরধারণা হয় এরূপ পবিত্র মন্ত্রের) জপ অথবা সর্ব্বদা মোক্ষশাস্ত্রের অধ্যয়নই স্বাধ্যায় বা বাচিক কর্ম্মযোগ। ৪

ঈশ্বরেণেব হৃৎস্থেন প্রেরিতস্য চ কর্ম্ম মে।
প্রণিধানং সদা কর্ম্ম-যোগিনামিতি ভাবনম্ ॥৫

তপঃ শরীরস্থ স্থৈর্য্যপ্রযত্নরূপঃ কর্ম্মযোগঃ, স্বাধ্যায়ো বাক্‌কর্ম্মযোগঃ, ঈশ্বরপ্রণিধানং পুনর্ম্মানসঃ কর্ম্মযোগঃ। যত্র যত্র মনো গচ্ছেৎ কর্ম্মণি, তত্র তত্র ঈশ্বরপ্রণিধানং কার্য্যমিতি সর্ব্বং কর্ম্ম ব্যাপ্নোতি ভাবনারূপং তৎ প্রণিধানম্।

ঈশ্বরেণ হৃৎস্থেন প্রেরিতস্য ইব ন তু বস্তুতঃ প্রেরিতস্য ইত্যর্থঃ মে সর্ব্বং কর্ম্ম ইতি ভাবনং কর্ম্মযোগিনাং, কর্ম্ম কুর্ব্বতামপি যোগেচ্ছূনাং, প্রণিধানম্ ঈশ্বরপ্রণিধানম্। যথোক্তং "কামতোঽকামতো বাপি যৎ করোমি শুভাশুভম্। তৎসর্ব্বং ত্বয়ি সন্ন্যস্তং ত্বৎপ্রযুক্তঃ করোম্যহম্" ইতি॥ ঈশ্বরপ্রণিধিযুক্তেন ফলাকাঙ্ক্ষাশূন্যেন চেতসা ক্রিয়াযোগিনাং কর্ম্ম কার্য্যম্। ততঃ কর্ম্মনিবৃত্তিঃ স্যাৎ, অন্তরঙ্গসাধনে সামর্থ্যঞ্চ প্রজায়েত। অথ নিবৃত্তবাহ্যকর্ম্মা যোগী প্রথমপাদোক্তাদ্ ভাবনাপ্রধানাৎ ঈশ্বরপ্রণিধানাৎ স্থিতিং লভেত। কর্ম্মার্পণরূপং ভাবনারূপঞ্চেতি দ্বিবিধম্ ঈশ্বরপ্রণিধানম্ ইত্যবগন্তব্যম্ ॥৫

হৃদয়স্থ ঈশ্বরের দ্বারা যেন প্রেরিত হইয়া আমার সমস্ত কর্ম্ম হইতেছে, সর্ব্বদা সর্ব্বকর্ম্মে এইরূপ ভাবনাই ক্রিয়াযোগীদের ঈশ্বর প্রণিধান। এইরূপে নিজেকে অকর্ত্তা ভাবনা করিতে করিতে বাহ্য-কর্ম্ম নিবৃত্ত হয়। তখন ধ্যানময় ভক্তিযুক্ত ঈশ্বরপ্রণিধানে অধিকার হয়। আর তদ্দ্বারা যোগের অন্তরঙ্গে প্রবেশলাভ হয়।

৩ সূ০। অবিদ্যাস্মিতারাগদ্বেষাভিনিবেশাঃ ক্লেশাঃ

অবিদ্যাদি পাঁচটি ক্লেশ বা দুঃখহেতু চিত্তবৃত্তিঃ। ৩ সূঃ

৬ অবিদ্যা চাস্মিতা রাগো দ্বেষশ্চাভিনিবেশকঃ।
এতে বিপর্য্যয়াঃ পঞ্চ ক্লেশা দুঃখস্য হেতবঃ ॥৬

দুঃখহেতবঃ বিপর্য্যয়বৃত্তিভেদা এব পঞ্চ অবিদ্যাদয়ঃ ক্লেশাঃ যে ক্রিয়াযোগেন তন্বো ভবেয়ুরিত্যর্থঃ ॥৬

অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ, এবং অভিনিবেশ এই পাঁচ প্রকার বিপর্য্যয়জ্ঞান ক্লেশ বা দুঃখদায়ী চিত্তবৃত্তি। ৬

৪ সূ০। অবিদ্যা ক্ষেত্রমুত্তরেষাং প্রসুপ্ততনুবিচ্ছিন্নো-
দারাণাম্।

প্রসুপ্ত, তনু, বিচ্ছিন্ন এবং উদার এই চারি অবস্থায় অবস্থিত অস্মিতাদি ক্লেশের ক্ষেত্র বা প্রসবভূমি অবিদ্যা। ৪ সূঃ

৭ প্রসুপ্ত-তনু-বিচ্ছিন্না উদারা যে হ্যবস্থিতাঃ।
উত্তরেষাং তথাঽবিদ্যা ক্ষেত্রং তেষামিতি স্মৃতা ॥৭

উত্তরেষামস্মিতাদীনাঞ্চ অবিদ্যা ক্ষেত্রম্ প্রসবভূমিঃ ॥৭

অস্মিতাদি চারি ক্লেশ প্রসুপ্ত, তনু বিচ্ছিন্ন উদার এই চারি ভাবে অবস্থিত থাকে। তাহাদের ক্ষেত্র অবিদ্যা অর্থাৎ অবিদ্যা থাকাতেই অপর সমস্তেরা উৎপন্ন হয়।

প্রসুপ্তির্বীজভাবঃ স্যাৎ শক্তিরূপেণ যা স্থিতিঃ।
সা চ সংসারিণাং সুপ্তির্ব্বাসনা-কর্ম্মসংস্কৃতিঃ ॥৮

তত্র প্রসুপ্তাবস্থামাহ। প্রসুপ্তিঃবীজভাবঃ স্যাৎ। সা চ শক্তিরূপেণ স্থিতিঃ সা হি বাসনারূপা চ কর্ম্মাশয়রূপা চ ক্লেশাবস্থা সংসারিণাং সত্ত্বানাং প্রসুপ্তি-র্ন তু ক্ষীণক্লেশানাং যোগিনামিত্যর্থঃ ॥৮

প্রসুপ্ত অবস্থা বীজভাব বা শক্তিরূপে অলক্ষ্যভাবে থাকা। ইহা সংসারী ব্যক্তিদের প্রসুপ্তি। বাসনা এবং কর্ম্মাশয় এই প্রকার প্রসুপ্ত ক্লেশ। ৮

প্রসুপ্তিঃ কর্ম্মহীনানাং প্রসংখ্যানবতাং চ যা।
দগ্ধবীজত্বমাপত্তিঃ সাবস্থোক্তা হি পঞ্চমী ॥৯

যোগিনাং প্রসংখ্যানবতাং কর্ম্মাশয়শূন্যানাং ক্লেশপ্রসুপ্তিঃ দগ্ধবীজতাপত্তিঃ। যথা দগ্ধং বীজম্ অপ্রসবধর্ম্ম তথা স্থিতা অপি ক্লেশা যদা ক্লেশসন্তানস্য হেতবো ন ভবন্তি তদা সা ক্লেশাবস্থা দগ্ধবীজকল্পা ইত্যুচ্যতে। সা চ পঞ্চমী ক্লেশাবস্থেতি বক্তব্যা ॥৯

বিবেকখ্যাতিযুক্ত সুতরাং কর্ম্মসংস্কারহীন যোগীদের পক্ষে ক্লেশের প্রসুপ্তি দগ্ধ-বীজ-ভাব। তাহাকে পঞ্চম ক্লেশাবস্থা বলা যায়। বীজকে যেমন ভাজিলে তাহা বীজের মত থাকে, কিন্তু তাহা হইতে আর প্ররোহ হয় না, সেইরূপ বিবেকখ্যাতিকালে বুদ্ধি বর্ত্তমানা থাকাতে অবিদ্যাদি থাকে বটে, কিন্তু তখন চিত্তে সদাই বিবেকপ্রত্যয় বা পরাবিদ্যা বর্ত্তমান থাকাতে অবিদ্যাপ্রত্যয় আর উঠিতে পারে না। তাহাই ক্লেশের দগ্ধবীজ অবস্থা। ৯

ক্ষীণাশ্চ কর্ম্মযোগেন ক্লেশাস্তনব ঈরিতাঃ।
যোগাঙ্গাভ্যাসিনাং সা হি ক্লেশাবস্থা প্রকীর্ত্তিতা ॥১০

ক্রিয়াযোগেন ক্ষীণাঃ ক্লেশাস্তনবো ভবন্তি। যোগাঙ্গাভ্যাসিষু ক্লেশস্য তন্ববস্থা ॥১০

যদা বিচ্ছিদ্য বিচ্ছিদ্য হ্যভিভোগাদিকারণাৎ।
ক্লেশা উত্তিষ্ঠন্তি সাঽবস্থা বিচ্ছিন্নেতি প্রকল্পিতা ॥১১

অতিভোগাৎ আলম্বনাভাবাদ্বা অভিভূতাঃ ক্লেশা যদা বিচ্ছিদ্য বিচ্ছিদ্য উত্তিষ্ঠন্তি তদা সা অবস্থা বিচ্ছিন্নেতি প্রকল্পিতা। যথা রাগকালে দ্বেষঃ বিচ্ছিন্নাবস্থঃ ॥১১

ক্রিয়াযোগের দ্বারা ক্লেশ সকল ক্ষীণ হইলে সেই অবস্থাকে তনু অবস্থা বলে। যোগাঙ্গাভ্যাসীদের এইরূপ তনু ক্লেশাবস্থা। ১০

অতিভোগ আদি কারণে যখন ক্লেশবৃত্তি কিছুকাল নিবৃত্ত থাকিয়া আবার উঠে, তখন তাহাকে বিচ্ছিন্ন অবস্থা বলা যায়। যেমন পেটুকের লোভ অতিভোজনের পর নিবৃত্ত হয়, কিন্তু কিছু পরে আবার উঠে। এইরূপ ভেঙ্গে ভেঙ্গে ক্লেশবৃত্তি উঠার নাম বিচ্ছিন্ন অবস্থা। ১১

বিষয়ে লব্ধবৃত্তিশ্চ ক্লেশাবস্থা মতোদারা ॥১২

রাগকালে রাগ উদারাবস্থঃ ইত্যর্থঃ ॥১২

বিষয়ে যখন ক্লেশের বৃত্তি উদিত থাকে, তখন তাহাকে উদার অবস্থা বলা যায়। যেমন রাগকালে রাগ উদার ॥ ১২

৫ সূ০। অনিত্যাহশুচিদুঃখানাত্মসু নিত্যশুচিসুখাত্মখ্যাতিরবিদ্যা।

অনিত্যাদিতে নিত্যাদি ভাব অবিদ্যা। ৫ সূঃ

অনিত্যাশুচিদুঃখেষু তথান্যত্মসু বস্তুষু।
নিত্য-পূত-সুখাত্মত্বধীরবিদ্যা প্রকীর্ত্তিতা ॥১৩

অনিত্যেষু বস্তুষু নিত্যধীঃ,অশুচিষু শুচিধীঃ, দুঃখেষু সুখধীঃ, অনাত্মসু চ আত্মত্বধীরিত্যেবং বিপরীতং জ্ঞানমবিদ্যা ॥১৩

অনিত্য বস্তুতে নিত্যখ্যাতি, অশুচিতে শুচিখ্যাতি, দুঃখে সুখখ্যাতি এবং অনাত্মে আত্মখ্যাতি এইরূপ বিপর্য্যয় জ্ঞান অবিদ্যা। ১৩

তে চাস্মিতাদয়স্তস্যা-শ্চতুর্ভেদা বিপর্য্যয়াঃ।
লক্ষণেষু চতুর্ষ্বেব ব্যুৎক্রমেণ সমন্বিতাঃ ॥১৪

তে অস্মিতাদয়ো বিপর্য্যয়স্য চত্বারঃ ভেদাঃ তস্যা অবিদ্যায়াঃ চতুর্ষু লক্ষণেষু ব্যুৎক্রমেণ বিপরীতক্রমেণ সমন্বিতা যুক্তাঃ। তত্র অস্মিতয়া অনাত্মনি আত্মধীঃ, রাগেণ অশুচৌ পুত্রকলত্রাদৌ শুচিধীঃ, দ্বেষেণ দ্বেষজনিতে তাপে সুখধীঃ, অভিনিবেশেন অনিত্যে দেহাদৌ নিত্যধীঃ ॥১৪

অস্মিতাদি যে চারি বিপর্য্যয় জ্ঞান তাহারা অবিদ্যার উক্ত চারি লক্ষণে বিপরীত ক্রমে সমন্বিত আছে। অর্থাৎ অস্মিতার দ্বারা অনাত্মে আত্মজ্ঞান, রাগের দ্বারা অশুচি পুত্রকলত্রাদির শরীরে এবং অন্যত্র শুচিখ্যাতি, দ্বেষের দ্বারা দ্বেষজনিত তাপে সুখখ্যাতি, অভিনিবেশের দ্বারা অনিত্য দেহাদিতে নিত্যতাখ্যাতি হয়। ১৪

বিষয়েষু হ্যনিত্যেষু দুঃখপ্রদেষু সর্ব্বদা।
অশুচৌ পুত্রদেহাদৌ স্বশরীরে হ্যনাত্মনি।
জ্ঞেয়া বিপর্য্যয়ং জ্ঞানম্ অবিদ্যা বস্তুরূপিণী ॥১৫

অবিদ্যায়াঃ সোদাহরণং বিবরণং বিষয়েষিত্যাদৌ। অবিদ্যা ন অবস্তু জ্ঞানত্বাৎ। ন হি চিত্তবৃত্তিরবস্তু। যথোক্তং "যথা নামিত্রো মিত্রাভাবো ন মিত্রমাত্রং কিন্তু তদ্বিরুদ্ধঃ সপত্ন ইতি, এবমবিদ্যা ন প্রমাণং ন প্রমাণাভাবঃ কিন্তু বিদ্যাবিপরীতং জ্ঞানান্তরমবিদ্যা" ইতি ॥১৫

অনিত্য ও দুঃখপ্রদ যে বিষয়, তাহাতে নিত্যতা ও সুখতা-খ্যাতি, অশুচি পুত্রদেহাদিতে শুচিতাখ্যাতি, এবং অনাত্ম স্বদেহাদিতে আত্ম-খ্যাতিই অবিদ্যা।

অবিদ্যা বস্তুস্বরূপ অর্থাৎ জ্ঞানবিশেষ। যেমন অমিত্র বলিলে শত্রু বুঝায়, সেইরূপ অবিদ্যা বলিলে বিদ্যার বিপরীত মিথ্যা জ্ঞান বুঝায়। মিথ্যাজ্ঞান চিত্তবৃত্তি বলিয়া অবস্তু নহে।১৫

৬ সূ০। দৃগ্দর্শনশক্ত্যোরেকাত্মতেবাস্মিতা।

দৃক্‌শক্তি বা বিজ্ঞাতা এবং দর্শনশক্তি বা বুদ্ধি (অর্থাৎ করণ), ইহাদের যে একাত্মতাখ্যাতি তাহা অস্মিতা। ৬ সূঃ

একস্বরূপতাখ্যাতিঃ আত্মবুদ্ধ্যোর্ম্মতাঽস্মিতা।
করণেবাত্মতাখ্যাতিঃ দ্রষ্টৃশ্রোত্রাদিকারণম্। ১৬

আত্মনো বুদ্ধেশ্চ একতাখ্যাতিরূপঃ প্রত্যয়ঃ অস্মিতা। সা চ অহং দ্রষ্টেতি অহং শ্রোতেত্যাদি করণেষ্বাত্মতাখ্যাতিরূপস্য বিপর্য্যস্তপ্রত্যয়স্য কারণম্, তাদৃশা বিপর্য্যস্তপ্রত্যয়া এব অস্মিতাভোগা ইত্যর্থঃ॥১৬

আত্মা ও বুদ্ধির একস্বরূপতা-জ্ঞানই অস্মিতা। তাহা করণের সহিত বিজ্ঞাতার একাত্মতা-খ্যাতি। তদ্দ্বারা আমি দ্রষ্টা, আমি শ্রোতা, এইরূপ দর্শন-শ্রবণাদি শক্তির সহিত একাত্মকত্ব প্রত্যয় হয়। ১৬

---

৭ সূ০। সুখানুশয়ী রাগঃ।

সুখের সংস্কার হইতে যে বিষয়ের সুখকরত্ব জ্ঞানপূর্ব্বক তদভিমুখে প্রবৃত্তি হইতে থাকে, তাহার নাম রাগ। ৭ সূঃ

অনুভূতসুখস্যৈব সুখস্মরণপূর্ব্বিকা।
গর্দ্ধো লোভশ্চ তৃষ্ণেতি রাগোঽবস্থা হি চেতসঃ॥১৭

সুখানুভবাৎ সুখস্মৃতিঃ তৎপূর্ব্বিকা চেতসঃ অবস্থা রাগঃ। স চ রাগঃ গর্দ্ধঃ লোভঃ তৃষ্ণা চেতি ত্রিরূপঃ॥১৭

সুখ অনুভূত হইলে সেই সুখের স্মরণপূর্ব্বক যে বিষয়াভিমুখে গর্দ্ধ, লোভ ও তৃষ্ণা হয় সেই চিত্তাবস্থার নাম রাগ। ১৭

গর্দ্ধ ইন্দ্রিয়লৌল্যং স্যাদ্-অভাবানুভবঃ সদা।
তৃষ্ণা চ সুখভোগ্যানাং লোভো জ্ঞেয়স্তথাঽর্থিতা॥১৮

গর্দ্ধঃ ইন্দ্রিয়াণামবশানাং লৌল্যং বিষয়েষু লোলীভাবঃ। তৃষ্ণা চ সুখানাং ভোগ্যানাং সদা অভাবানুভবঃ যথা পিপাসার্ত্তস্য পানীয়াভাবানুভবঃ। লোভশ্চ অর্থিতা বিষয়স্পৃহা। নিঃসঙ্গস্য পুংস ইন্দ্রিয়ৈঃ সহ সঙ্গপ্রত্যয়জননাৎ রাগো বিপর্য্যয়বৃত্তিভেদঃ॥১৮

গর্দ্ধ ইন্দ্রিয়ের লৌল্য বা বিষয়াভিমুখে চাঞ্চল্য। সর্ব্বদা সুখকর ভোগ্য বিষয়ের অভাব অনুভব করিতে থাকা তৃষ্ণা। অর্থিতার নাম লোভ।১৮

৮ সূ০। দুঃখানুশয়ী দ্বেষঃ।

দুঃখের সংস্কার হইতে দুঃখের অনুস্মৃতি-পূর্ব্বক বিষয়ের দুঃখকরত্ব জানিয়া তদ্বিষয়ে যে প্রতিকূল ভাব হয় তাহা দ্বেষ। ৮ সূঃ

দুঃখাভিজ্ঞস্য চাবস্থা তস্য চানুস্মৃতের্ভবা।
জিঘাংসা প্রতিঘো মন্যুঃ ক্রোধো দ্বেষ ইতীরিতঃ॥১৯

দুঃখানুভবাৎ দুঃখবাসনা, ততঃ তদনুস্মৃতের্জাতা চিত্তাবস্থা দ্বেষঃ। স চ জিঘাংসা প্রতিঘো মন্যুঃ ক্রোধশ্চেতি চতুর্ব্বিধঃ। রাগবৎ সোঽপি বিপর্য্যয়ভেদঃ স্যাৎ। জিঘাংসা হন্তুমিচ্ছা। প্রতিহন্তুমুদ্বেজয়তীতি প্রতিঘঃ। মন্যুর্ম্মানসঃ ক্রোধঃ॥১৯

দুঃখানুভব হইতে যে দুঃখবাসনা হয়, তাহার স্মরণজাত চিত্তাবস্থা দ্বেষ। তাহা জিঘাংসা (হননেচ্ছা), প্রতিঘ (প্রতিঘাতের ইচ্ছা অথবা বাধা পাওয়ার ভাব), মন্যু (মানসিক বিদ্বেষ) এবং ক্রোধ এই চারি প্রকার।১৯

৯ সূ০। স্বরসবাহী বিদুষোঽপি তথারূঢ়োঽভিনিবেশঃ।

সাধারণ জ্ঞানী ব্যক্তিদেরও যে স্বতঃপ্রবাহী প্রসিদ্ধ মরণভয়রূপ বিপর্য্যয় জ্ঞান দেখা যায় তাহাই অভিনিবেশ। ৯ সূঃ

আত্মভাবপ্রণাশস্য শঙ্কয়া জনিতং ভয়ম্।
ক্লেশো যোঽভিনিবেশঃ স্যাৎ প্রবহেদ্ বাসনাবশাৎ।
অযোগিবিদুষশ্চৈব প্রসিদ্ধোঽবিদুষোঽপি সঃ ॥২০

আত্মভাবপ্রণাশস্য শঙ্কয়া জনিতং, মা নভূবং ভূয়াসমিত্যাশিষঃ বিপর্য্যয়সম্ভবে ইত্যর্থঃ, বাসনাবশাৎ স্বতঃপ্রবাহি, ভয়ং ত্রাসঃ, প্রাধান্যাৎ মরণত্রাসঃ, অভিনিবেশঃ ক্লেশঃ। অযোগিনঃ বিদুষঃ ন সম্প্রজ্ঞাতবতঃ বিদুষ ইত্যর্থঃ, তথা অবিদুষোঽপি যঃ ক্লেশঃ প্রসিদ্ধো রূঢ়ঃ। অমরস্য পুংসঃ মরতাখ্যাতিরত্র বিপর্য্যয়ঃ ॥২০

আত্মভাব নাশের শঙ্কা জনিত যে ভয়, যাহা বাসনাবশে উদিত থাকে তাহাই অভিনিবেশ নামক ক্লেশ। সেই প্রসিদ্ধ ক্লেশ অযোগী বিদ্বান্ ব্যক্তি এবং অবিদ্বান্ ব্যক্তি সমস্তেতেই দেখা যায়। সম্প্রজ্ঞাত যোগের দ্বারা যাঁহারা বিবেকসাক্ষাৎকার করিয়াছেন, তাঁহাদের অবশ্য এই ক্লেশরূপ অজ্ঞান থাকে না। কারণ, তাঁহাদের চিত্ত সর্ব্বদাই জ্ঞানে সমাপন্ন। কিন্তু তখন ক্লেশ সকলের দগ্ধবীজ অবস্থা হয়, তাহাতে আর ক্লিষ্ট প্রত্যয় উঠার সম্ভাবনা থাকে না। শ্রবণ ও মনন বা অনুমানের দ্বারা মাত্র যাহারা আত্মা ও দেহের ভেদ বুঝিয়াছেন, তাদৃশ জ্ঞানীর এবং অজ্ঞানীর এই ক্লেশ থাকে। ২০

১০ সূ০। তে প্রতিপ্রসবহেয়াঃ সূক্ষ্মাঃ।

সেই ক্লেশ সকল প্রতিপ্রসব বা চিত্তের প্রলয়ের দ্বারা হেয় বা ত্যাজ্য। ১০ সূঃ

তে দগ্ধবীজকল্পাঃ স্যুঃ সূক্ষ্মাঃ ক্লেশাশ্চ চিত্তস্য।
বিবেকচরিতার্থস্য প্রতিসর্গেণ হাতব্যাঃ ॥২১

তে অবিদ্যাদয়ঃ ক্লেশা দগ্ধবীজকল্পাঃ সূক্ষ্মা ইতি স্যুঃ। সূক্ষ্মাঃ ক্লেশাঃ চিত্তস্য প্রতিসর্গেণ প্রতিলোমপরিণামেণ প্রলয়েন ইত্যর্থঃ হাতব্যাঃ। বিবেকেন চরিতো ভোগাপবর্গরূপোঽর্থো যেন চিত্তেন, তদেব চিত্তং প্রলীয়তে। বিবেকেঽপি বুদ্ধেঃ সদ্ভাবাৎ তদা ক্লেশানাং সূক্ষ্মাবস্থা ॥২১

সেই ক্লেশসকল দগ্ধবীজের মত হইলে (বিবেকের দ্বারা), তাহাদিগকে সূক্ষ্ম বলা যায়। সেই অবস্থায় 'অবস্থিত ক্লেশসকল, বিবেকের দ্বারা চরিতার্থ চিত্তের প্রলয়ের দ্বারা ত্যাজ্য। চিত্তের দুই কার্য্য—ভোগ এবং অপবর্গ বা বিবেক; সুতরাং বিবেকখ্যাতি হইলে চিত্তের অর্থ চরিত হয়। তখন চিত্তের প্রলয় ব্যতীত অন্য কিছু অবশিষ্ট কার্য্য থাকে না। ২১

---

১১ সূ°। ধ্যানহেয়াস্তদ্বৃত্তয়ঃ।

ক্লেশের স্থূল বৃত্তি সকল বিবেক-ধ্যানের দ্বারা হাতব্য।১১ সূঃ

১১ প্রসংখ্যানেন হাতব্যা ধ্যানেন বৃত্তয়ঃ স্থূলাঃ।
যাবৎ সূক্ষ্মীকৃতা দগ্ধ-বীজকল্পাঃ প্রজায়েরন্ ॥২২

ক্লেশানাং স্থূলা বৃত্তয়ঃ যাঃ ক্লেশসন্ততিং জনয়ন্তি তাঃ প্রসংখ্যানেন ধ্যানেন বিবেকখ্যাত্যা, হাতব্যাঃ, যাবৎ সূক্ষ্মীভূতা দগ্ধবীজকল্পাঃ প্রজায়েরন্ ॥২২

ক্লেশের স্থূল বৃত্তি সকল প্রসংখ্যান বা বিবেকখ্যাতিরূপ ধ্যানের দ্বারা হাতব্য; যত দিনে না তাহা সূক্ষ্মীভূত বা দগ্ধবীজকল্প হয়। ২২

১২ সূ০। ক্লেশমূলঃ কর্ম্মাশয়ো দৃষ্টাদৃষ্টজন্ম-
বেদনীয়ঃ।

ক্লেশপূর্ব্বক আচরিত কর্ম্মের সংস্কারই কর্ম্মাশয়। তাহা দৃষ্ট এবং অদৃষ্ট জন্মে বেদনীয় অর্থাৎ ইহজন্মে বা পরজন্মে তাহা ফলীভূত হয়। ১২ সূঃ

১২ সর্ব্বা চেষ্টা ভবেৎ কর্ম্ম হৃষীকাণাঞ্চ চিত্তস্য।
কর্ম্মাশয়স্তু সংস্কারো যোঽনুভূতের্ভবস্তুস্যাঃ ॥২৩

ইন্দ্রিয়াণাং চিত্তস্য চ স্বেচ্ছাধীনা চেষ্টা কর্ম্ম পুরুষকাররূপম্। যদ্-বয়ং কর্ত্তুং ন বা কর্ত্তুং শক্নুবাম তৎ কর্ম্ম পুরুষকাররূপং মুখ্যমুৎকর্ষাব-কর্ষকরম্। যদা অবশৈরস্মাভিশ্চেষ্টতে তদা তৎ কর্ম্ম-পূর্ব্বপূর্ব্বকর্ম্মা-ধীনত্বান্ন উৎকর্ষাবকর্ষকরং কিন্তু সদৃশচেষ্টাসন্তানকরমেব। তদেতস্য দ্বিবিধস্য কর্ম্মণঃ অনুভবসঞ্জাতঃ সংস্কারঃ কর্ম্মাশয় ইত্যুচ্যতে ॥২৩

ইন্দ্রিয় ও চিত্তের সমস্ত চেষ্টাই কর্ম্ম। তাহার অনুভবজাত যে সংস্কার তাহাই কর্ম্মাশয়। স্বেচ্ছামূলক কর্ম্মের নাম পুরুষকার। ২৩

কর্ম্মণাং ক্লেশপূর্ব্বাণাং দৃষ্টেঽদৃষ্টে চ বাশয়াঃ।
জন্মন্যেব বিপচ্যেরন্ বেদনীয়াস্ততস্ততঃ ॥২৪

ক্লেশপূর্ব্বানাং ক্লেশাধিকৃতানাং ন বিদ্যাধিকৃতানামিত্যর্থঃ কর্ম্মণাম্ আশয়া দৃষ্টে জন্মনি অদৃষ্টে বা জন্মনি বিপচ্যেরন্। তস্মাৎতে আশয়াঃ ততস্ততঃ দৃষ্টেঽদৃষ্টে বা জন্মনি বেদনীয়া ভবন্তি। প্রসংখ্যানবতাং কর্ম্মাশয়া নোৎপদ্যন্তে তস্মাৎ নাস্তি তেষাং কর্ম্মবিপাকঃ ॥২৪

অবিদ্যাদিপূর্ব্বক আচরিত কর্ম্মের আশয় বা সংস্কার এই দৃষ্ট জন্মে বা অন্য অদৃষ্ট জন্মে বিপাক প্রাপ্ত হয়। অতএব সেই সেই জন্মে অর্থাৎ দৃষ্ট ও অদৃষ্ট জন্মে কর্ম্মাশয় বেদনীয় অর্থাৎ কর্ম্মের ফল অনুভবনীয়। ২৪

১৩ সূ০। সতি মূলে তদ্বিপাকো জাত্যায়ুর্ভোগাঃ।

ক্লেশ সকল মূলে থাকিলে কর্ম্মাশয়ের জাতি আয়ু এবং ভোগ-রূপ বিপাক বা ফল হয়। ১৩ সূঃ

১১ দেহো জাতিস্তথায়ুশ্চ ভোগো দুঃখসুখাত্মকঃ।
ক্লিষ্টকর্ম্মাশয়ানাঞ্চ ত্রিবিপাকা মতা অমী ॥২৫

কর্ম্মাশয়স্থ বিপাকানাহ। দেহরূপা জাতিঃ, তথা চ আয়ুর্দ্দেহ-স্থতিকালঃ, তথা দুঃখসুখরূপভোগ ইত্যমী ক্লেশমূলানাং কর্ম্মাশয়ানাং ত্রয়ো বিপাকাঃ ॥২৫

জাতি বা দেহ, দেহের অবস্থান কাল আয়ু, এবং সুখ ও দুঃখ-স্বরূপ ভোগ, এই তিনটি ক্লিষ্ট কর্ম্মাশয় সকলের বিপাক। যাঁহাদের চিত্তে সর্ব্বদাই বিবেক-স্মৃতি বিরাজমান, সেই প্রসংখ্যানশালী যোগীদের কর্ম্মস্মৃতি উঠার অবকাশ নাই সুতরাং তাঁহাদের কর্ম্ম-বিপাকও নাই। আর বিদ্যাপূর্ব্বক নির্ম্মাণ-চিত্তের দ্বারা আচরিত (অর্থাৎ যোগীদের) কর্ম্মেরও আশয় নাই, সুতরাং তাঁহাদের কর্ম্মের বিপাক হয় না। তাহারা ইচ্ছা মাত্রেই চিত্তকে লীন করিতে পারেন। অতএব ক্লেশপূর্ব্বক বা অবিদ্যাদি-অজ্ঞানবশে যে কর্ম্ম আচরিত হয় তাহারই তিন বিপাক। ২৫

১৪ সূ০। তে হ্লাদপরিতাপফলাঃ পুণ্যাপুণ্যহেতুত্বাৎ।

কর্ম্মাশয় দ্বিবিধ, পুণ্য এবং অপুণ্য। পুণ্যের ফল সুখ, আর অপুণ্যের ফল দুঃখ। ১৪ সূঃ

১৪ পুণ্যকর্ম্মাশয়াৎ সৌখ্যম্ অপুণ্যাদ্দুঃখবেদনা।
পুণ্যং ধৃতিঃ ক্ষমাগুণশ্চ তস্মাদপুণ্যং বিরুদ্ধকম্ ॥২৬

কর্ম্মসু যৎ পুণ্যং কর্ম্ম তস্মাশয়াৎ সুখং তথা অপুণ্যকর্ম্মাশয়াদ্‌-দুঃখং বেদনম্‌। ধৃতিঃ ক্ষমা দমোঽস্তেয়ং শৌচমহিংসা ইত্যাদ্যং কর্ম্ম পুণ্যং, তদ্বিপরীতমপুণ্যম্‌ ॥২৬

পুণ্য কর্ম্মাশয় হইতে সুখ-বেদনা হয়, আর অপুণ্য হইতে দুঃখ-বেদনা হয়। ধৃতি, ক্ষমা, দম, অস্তেয়, শৌচ, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, ধী, বিদ্যা, সত্য, অহিংসা এবং অক্রোধ; এইগুলি পুণ্য কর্ম্ম; আর ইহাদের বিরোধী কর্ম্ম সকল অপুণ্য কর্ম্ম। ২৬

১৫ সূ০। পরিণামতাপ-সংস্কারদুঃখৈর্গুণবৃত্তিবিরোধাচ্চ দুঃখমেব সর্ব্বং বিবেকিনঃ।

পরিণাম-দুঃখ, তাপদুঃখ ও সংস্কারদুঃখ এবং সুখ, দুঃখ ও মোহ-রূপ গুণবৃত্তির অনুক্রমে আবর্ত্তন হয় বলিয়া, বিবেকীদের নিকট সমস্তই দুঃখ। ১৫ সূঃ

হেয়ঞ্চ হেয়হেতুশ্চ হানঞ্চ পারমার্থিকম্‌।
হানোপায় ইতি ব্যূহাঃ সম্যক্‌ স্যাৎ তত্ত্বদর্শনম্‌ ॥২৭

ক্লেশান্‌ ব্যাকৃত্য ক্লেশপ্রহাণোপায়ং ব্যাচিখ্যাসুঃ পারমার্থিকং চতুর্ব্যূহং ব্যাকরোতি। হেয়ং হেয়হেতুঃ পারমার্থিকং হানম্‌ একান্ততোঽত্যন্ততো দুঃখহানমিত্যর্থঃ, তথা হানোপায় ইতি চত্বারো ব্যূহা মোক্ষশাস্ত্রস্য। রোগো রোগহেতুরারোগ্যং ভৈষজ্যমিতি চত্বারো যথা চিকিৎসাশাস্ত্রস্য ব্যূহাস্তদ্বৎ। তেষাঞ্চ বিজ্ঞানং সম্যক্‌ তত্ত্বদর্শনম্‌ ॥২৭

ক্লেশ সকল বলিয়া অধুনা পারমার্থিক চতুর্ব্যূহ বলিতেছেন। হেয়, হেয়হেতু, পারমার্থিক (অর্থাৎ একান্ততঃ ও অত্যন্ততঃ) হান এবং হানের উপায়, এই ব্যূহচতুষ্টয় সম্যক্‌ তত্ত্বদর্শন। ২৭

রাগে দুঃখং পরিণামাৎ দ্বেষে তাপোঽনুভূয়তে।
সংস্কারে ভাবিদুঃখঞ্চ জননাদ্বেষরাগয়োঃ ॥
সুখাদিগুণবৃত্তীনাং চ বিরুদ্ধস্বভাবতঃ।
অবশ্যম্ভাবি দুঃখন্তৎ দুঃখং সর্ব্বং বিবেকিনাম্ ॥২৮

তত্র হেয়ং তাবন্নিরূপয়িতুমারভতে। রাগে সতি স্বচিত্তস্য চ বিষয়স্য চ পরিণামাৎ দুঃখমুপতিষ্ঠতে। প্রিয়স্যাপ্রাপ্তিরপ্রিয়স্য চ প্রাপ্তিরেব দুঃখকারণম্। স্বচিত্তস্য পরিণামাৎ অপ্রিয়ো ভবতি সুখদোঽপি বিষয়ঃ। বিষয়স্য চ পরিণামাৎ প্রিয়বিয়োগজং দুঃখম্। অতঃ সুখানুশয়ী অপি রাগো দুঃখায় ভবেৎ। দ্বেষে তাপদুঃখম্ অনুভূয়মানং ভবতি। রাগ-দ্বেষয়োঃ সংস্কারাৎ পুনঃ রাগদ্বেষোৎপাদস্ততো ভাবিদুঃখং দুঃখসন্ততি-রিত্যর্থঃ। এবং বিষয়স্য পরিণামতাপসংস্কারদুঃখত্বম্। দৃশ্যস্বাভাব্য-মেব দুঃখং যতঃ সুখদুঃখমোহরূপাণাং গুণবৃত্তীনাম্ অভিভাব্যাভিভা-বকস্বভাবাৎ দুঃখমবশ্যম্ভাবি। তৎ তস্মাৎ বিবেকিনাং সর্ব্বমেব দুঃখম্। ভোগসুখমপি তান্ দুঃখয়তি ॥২৮

পারমার্থিক চতুর্ব্যূহের মধ্যে প্রথমে হেয় বা ত্যাজ্য কি, তাহা নিরূপিত হইতেছে। রাগকালে সুখ হয় বটে, কিন্তু পরিণামে তাহা হইতে দুঃখ হয়। দ্বেষে সাক্ষাৎ তাপদুঃখ অনুভূত হয়। আর রাগ ও দ্বেষের সংস্কার হইতে পুনশ্চ রাগ দ্বেষ উৎপন্ন হইয়া দুঃখ প্রদান করে।

পরন্তু সুখ, দুঃখ ও মোহ-রূপ গুণ-বৃত্তি সকল স্বভাবত লয়ো-দয়শীল বা আবর্ত্তনকারী, সুতরাং কোন সময়ে সুখ হইলে, তৎপরে দুঃখ বা মোহ হইবেই হইবে। এইরূপে বিবেকী পুরুষগণের নিকট সমস্তই দুঃখকর। ২৮

১৬ সূ০। হেয়ং দুঃখমনাগতম্।

তাদৃশ অনাগত দুঃখই হেয়। ২৬ সূঃ

১৮ অক্ষিপাত্রমিব স্বান্তং প্রজ্ঞয়া কোমলং যতঃ।
যোগিনাঞ্চ ততস্তেষাং হেয়ং দুঃখমনাগতম্ ॥২৯

যোগিনাং বিবেকিনাং স্বান্তম্ অক্ষিপাত্রমিব প্রজ্ঞয়া কোমলং তত অনাগতমপি দুঃখং তান্ ক্লিশ্নাতি যথা লূতাতন্তুঃ সূক্ষ্মোঽপি অক্ষিপাত্রং ক্লিশ্নাতি তদ্বৎ। অতএব হেয়ং দুঃখমনাগতম্ ইতি নিরূপিতং হেয়ম্ ॥২৯

যোগিদের চিত্ত প্রজ্ঞার দ্বারা চক্ষুর মত কোমল, তজ্জন্য উপরোক্ত কারণে সমস্ত অনাগত দুঃখ তাঁহাদের দুঃখকর হয় বলিয়া, তাহার ত্যাগের বিধান করিতে তাঁহারা উদ্যত হন। চক্ষুতে যেমন লূতা-তন্তুর স্পর্শও অসহ্য হয়, সেইরূপ প্রজ্ঞাবান্ যোগীদের পূর্ব্বোক্ত কারণে অনাগত দুঃখও হেয় হয়। ২৯

---

১৭ সূ০। দ্রষ্টৃদৃশ্যয়োঃ সংযোগো হেয়হেতুঃ।

দ্রষ্টার এবং দৃশ্যের সংযোগই হেয়হেতুঃ ॥ ১৭ সূঃ

১৭ দুঃখাধারস্য দৃশ্যস্য দ্রষ্ট্রা সংবেদনং ভবেৎ।
দুঃখস্য কারণং তস্মাৎ সংযোগো দ্রষ্টৃদৃশ্যয়োঃ ॥৩০

দৃশ্যং চিত্তং দুঃখাধারং তচ্চ দ্রষ্ট্রা সংবেদ্যতে ততো দুঃখী অহমিতি সংবেদনং ভবতি। দ্রষ্টৃদৃশ্যয়োঃ সংযোগমন্তরেণ ন দুঃখসংবেদনং জায়েত, তস্মাদ্ দ্রষ্টৃ দৃশ্যয়োঃ সংযোগঃ হেয়স্য দুঃখস্য হেতুরিতি নিরূপিতঃ হেয়হেতুঃ ॥৩০

দৃশ্য দুঃখাধার। দ্রষ্টার দ্বারা দৃশ্যের সংবেদন হইলে দুঃখ-

সংবেদন (আমি দুঃখী, এইরূপ বোধ) হয়। সংবেদন দ্রষ্টা ও দৃশ্যের সংযোগ-বিশেষ; অতএব দ্রষ্টা এবং দৃশ্যের সংযোগ হইতেই দুঃখ হয়, অর্থাৎ তাহাই হেয়হেতু।৩০

১৮ সূ০ : প্রকাশক্রিয়াস্থিতিশীলং ভূতেন্দ্রিয়াত্মকং
ভোগাপবর্গার্থং দৃশ্যম্।

দৃশ্য প্রকাশ, ক্রিয়া এবং স্থিতি, এই ত্রিস্বভাব; আর তাহা ভূত রূপে ও ইন্দ্রিয়-রূপে অবস্থিত এবং ভোগ ও অপবর্গের সাধক। ১৮ সূঃ

রজঃসত্ত্বতমোরূপং যদ্-গ্রাহ্যগ্রহণাত্মকম্।
দ্রষ্টুর্ভোগাপবর্গৌ চ তদ্দৃশ্যং যৎ প্রসাধয়েৎ ॥৩১

দৃশ্যং বিবৃণোতি। সত্ত্বরজস্তমোরূপং যদ্ বিষয়করণরূপং ভূতেন্দ্রিয়াত্মকমিত্যর্থঃ বস্তু দ্রষ্টুর্ভোগাপবর্গৌ সাধয়েৎ তদ্দৃশ্যম্ ॥৩১

যাহা সত্ত্ব, রজঃ ও তম-স্বরূপ এবং যাহা গ্রাহ্য ও গ্রহণ-রূপে অবস্থিত, আর যাহা দ্রষ্টার ভোগ ও অপবর্গ সাধন করে, তাহাই দৃশ্য। ৩১

বোধমাত্রঃ প্রকাশঃ স্যাদ্-অবস্থান্তরতা ক্রিয়া।
শক্তিভাবঃ স্থিতিঃ শীলং সত্ত্বাদীনাং যথাক্রমম্ ॥৩২

সর্ব্বজ্ঞানেষু যো বোধাংশঃ স প্রকাশো নাম। অবস্থান্তরভাবঃ ক্রিয়া। শক্তিভাবঃ ক্রিয়ায়াঃ পূর্ব্বাবস্থা স্থিতিঃ। ইত্যেতাঃ প্রকাশ-ক্রিয়াস্থিতয়ঃ যেষাং যথাক্রমং শীলং স্বভাবঃ তে সত্ত্বাদয়ঃ গুণাঃ। তত্র প্রকাশশীলং সত্ত্বং ক্রিয়াশীলং রজঃ স্থিতিশীলঞ্চ তম ইতি ॥৩২

সর্ব্বপ্রকার বোধ বা জানাই প্রকাশ; সেই প্রকাশ যাহার শীল বা স্বভাব, তাহা সত্ত্ব। ক্রিয়া অর্থে অবস্থান্তরতা; তাদৃশ ক্রিয়া-

শীল ভাব রজঃ। স্থিতি শক্তিভাব, অর্থাৎ ক্রিয়ার পূর্ব্ব বা পর অলক্ষ্য অবস্থা, স্থিতিভাব তম ॥ ৩২

শক্তেঃ ক্রিয়া ততো বোধঃ পুনর্বোধস্য শক্তিতা।
এতাবন্মাত্রলাভাচ্চ দৃশ্যে দৃশ্যং তদাত্মকম্ ॥৩৩

গ্রাহ্যগ্রহণাত্মশক্তিতঃ ক্রিয়া, ক্রিয়াতঃ বোধঃ, বোধস্য চ পুনঃ শক্তিতা সংস্কাররূপতাপত্তিঃ। গ্রাহ্যগ্রহণাত্মকেষু সর্ব্বেষু দৃশ্যেষু এতাবন্মাত্রলাভাদ্ দৃশ্যং সত্ত্বরজস্তমঃস্বরূপমিত্যবধারিতং দৃশ্যস্বরূপম্ ॥৩৩

শক্তি হইতে ক্রিয়া, ক্রিয়া হইতে বোধ, বোধের পুনঃ শক্তিত্বপ্রাপ্তি, এইরূপে শক্তি, ক্রিয়া ও বোধ, এই তিন প্রকার ভাব মাত্র দৃশ্য পদার্থে পাওয়া যায়। অতএব দৃশ্য তদাত্মক অর্থৎ সত্ত্ব, রজ ও তম, এই গুণত্রয়াত্মক। উদাহরণ যথা—শব্দ এক প্রকার ক্রিয়া; সেই ক্রিয়া কোন শক্তি হইতে হয়; আর শব্দরূপ ক্রিয়া হইলে, তাহার শব্দজ্ঞান নামক বোধ হয়। স্পর্শাদি সম্বন্ধেও তদ্রূপ। অতএব শব্দস্পর্শাদিলক্ষণ গ্রাহ্য ত্রিগুণাত্মক হইল। গ্রহণসকলও ত্রিগুণাত্মক। জ্ঞানেন্দ্রিয়ের জ্ঞান প্রকাশশীল ভাব; জ্ঞানের শক্তি স্থিতিশীল ভাব, এবং জানন-ব্যাপার ক্রিয়াশীল ভাব। অর্থাৎ জ্ঞানশক্তির সক্রিয় অবস্থাই জ্ঞান। চিত্ত ও কর্ম্মেন্দ্রিয় সম্বন্ধেও এই নিয়ম। অতএব দৃশ্য বা সমস্ত জ্ঞেয় পদার্থে—শক্তি বা ক্রিয়ার পূর্ব্বাবস্থা, ক্রিয়া এবং বোধ, এই তিন ভাব পাওয়া যায়; তদধিক আর দৃশ্যের মূল ভাব কিছু জানিবার নাই। ৩৩

অবিবেকান্-মতো ভোগ ইষ্টানিষ্টাবধারণম্।
দ্রষ্টৃদৃশ্যবিবেকস্য হ্যপবর্গোঽবধারণম্।
দৃশ্যস্য চেষ্টিতং সর্ব্বম্ অর্থৌ তাবেব সাধয়েৎ ।৩৪

দৃশ্যকার্য্যমাহ। বুদ্ধিপুংসোরবিবেকাৎ যৎ ইষ্টানিষ্টত্বেন গুণস্বরূপাবধারণং স ভোগঃ। পুংবুদ্ধ্যোরন্যতাবধারণমপবর্গঃ। সর্ব্বং দৃশ্যস্য চেষ্টিতং তাবেব দ্বৌ অর্থৌ সাধয়েৎ নান্যৎ ॥৩৪

গুণত্রয়াত্মক দৃশ্যের চেষ্টা দ্বিবিধ—ভোগ ও অপবর্গ। তদ্ব্যতীত অন্য প্রকার দৃশ্য-কার্য্য নাই। বুদ্ধি ও পুরুষের অভেদ-খ্যাতিসহ যে ইষ্ট ও অনিষ্টভাবে বিষয়বোধ হয়, তাহাই ভোগ। আর, দ্রষ্টার ও দৃশ্যের যে বিবেক বা ভেদখ্যাতি, তাহাই বুদ্ধির অপবর্গ। ভোগ ও অপবর্গ-রূপ দুই পুরুষার্থ সাধন করাই সুতরাং দৃশ্যের ক্রিয়া হইল। ৩৪

১৯ সূ০। বিশেষাবিশেষ-লিঙ্গমাত্রালিঙ্গানি গুণপর্ব্বাণি।

বিশেষ, অবিশেষ, লিঙ্গমাত্র ও অলিঙ্গ, ইহারা ত্রিগুণের পর্ব্ব-স্বরূপ। ১৯ সূঃ

তন্মাত্রাণ্যস্মিতা ষট্ চাহবিশেষাঃ প্রকৃতের্গণাঃ।
তেষাং ভূতেন্দ্রিয়াণ্যেব বিশেষাঃ ষোড়শ স্থূলাঃ।
এতানি বুদ্ধ্যলিঙ্গে চ বিদ্যাৎ ত্রিগুণপর্ব্বাণি ॥৩৫

দৃশ্যস্য ব্যবস্থিতিমবধারয়তি। পঞ্চ তন্মাত্রাণি চ অস্মিতা চেতি ষট্ প্রকৃতয়ঃ অবিশেষাঃ। তেষাং পঞ্চভূতানি চৈকাদশেন্দ্রিয়াণীতি ষোড়শ স্থূলা বিশেষাঃ। এতানি চ বুদ্ধিশ্চ অলিঙ্গঞ্চেতি ত্রিগুণপর্ব্বাণি বিদ্যাৎ তত্ত্বান্তরস্যোপাদানং প্রকৃতিরিত্যভিধীয়তে ॥৩৫

পঞ্চ তন্মাত্র এবং অস্মিতা, এই ছয় প্রকৃতির (যাহা কিছুর কারণ, তাহাই তাহার প্রকৃতি) নাম অবিশেষ। তন্মাত্ররূপ অবিশেষের পঞ্চভূত

বিশেষ; আর অস্মিতার বিশেষ একাদশ ইন্দ্রিয়। ইহারা এবং বুদ্ধি বা লিঙ্গমাত্র এবং অলিঙ্গ অব্যক্ত, এই সকল ত্রিগুণের পর্ব্ব বলিয়া জানিবে। ৩৫

ষড়্জর্ষভ-হরিদ্রক্তা ইত্যাদি গুণভেদাশ্চ।
শব্দাদীনাং বিশেষাঃ স্যু-স্তেষাঞ্চৈব বিশেষাণাম্।
আশ্রয়া বাহ্যভাবা যে তত্ত্বতস্তানি ভূতানি ॥৩৬

ভূতানি লক্ষয়তি। ষড়্জর্ষভাদয়ঃ শীতোষ্ণাদয়ঃ হরিদ্রক্তাদয়ঃ মধুরাম্লাদয়ঃ সুগন্ধদুর্গন্ধাদয়শ্চ শব্দাদীনাং গুণানাং ভেদা বিশেষাঃ স্যুঃ। তেষাঞ্চ বিশেষাণাং গুণানামাশ্রয়া যে বাহ্যভাবা বাহ্যবস্তূনি তানি ভূততত্ত্বানি। তত্র ষড়্জর্ষভাদিবিশেষগুণবদ্-বস্তু আকাশতত্ত্বম্। শীতোষ্ণাদিগুণবদ্ বায়ুতত্ত্বমিত্যাদীনি ভূততত্ত্বলক্ষণানি তত্ত্বদৃশি গ্রাহ্যাণি। যথোক্তং "শব্দলক্ষণমাকাশং বায়ুস্তু স্পর্শলক্ষণঃ। তেজসো লক্ষণং রূপম্ আপশ্চ রসলক্ষণাঃ। ধারিণী সর্ব্বভূতানাং পৃথিবী গন্ধ-লক্ষণা" ইতি ॥৩৬

ষড়্জ, ঋষভ, হরিৎ, রক্ত, পীত, উষ্ণ, মধুর, অম্ল, সুগন্ধ, দুর্গন্ধ ইত্যাদি যে শব্দাদি গুণের নানাবিধ ভেদ আছে, তাহাদের নাম শব্দাদি গুণের বিশেষ। তাদৃশ বিশেষ গুণের আশ্রয়স্বরূপ যে বাহ্য বস্তু, তাহারাই ভূততত্ত্ব। তত্ত্ব দৃষ্টিতে কেবল শব্দাদি-লক্ষণ দ্রব্যই পঞ্চ ভূত।

যা চ সূক্ষ্মতমাবস্থা শব্দস্পর্শাদিধর্ম্মাণাম্।
ষড়্জাদয়ঃ সুখাদীনি চাস্তং যায়ূ-র্যত্র ভেদাঃ ॥
তন্মাত্রাণি চ তান্যাহু-রণুশব্দাদিরূপাণি।
কারণানি চ ভূতানাং শব্দস্পর্শাদিসংজ্ঞাশ্চ ॥৩৭

ভূতকারণং তন্মাত্রং বিবৃণোতি। শব্দস্পর্শাদিভূতগুণানাং যা

সূক্ষ্মতমা অবস্থা যত্র ষড়্জাদয়ঃ সুখদুঃখমোহাশ্চ বিশেষগুণভেদা অস্তং যায়ুঃ অবিশেষা ভূয়ুঃ ইত্যর্থঃ। বিভিন্নাঃ শব্দগুণা যত্র একাকারঃ সূক্ষ্মো ভবতি তথা স্পর্শাদয়শ্চ ভবতি, যত্র চ সুখদুঃখমোহজননগুণো নাস্তি ইত্যর্থঃ। তাদৃশ্যঃ পঞ্চ ভূতাবস্থাঃ তন্মাত্রাণি। তন্মাত্রাণি চ শব্দাদিগুণানাম্ অণবঃ পরমসূক্ষ্মা ভাবাঃ, ভূতানাং চ কারণানি প্রকৃতয়ঃ, তানি শব্দস্পর্শাদিসংজ্ঞাঃ চেতি। তদ্‌যথা শব্দতন্মাত্রং স্পর্শতন্মাত্রং রূপতন্মাত্রং রসতন্মাত্রং গন্ধতন্মাত্রমিতি ॥৩৭

শব্দ স্পর্শাদি ধর্ম্মের যে সূক্ষ্মতম অবস্থা, যে অবস্থায় ষড়্জাদি বিশেষ ও সুখাদি বিশেষ অস্তমিত হয়, সেই অণুস্বরূপ শব্দাদিরূপ দ্রব্যকে তন্মাত্র বলা যায়। তাহারা ভূতের কারণ, অর্থাৎ তাহাদের সংঘাত বা প্রচিতাবস্থাই স্থূল ভূত। তাহাদের নাম যথা—শব্দতন্মাত্র, স্পর্শতন্মাত্র, রূপতন্মাত্র, রসতন্মাত্র ও গন্ধতন্মাত্র। ৩৭

সর্ব্বেন্দ্রিয়গতশ্চাত্মভাবশ্চঞ্চল্যতে যো হি।
অহঙ্কারোঽস্মিতা বা স ইন্দ্রিয়াণামুপাদানম্ ॥৩৮

পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি মনশ্চান্তরেন্দ্রিয়ভূতং সর্ব্বসাধারণৈঃ প্রাণৈঃ সহ এতানি একাদশ ইন্দ্রিয়াণি। তেষু য আত্মভাবঃ যেন মম ইন্দ্রিয়াণীতি অহমিন্দ্রিয়বানিতি বা প্রত্যয়ঃ সম্ভবেৎ যশ্চাত্মভাবঃ চঞ্চল্যতে সদৈব অবস্থান্তরতাং প্রাপ্নোতি ক্রিয়াশীলত্বাৎ সঃ অহঙ্কারঃ অস্মিতা বেতি আখ্যায়তে। স চাহঙ্কার ইন্দ্রিয়াণামুপাদানম্ ইন্দ্রিয়াণি তস্য ব্যূহভেদা ইত্যর্থঃ। তস্য ষষ্ঠস্যাঽবিশেষস্য ইন্দ্রিয়াণি বিশেষাঃ ॥৩৮

সর্ব্বেন্দ্রিয়গত যে আত্মভাব, যাহা সর্ব্বদা ক্রিয়াশীল (ইন্দ্রিয়গত অভিমানের ক্রিয়া হইতেই জ্ঞান-চেষ্টাদি হয়) তাহাই অহঙ্কার বা অস্মিতা এবং তাহা ইন্দ্রিয়দের উপাদান। ইন্দ্রিয়গণ অস্মিতার ব্যূহস্বরূপ। ৩৮

সত্তামাত্রাত্মভাবো যশ্চাহমস্মীতিলক্ষণঃ।
আত্মনিশ্চয়বুদ্ধির্ব্বা লিঙ্গমাত্রং মহানিতি।
বুদ্ধিতত্ত্বং তথাহহখ্যাতং তৎ ষট্প্রকৃতিকারণম্ ॥৩৯

অহমস্মীতি লক্ষণো যঃ সত্তামাত্রাত্মভাবঃ আত্মনিশ্চয়বুদ্ধির্ব্বা তদ্ বুদ্ধিতত্ত্বং তথা মহানিতি লিঙ্গমাত্রঞ্চেতি আখ্যাতম্। তচ্চ ষণ্ণামবিশেষাণামস্মিতাদীনামুপাদানম্ ॥৩৯

'আমি আছি' এইরূপ আমি মাত্র বা সত্তামাত্র আত্মভাব, অথবা যাহা আত্মনিশ্চয় বুদ্ধি (বুদ্ধি দ্বিবিধ—আত্মনিশ্চয় ও অনাত্মনিশ্চয়), তাহার নাম লিঙ্গমাত্র বা মহান্ বা বুদ্ধিতত্ত্ব। তাহা ছয় অবিশেষের কারণ। অর্থাৎ লিঙ্গমাত্র মহত্তত্ত্ব অস্মিতা ও পঞ্চ তন্মাত্র-রূপ ছয় অবিশিষ্ট-লিঙ্গের সাধারণ কারণ। অবিশিষ্ট-লিঙ্গের মধ্যে অস্মিতা আবার পঞ্চ তন্মাত্রের কারণ। ৩৯

পুরুষার্থক্রিয়াশূন্যাং তৎক্রিয়াশক্তিরূপিণীম্।
অমূলাং প্রকৃতিং সূক্ষ্মাং বিদ্যাচ্চালিঙ্গসংজ্ঞকাম্ ।৪০

যা পুরুষার্থক্রিয়াহীনা। কিন্তু তৎক্রিয়ায়াঃ শক্তিরূপিণী তাং সর্ব্বোপাদানত্বাদ্ অমূলাং প্রকৃতিং সূক্ষ্মতমাম্ অলিঙ্গসংজ্ঞকাং বিদ্যাৎ ॥৪০

যাহা পুরুষার্থ-ক্রিয়াশূন্য, কিন্তু তৎক্রিয়ার শক্তিস্বরূপ, সেই অমূল (যেহেতু তাহা সকলের মূল, কিন্তু তাহার আর অন্য মূলভূত উপাদান নাই), সূক্ষ্ম বা অব্যক্ত পদার্থকে প্রকৃতি বলিয়া জানিবে। তাহার অপর নাম অলিঙ্গ। ৪০

অনুভূতং ক্রিয়াভিঃ সৎ সত্তা স্যাদনুভূততা।
তথা চাগৃহ্যমাণাপি শক্তির্ব্বাচ্যা সতীতি হি ॥
ততো নিঃসদসদ্-বাচ্যং নিঃসত্তা-সত্তমেব চ।
শক্তিশ্চালিঙ্গরূপেতি প্রধানং সর্ব্বকারণম্ ।৪১

ক্রিয়াভিরনুভূতঃ পদার্থঃ সন্। সত্তা হি অনুভূততা। শক্তিপদার্থঃ অবিজ্ঞায়মানোঽপি সন্নিতি বাচ্যঃ ক্রিয়ারূপেণ লিঙ্গেণ তস্য সত্তানিশ্চয়াৎ। তস্মাৎ সর্ব্বকারণং প্রধানং নিঃসদসদ্ নিঃসত্তাসত্তম্ অলিঙ্গরূপা শক্তিরিতি চ বাচ্যম্। যৎ শক্তিরূপেণ সৎ পুরুষার্থক্রিয়াশূন্যত্বাদসৎ তন্নিঃসদসৎ। যস্য গৃহ্যমাণতারূপা সত্তা নাস্তি শক্তিরূপা সত্তা চাস্তি তন্নিঃসত্তাসত্তম্। যত্তু কস্যচিৎ স্বকারণস্য লিঙ্গং ন ভবতি নিষ্কারণত্বাৎ তদলিঙ্গম্। অলিঙ্গরূপা মূলা শক্তিঃ প্রধানম্ ॥৪১

যাহা ক্রিয়ার দ্বারা (মূলতঃ পুরুষার্থক্রিয়ার দ্বারা) অনুভূত, তাহাই সৎ। আর শক্তি যদিও সাক্ষাৎ অনুভূত হয় না তথাপি তাহা সৎ এরূপ বক্তব্য। কারণ অসৎ হইতে ক্রিয়ার উদ্ভব কল্পনীয় নহে।

এই জন্য প্রধানরূপ, সর্ব্বকারণ, অলিঙ্গ শক্তিকে নিঃসত্তাসত্ত ও নিঃসদসৎ বলা যায়। ক্রিয়াহীন বলিয়া নিঃসত্ত ও নিঃসৎ এবং শক্তিস্বরূপ বলিয়া নিরসত্ত ও নিরসৎ।৪১

অহেতুকং চলং নিত্যং অব্যক্তং ত্রিগুণং জড়ম্।
পুনর্থহেতুকং ব্যক্তং প্রতিসংবিদিতঞ্চ যৎ।
চরিতে পুরুষার্থে তু ব্যক্তমব্যক্ততামিয়াৎ ॥৪২

ব্যক্তাব্যক্তে আহ। চলং পরিণামশীলম্, নিত্যং, "পরিণম্যমানং যস্য তত্ত্বং ন বিহন্যতে তন্নিত্যম্" ইতি নিত্যলক্ষণম্, ত্রিগুণং, জড়ং দৃশ্যত্বাদচেতনম্, তত্র অহেতুকং ন চ পুরুষার্থেণ হেতুনা লব্ধসত্তাকং বস্তু, অব্যক্তম্। যৎ পুরুষার্থেণ হেতুনা লব্ধসত্তাকং চলত্বাদিগুণকং পুংসা প্রতিসংবেদ্যমানং তদ্বস্তু ব্যক্তম্। নিবৃত্তে পুরুষার্থে ব্যক্তো ভাবঃ অব্যক্ততামিয়াৎ ॥৪২

ব্যক্ত ও অব্যক্তের লক্ষণ বলা হইতেছে। যাহা অহেতুক (পুরুষার্থ যাহার সত্তার হেতু নহে), বিকারশীল, ত্রিগুণস্বরূপ ও অচেতন, তাহাই অব্যক্ত। আর যাহা পুরুষার্থ-রূপ হেতু হইতে উৎপন্ন, এবং পুরুষের

দ্বারা প্রতিসংবিদিত, তাহাই ব্যক্ত। অতএব পুরুষার্থ আচরিত হইলে, ব্যক্ত অব্যক্ততা প্রাপ্ত হয়। ৪২

২০ সূ°। দ্রষ্টা দৃশিমাত্রঃ শুদ্ধোঽপি প্রত্যয়ানুপশ্যঃ।

দৃশ্য ব্যাখ্যাত হইল। অধুনা দ্রষ্টার লক্ষণ কথিত হইতেছে। দ্রষ্টা চিন্মাত্র। তিনি শুদ্ধ (গুণত্রয়ের অসঙ্গী) হইলেও প্রত্যয়কে বা বুদ্ধিবৃত্তিকে অনুদর্শন করেন। অর্থাৎ দ্রষ্টার সত্তায় 'আমি আছি' এইরূপ বুদ্ধিও উপদৃষ্ট অর্থাৎ প্রতিসংবিদিত বা বিজ্ঞাত হয়। ২০ সূঃ

জ্ঞাতৃনিষ্ঠস্ববোধো যঃ সোঽদৃশ্যো বস্তুতো দৃশিঃ।
তন্মাত্র-শ্চিন্ময়ো দ্রষ্টা বৃত্তিস্তেনানুপশ্যতে ॥৪৩

ব্যাখ্যাতং দৃশ্যং দ্রষ্টা ব্যাখ্যায়তে। যো জ্ঞাতৃনিষ্ঠঃ জ্ঞাতেতিপ্রত্যয়গতঃ স্ববোধঃ স্বতঃসিদ্ধঃ বোধঃ ন তু প্রকাশশীলঃ, যশ্চ বস্তুতঃ স্বরূপতঃ অদৃশ্যঃ দর্শনাঽযোগ্যঃ দ্রষ্টৃত্বাৎ, স দৃশিঃ চিৎ। দৃশিমাত্রঃ চিন্ময়ঃ শুদ্ধচিদ্রূপো দ্রষ্টা। সর্ব্বা বৃত্তিঃ দ্রষ্ট্রা অনুপশ্যতে প্রতিসংবেদ্যতে ॥৪৩

জ্ঞাতার অন্তর্গত যে স্ববোধ (যে বোধের জন্য করণের অপেক্ষা নাই), যাহা বস্তুতঃ অদৃশ্য বা দৃশ্যের সম্পূর্ণ বিপরীত, তাহার নাম দৃশি। সেই দৃশিমাত্র বা চিন্মাত্র বস্তু দ্রষ্টা। দ্রষ্টার দ্বারা বুদ্ধির বৃত্তি অনুদৃষ্ট হয়। ৪৩

২১ সূ°। তদর্থ এব দৃশ্যস্যাত্মা।

দ্রষ্টার অর্থ (ভোগ ও অপবর্গ) দৃশ্যের আত্মা বা স্বরূপ। দৃশ্যের শুদ্ধ অর্থে ভোগ ও অপবর্গ-রূপ পুরুষার্থ। ২১ সূঃ

২১ সুখদুঃখাদিসংযুক্তং দৃশ্যং শব্দাদিকং জ্ঞানম্।
ভোগ্যত্বাৎ পুরুষস্যার্থঃ তস্মাদাত্মা তু দৃশ্যস্য।
সোঽর্থঃ স্যাৎ দৃশ্যতায়াশ্চ সমাপ্তেঽর্থে যতো নাশঃ ॥৪৪

দ্রষ্টুরর্থ এব দৃশ্যস্যাত্মা। কথং তদ্দর্শয়তি। সুখাদিযুক্তং শব্দাদি-জ্ঞানং দৃশ্যম্। তত্তু ভোগ্যত্বাৎ পুরুষবেদ্যত্বাৎ, পুরুষস্যার্থঃ। সোঽর্থ-স্তস্মাদ্ দৃশ্যস্যাত্মা স্বরূপম্। যতঃ অর্থে সমাপ্তে দৃশ্যতায়াঃ নাশস্ততোঽপি পুরুষার্থ এব দৃশ্যস্যাত্মা। ভোগাপবর্গাবন্তরেণ নাস্তি দৃশ্যস্য দৃশ্যতা। চরিতেঽর্থে দৃশ্যং ন পুরুষেণ দৃশ্যত ইতি ॥৪৪

দৃশ্য সুখ-দুঃখাদি-সংযুক্ত শব্দাদি জ্ঞান। সেই জ্ঞান ভোগ্যত্ব-হেতু (অর্থাৎ সুখাদিরূপে জ্ঞেয়ত্ব-হেতু) পুরুষের অর্থ (প্রবর্ত্তক বা নিবর্ত্তক ভাবে উপদৃষ্ট বিষয়)। অতএব সেই পুরুষার্থই দৃশ্যের আত্মা। কিঞ্চ পুরুষার্থ সমাপ্ত হইলে দৃশ্যতা নাশ হয় বলিয়াও পুরুষার্থ দৃশ্যের আত্মা চরিতার্থ গুণসকল পুরুষের দ্বারা আর উপদৃষ্ট হয় না।৪৪

২২ সূ০। কৃতার্থং প্রতি নষ্টমপ্যনষ্টং তদন্যসাধারণত্বাৎ।

কৃতার্থ পুরুষের নিকট দৃশ্য নাশ প্রাপ্ত হইলেও তাহা নষ্ট হয় না, কারণ তাহা অন্য অকৃতার্থ পুরুষের নিকট থাকে। ২২ সূঃ

২২ কৃতার্থং প্রতিনষ্টঞ্চ নাপি দৃশ্যং বিনশ্যতি।
অন্যেষামকৃতার্থানাং পুংসাং দৃশ্যত্বদর্শনাৎ ॥৪৫

কৃতার্থং পুরুষং প্রতি অদৃশ্যং নাশপ্রাপ্তমপি দৃশ্যং ন বিনশ্যতি অন্যেষামকৃতার্থানাং পুরুষাণাং দৃশ্যত্বেন বর্ত্তমানত্বাৎ ॥৪৫

গুণত্রয়ের যে অংশ কোন পুরুষের দ্বারা উপদৃষ্ট হওয়াতে তাঁহার উপাধিভূত হইয়া থাকে তাহা অপবর্গের পর ত্রিগুণে

মিলাইয়া যায়; সেই ত্রিগুণ কিন্তু তখনও অন্য পুরুষের দ্বারা উপদৃষ্ট হইতে থাকে। অতএব তাহা কখনও সম্পূর্ণ নাশ প্রাপ্ত হয় না। "পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে" সেই নিয়মে অনন্ত-সংখ্যক বুদ্ধির মধ্যে প্রতি মুহূর্তে অনন্তসংখ্যক বুদ্ধি নিবৃত্ত হইলেও কখনও শেষ হইবে না। ৪৫

---

২৩ সূ০ ৷ স্বস্বামিশক্ত্যোঃ স্বরূপোপলব্ধিহেতুঃ সংযোগঃ।

স্বশক্তির ও স্বামিশক্তির যে স্বরূপ, তাহা তদুভয়ের সংযোগ থাকাতেই উপলব্ধ হয়। ২৩ সূঃ

দ্রষ্ট্রাখ্যস্বামিশক্তেশ্চ দৃশ্যশক্তেঃ স্বভূতায়াঃ।
মোক্ষভোগার্থসংবিত্তিঃ যাবত্তাবত্তু সংযোগঃ ॥৪৬

দৃশ্যং দ্রষ্টারঞ্চ বিবৃত্য সংযোগপদার্থং বিবৃণোতি। দ্রষ্টা স্বামি-শক্তিঃ দৃশ্যং স্বশক্তিঃ তয়োঃ সংবিত্তিরুপলব্ধির্যাবৎ তাবদেব তয়োঃ সংযোগঃ। তত্র দৃশ্যস্য স্বরূপোপলব্ধির্ভোগঃ দ্রষ্টুশ্চ স্বরূপোপলব্ধি-র্মোক্ষঃ। ভোগাপবর্গরূপস্য অর্থদ্বয়স্য উপলব্ধের্হেতুঃ সংযোগ ইত্যর্থঃ সংযোগমন্তরেণ ন তৌ বিদ্যেতাম্ ॥৪৬

দ্রষ্টা স্বামিশক্তি আর দৃশ্য স্বশক্তি—অর্থাৎ দৃশ্য দ্রষ্টার স্ব-স্বরূপ ('আমার' এইরূপ সম্বন্ধ-যুক্ত)। যাবৎ ভোগরূপ ও মোক্ষ (বা বিবেক)-রূপ অর্থের সংবেদন হইতে থাকে, তাবৎ দ্রষ্টা ও দৃশ্যের সংযোগ থাকে। অর্থাৎ, সংযোগ ও অর্থ-সংবেদন অবিনা-ভাবী। সংযোগ ব্যতীত অর্থ-সংবেদন অসম্ভব। অতএব ভোগ ও অপবর্গ-রূপ জ্ঞানের হেতু সংযোগ। ৪৬

২৪ সূ০। তস্য হেতুরবিদ্যা।

দ্রষ্টা ও দৃশ্যের সংযোগের হেতু অবিদ্যা বা মিথ্যা জ্ঞান। ২৪ সূঃ

প্রত্যয়ো যোঽবিবিক্তঃ স্যাদ্‌বুদ্ধিপুংসোঃ স সংযোগঃ।
বিদ্যয়া তদ্বিয়োগাত্তু কারণং তস্য চাঽবিদ্যা ॥৪৭

তদেব স্পষ্টয়তি। বুদ্ধিপুরুষয়ো-র্যোঽবিবিক্তঃ প্রত্যয়ঃ একতাখ্যাতিঃ স সংযোগঃ। স সংযোগো বিদ্যয়া বিবেকখ্যাত্যা বিনশ্যতি ততঃ বিদ্যাবিপরীতা অবিদ্যৈব সংযোগস্য হেতুঃ ॥৪৭

পুরুষ ও বুদ্ধির যে অভেদ জ্ঞান—অর্থাৎ তাহারা বিভিন্ন হইলেও তাহাদের অভিন্নবৎ-খ্যাতিরূপ যে মিথ্যা জ্ঞান, তাহাই সংযোগ। বস্তুতঃ বুদ্ধি-পুরুষের সংযোগ মাটি-পাথরের সংযোগের ন্যায় পার্শ্বদেশে লগ্নভাবে স্থিতি নহে। কারণ পুরুষ দেশকালাতীত, এবং বুদ্ধিও দেশব্যাপী সত্তা নহে। তাহাদের জ্ঞান-রূপ সংযোগ। যে এক জ্ঞানে (বা প্রত্যয়ে) বুদ্ধি ও পুরুষের ভেদ-জ্ঞান হয় না, তাহাই তদুভয়ের সংযোগ। 'আমি বিজ্ঞাতা' এইরূপ যে বোধ হয়, তাহাই সংযোগের উদাহরণ। এস্থলে 'আমি' বুদ্ধি, আর বিজ্ঞাতা দ্রষ্টা; তাহাদের একত্বখ্যাতি বা 'আমি বিজ্ঞাতা' এরূপ খ্যাতি হওয়াই সংযোগ। ফলতঃ 'আমি' এইরূপ প্রত্যয়ই বুদ্ধি-পুরুষের সংযোগ।

'আমি'র মধ্যে অভিমানযুক্ত ভাব বুদ্ধি, আর অভিমানশূন্য বা অপরিচ্ছিন্ন 'আমি' দ্রষ্টা। 'দ্রষ্টা এই ব্যাবহারিক আমিত্বের অতীত' এরূপ খ্যাতিই বিবেকখ্যাতি বা বিদ্যা। তদ্দ্বারা দ্রষ্টার স্বরূপে স্থিতি হয়, সুতরাং দৃশ্য বিলীন হয়। এইরূপে বিদ্যার দ্বারা দ্রষ্টা ও দৃশ্যের সংযোগের বিয়োগ হয়। যেহেতু বিদ্যার দ্বারা বিয়োগ হয়, অর্থাৎ চিত্তবৃত্তি সম্যক্‌ নিরুদ্ধ হইয়া 'আমি বিজ্ঞাতা' এরূপ জ্ঞানও থাকে না, তজ্জন্য বিদ্যার বিপরীত অবিদ্যাই সংযোগের কারণ। এই যুক্তির দ্বারা সংযোগের কারণ অবিদ্যা বলিয়া সিদ্ধ হয়।

চিত্ত বৃত্তি-স্বরূপ অর্থাৎ উদয়লয়শীল জ্ঞান-স্বরূপ। বৃত্তির মধ্যে যদি অবিদ্যা-বৃত্তি উঠে—অর্থাৎ ব্যাবহারিক আমিত্বভাব (অনাত্মে আত্ম-খ্যাতি) উঠে, তবেই বুদ্ধি ও পুরুষের ভেদদর্শন হয় না বা সংযোগ থাকে। আর বিদ্যা-বৃত্তি বা 'আমি দৃশ্য নহি' অথবা 'পুরুষ বুদ্ধিরূপ আমিত্ব নহে' এরূপ খ্যাতি যদি উঠে, তবে দ্রষ্টা ও দৃশ্যের বিয়োগ হয়। কারণ তৎপরে পুরুষে স্থিতি হয় এবং দৃশ্যের আর উপলব্ধি হয় না। ৪৭

২৫ সূ॰। তদভাবে সংযোগাভাবো হানং তদ্দৃশেঃ কৈবল্যম্।

অবিদ্যার অভাব হইলে সংযোগের যে অভাব, তাহাই সুতরাং হান (দৃশ্য ত্যাগ), আর তাহা দৃশিশক্তির কৈবল্য। ২৫ সূঃ

২৫ অবিদ্যায়া অভাবাদ্ধি সংযোগস্যাপি চাভাবঃ।
হানং দৃশ্যস্য তৎসম্যক্ দৃশেরুক্তঞ্চ কৈবল্যম্ ॥৪৮

হানমাহ। অবিদ্যাভাবে সংযোগাভাবঃ তদ্দৃশ্যস্য হানং সম্যক্ ত্যাগঃ। দ্রষ্টুশ্চ তৎ কৈবল্যং দৃশ্যসঙ্গহীনতেতি বক্তব্যম্ ॥৪৮

অবিদ্যার অভাবে সংযোগের অভাবই হান। তাহাকে দৃশির বা দ্রষ্টার কৈবল্য বলা যায়। অকেবলতা হইতে কেবলতা প্রাপ্তি কোনও প্রকার বিকার নহে। মনে কর এক ঘরে দুই জন লোক আছে, তন্মধ্যে একজন চলিয়া গেল, অন্য ব্যক্তি 'কেবল' থাকেন। তাহাতে সেই কেবল ব্যক্তির কিছু বিকার হয় না। যে চলিয়া যায়, তাহারই বিকার হয়। সেইরূপ বুদ্ধির অব্যক্ততা-প্রাপ্তিরূপ বিকার হয়, কিন্তু কৈবল্যে পুরুষের কিছুমাত্র বিকার হয় না।

চিত্তেরই নির্বাণ বা মোক্ষ হয়, কিন্তু পুরুষের কৈবল্য হয়। পুরুষের মোক্ষ হয়, বলিলে বুঝিতে হইবে যে, পুরুষের দ্বারা আর দুঃখময় বুদ্ধি

প্রতিসংবিদিত হয় না। পুরুষ সুখ, দুঃখ, শান্তি, অশান্তি, এই সমস্ত অবস্থার সমান বা নির্ব্বিকার সাক্ষী। ৪৮

২৬ সূ০। বিবেকখ্যাতিরবিপ্লবা হানোপায়ঃ।

অবিপ্লবা বা অভগ্না বিবেকখ্যাতি হানের উপায়। ২৬ সূঃ

২১ বুদ্ধিপুংসো-র্যদন্যত্বং তন্ময়ঃ প্রত্যয়ো মুখ্যঃ।
বিবেকখ্যাতিরেব স্যাৎ প্লবস্তস্যা বিপর্য্যয়াৎ ॥৪৯

হানোপায়ং নিরূপয়তি। বুদ্ধিপুরুষয়ো-র্যৎ পরস্পরবৈলক্ষণ্যং তন্ময়ো মুখ্যঃ প্রখ্যাতঃ প্রত্যয়ো বুদ্ধিবৃত্তিঃ বিবেকখ্যাতিঃ স্যাৎ। সা চ খ্যাতি-বিপর্য্যয়েণ বিপ্লুতা ভবতি ॥৪৯

বুদ্ধি ও পুরুষের যে ভিন্নতা, তদ্বিষয়ক মুখ্য যে প্রত্যয়, অর্থাৎ তদ্বিষয়ক যে সম্যক্ ও প্রধান জ্ঞান, তাহাই বিবেকখ্যাতি। বিপর্য্যয়-জ্ঞানের (আমি আমার ইত্যাদি জ্ঞানের দ্বারা তাহার ভঙ্গ হয়।) ৪৯

বশীকারবিরাগেণ সত্ত্বেন চ বিশুদ্ধেন।
স্যান্নির্ম্মলাঽপ্লবা খ্যাতি-র্হানোপায়ো মতঃ সা হি ॥৫০

বশীকারবৈরাগ্যেণ বিশুদ্ধেন রজস্তমোমলহীনেন প্রজ্ঞাসংস্কৃতেন ঐকাগ্র্যযুক্তেন চেত্যর্থঃ সত্ত্বেন বিবেকখ্যাতি-নির্ম্মলা অপ্লবা অভগ্না স্যাৎ, সা হি অবিপ্লবা বিবেকখ্যাতিঃ হানোপায়ঃ ॥৫০

বশীকার বৈরাগ্যের দ্বারা বিষয়প্রবৃত্তিরাহিত্য-হেতু, এবং বিশুদ্ধ সত্ত্বের দ্বারা ঐকাগ্র্য-হেতু, সেই খ্যাতি নির্ম্মলা ও অভগ্না হয়, তাহাই হানের উপায়। খ্যাতি অর্থে শুদ্ধ জ্ঞান নহে, কিন্তু প্রধান বা প্রখ্যাত জ্ঞান। সাধারণ অবস্থায় অবিবেকের খ্যাতি হয়, আর সেই অবস্থায় বিবেকের খ্যাতি হয়। ৫০

২৭ সূ০। তস্য সপ্তধা প্রান্তভূমিঃ প্রজ্ঞা।

বিবেকের সপ্ত প্রকার প্রান্তভূমি প্রজ্ঞা আছে। প্রান্তভূমি অর্থে জ্ঞান যথায় জ্ঞাতব্যের অভাবে শেষ হয় তাদৃশ জ্ঞান। ২৭ সূঃ

২৭ প্রজ্ঞা সপ্তবিধা প্রোক্তা যোগিনাং প্রবিবেকিনাম্।
স্বার্থস্য চরমখ্যাতেঃ প্রান্তভূমিরিতি স্মৃতা ॥৫১

বিবেকখ্যাতিযুক্তানাং সপ্তবিধাঃ প্রজ্ঞাঃ জায়ন্তে। স্বার্থস্য স্বস্ব-বিষয়স্য চরমখ্যাতেঃ জ্ঞাতব্যস্য চরমজ্ঞাননিষ্পাদনাৎ সা প্রান্তভূমি-রুচ্যতে। প্রান্তভূমিং প্রাপ্য প্রজ্ঞা পর্য্যবসীয়তে। ততঃ প্রজ্ঞানিরোধঃ ততশ্চ কৈবল্যম্। অতো বিবেকখ্যাতিরবিপ্লবা হানোপায়ঃ ॥৫১

বিবেকখ্যাতি-যুক্ত যোগীদের সপ্ত প্রকার প্রজ্ঞা হয়। প্রজ্ঞেয় বিষয়ের চরম জ্ঞান হয় বলিয়া তাহাদের প্রান্তভূমি বলে। ৫১

জ্ঞাতং ময়াঽখিলং হেয়ং জ্ঞেয়মন্যন্ন বিদ্যতে।
হেয়স্য হেতবঃ ক্ষীণাঃ ক্ষেতব্যন্নাস্তি মে পুনঃ ॥৫২

সপ্ত প্রান্তভূমীঃ প্রজ্ঞায়া বিবৃণোতি। জ্ঞাতং ময়াখিলং হেয়ং জ্ঞেয়-মন্যন্ন বিদ্যতে ইতি প্রথমা প্রান্তভূমিঃ। অনয়া জ্ঞাতব্যতা নিবর্ত্ততে। হেয়স্যেতি দ্বিতীয়া প্রান্তভূমিরনয়া ক্ষেতব্যতা নিবর্ত্ততে।৫২

যাহা হেয়, তাহা সম্যক্ জানিয়াছি, আর আমার জ্ঞেয় নাই। হেয় দুঃখের যাহা হেতু তাহা সম্যক্ ক্ষীণ হইয়াছে, আর ক্ষেতব্য কিছু নাই। এইরূপে হেয়বিষয়ক ও ক্ষেতব্যতাবিষয়ক জ্ঞানের চরমতাই যথাক্রমে প্রথম ও দ্বিতীয় প্রান্তভূমি-প্রজ্ঞা। ৫২

সাক্ষাৎকৃতং পরং হানং সাক্ষাৎকার্য্যং ন বিদ্যতে।
হানস্য ভাবিতো হেতুর্ভাবনীয়ং ন বিদ্যতে ॥৫৩

সাক্ষাৎকৃতমিতি তৃতীয়া। নিরোধসমাধিনা সাক্ষাৎকৃতমিত্যর্থঃ।

অনয়া পরাং গতিং দৃষ্ট্বা গন্তিবিষয়া জিজ্ঞাসা গন্তব্যতা বা নিবর্ত্ততে। হানস্যেতি চতুর্থী। বিবেকখ্যাতিরেব হানোপায়ঃ। অনয়া উপায়-ভাবনানিবৃত্তিঃ ॥৫৩

যাহা পরম হান বা কৈবল্য, তাহা নিরোধ-সমাধির দ্বারা সাক্ষাৎকার করিয়াছি, আর সাক্ষাৎ-কার্য্য কিছু নাই। হানের যাহা উপায় (বিবেক) তাহা ভাবিত করিয়াছি, আর ভাবনীয় কিছু নাই। এইরূপে চরমা গতি ও তাহার প্রাপ্ত্যুপায়বিষয়ক জিজ্ঞাসার নিবৃত্তিই যথাক্রমে তৃতীয় ও চতুর্থ প্রান্তভূমি প্রজ্ঞা। ৫৩

এতাঃ কার্য্যবিমুক্ত্যাখ্যা-শ্চতুঃপ্রজ্ঞাসমাপ্তয়ঃ।
বক্ষ্যমাণা মতাঃ প্রজ্ঞা-স্তিস্রশ্চিত্তবিমুক্তয়ঃ ॥৫৪

এতাঃ কার্য্যবিমুক্তয়ো নাম চতস্রঃ প্রজ্ঞায়াঃ পরিসমাপ্তিঃ। আভিঃ চিত্তং কর্ত্তব্যাৎ বিমুচ্যতে। বক্ষ্যমাণাস্তিস্রঃ চিত্তবিমুক্তয়ঃ। তাভিঃ চিত্তস্য প্রতিসর্গঃ স্বরূপনিরোধো বেতি ॥৫৪

এই চারি প্রকার প্রজ্ঞার সমাপ্তির নাম কার্য্য-বিমুক্তি। নীচে বক্ষ্যমাণ তিন প্রকার প্রজ্ঞার নাম চিত্ত-বিমুক্তি। ৫৪

চরিতার্থা চ মে বুদ্ধিগু'ণাধিকৃতিতাঽস্তি ন ॥৫৫

চরিতার্থেতি পঞ্চমী প্রান্তভূমিঃ। অনয়া অধিকারসমাপ্তিঃ ॥৫৫

আমার বুদ্ধি চরিতার্থা (চরিত-নিষ্পাদিত, অর্থ-ভোগাপবর্গ) হইয়াছে, গুণের আর অধিকার (ব্যাপারশীলতা) নাই। ৫৫

আগচ্ছেয়ুঃ স্বভূমিং ন কূটভ্রষ্টোপলা যথা।
মত্তশ্চ্যুতা গুণাস্তদ্বৎ ন পুনর্দৃশ্যতামিয়ুঃ ॥৫৬

গিরিকূটবিচ্যুতা গ্রাবাণঃ যথা পুনর্ন স্বভূমিম্ আগচ্ছেয়ুঃ তথা গুণা মত্তঃ চ্যুতাঃ পুনর্ন দৃশ্যতামিয়ুঃ। অনয়া ষষ্ঠ্যা প্রান্তভূম্যা গুণসংযোগো নিবৃত্যেত ॥৫৬

যেমন গিরিশিখরচ্যুত প্রস্তর আর পুনরায় স্বস্থানে আসে না, সেই-রূপ আমা হইতে গুণসকল একবারে বিচ্যুত হইয়াছে আর পুণরায় পুরুষের দৃষ্টিপথে আসিবে না। ৫৬

সপ্তম্যাং প্রান্তভূমৌ চ প্রজ্ঞায়া বিষয়ঃ পুমান্।
স্বস্বরূপো গুণাতীতো বিমলঃ কেবলীব চ ॥৫৭

কেবলীব ইত্যত্র ইবশব্দঃ প্রজ্ঞাবিষয়স্য পৌরুষপ্রত্যয়স্য অবিষয়স্য চ পুরুষস্য ভেদং দ্যোতয়তি। পুরুষঃ স্বস্বরূপো গুণাতীতো বিমলঃ কেবলী ইতি পুরুষস্বভাবমাত্রং সপ্তম্যাং প্রান্তভূমৌ প্রজ্ঞয়া বিজানাতি। নান্যৎকিঞ্চিৎ। অনয়া শাশ্বতী চিত্তনিবৃত্তিঃ ॥৫৭,

সপ্তম প্রান্তভূমিতে প্রজ্ঞার বিষয় স্বস্বরূপ, গুণাতীত, বিমল ও কেবলী পুরুষ। তখন কেবল ঐরূপ পুরুষবিষয়ক খ্যাতি হইতে থাকে। সেই প্রজ্ঞাতে দ্রষ্টার স্বরূপে স্থিতি হয় না, কিন্তু দ্রষ্টা ঠিক যেরূপ, তাদৃশ দ্রষ্টৃবিষয়ক জ্ঞানে চিত্ত পূর্ণ থাকে। সেই জ্ঞানেরও নিরোধ হইলে কৈবল্য হয়। ৫৭

জীবন্মুক্তশ্চ তাঃ পশ্যন্ প্রজ্ঞাঃ কুশল উচ্যতে।
তাভিশ্চিত্তে বিলীনে তু মুক্তঃ কুশল উচ্যতে ॥৫৮

তাঃ প্রজ্ঞাঃ পশ্যন্ জীবন্নেব বিদ্বান্ মুক্তঃ কুশল ইত্যুচ্যতে। তাভিশ্চ চিত্তে প্রলীনে মুক্তঃ কুশল ইত্যুচ্যতে ॥৫৮

ঐ সপ্ত প্রান্তভূমি-প্রজ্ঞা উপলব্ধি করিলে, সেই পুরুষকে জীবন্মুক্ত কুশল বলা হয়। আর পরবৈরাগ্যরূপ সেই প্রান্তভূমি-প্রজ্ঞার দ্বারা চিত্ত স্বকারণে প্রবিলীন হইলে সেই পুরুষকে মুক্ত কুশল বলা যায়। ৫৮

২৮ সূ০। যোগাঙ্গানুষ্ঠানাদশুদ্ধিক্ষয়ে জ্ঞানদীপ্তি-রাবিবেকখ্যাতেঃ

যোগাঙ্গ সকলের অনুষ্ঠান করিতে করিতে জ্ঞানের উৎকর্ষ হইতে থাকে, যতদিন না বিবেকখ্যাতি হয়। ২৮ সূঃ

২৮ হেয়হানে তয়োর্হেতূ ব্যূহানুক্ত্বা যথাক্রমম্।
সাধনং কথ্যতে যস্মাৎ ন সিদ্ধিঃ সাধনং বিনা ॥৫৯

হেয়, হান, হেয়হেতু ও হানোপায়, এই ব্যূহ সকল যথাক্রমে বলিয়া, অতঃপর সাধনবিষয় কথিত হইতেছে; কারণ সাধনব্যতীত সিদ্ধি হয় না।৫৯

যোগাঙ্গানাং সদাভ্যাসাৎ ক্লেশে ক্ষীণে হি চেতসঃ।
বিবেকখ্যাতিপর্য্যন্তো জ্ঞানোৎকর্ষঃ প্রজায়তে ॥৬০

স্পষ্টম্ ॥৫৯ বিবেকখ্যাতিরেব জ্ঞানস্য চরমোৎকর্ষঃ ॥৬০

যোগাঙ্গ সকলের সর্ব্বদা অভ্যাসের দ্বারা চিত্তের ক্লেশরূপ অশুদ্ধি ক্ষয় হইতে থাকিলে বিবেকখ্যাতি পর্য্যন্ত জ্ঞানের উৎকর্ষ হইতে থাকে। বিবেকখ্যাতিই জ্ঞানের শেষ সীমা। ৬০

২৯ সূ০। যম-নিয়মাসন-প্রাণায়াম-প্রত্যাহার-ধারণা-ধ্যান-সমাধয়োঽষ্টাবঙ্গানি।

যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি, এই আটটি যোগের অঙ্গ। ২৯ সূঃ

২৯ যমো নিয়ম আসনং প্রাণায়ামস্তথৈব চ।
প্রত্যাহারশ্চ ধারণা ধ্যানঞ্চেতি সমাধিকঃ ॥৬১
অষ্টাবঙ্গানি যোগস্য তদনুষ্ঠানমীরিতম্।
ক্লেশাশুদ্ধের্বিয়োগে চ খ্যাতেঃ প্রাপ্তৌ চ কারণম্ ॥৬২

যমাদীনি অষ্টৌ যোগাঙ্গানি। স্মর্য্যতে চ "বেদেষু চাষ্টগুণিনং যোগমাহুর্ম্মনীষিণঃ" ইতি মোক্ষধর্ম্মে। যোগাঙ্গানুষ্ঠানং ক্লেশরূপস্যাশুদ্ধে-র্বিয়োগকারণম্ যথা পরশুশ্ছেদ্যস্য। বিবেকখ্যাতেস্তু প্রাপ্তিকারণম্ যথা ধর্ম্মঃ সুখস্য ॥৬১॥৬২

যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি, যোগের এই আট অঙ্গের অনুষ্ঠান ক্লেশরূপ অশুদ্ধির বিয়োগকারণ এবং বিবেকখ্যাতির প্রাপ্তি-কারণ। এইরূপে পরমার্থ বিষয়ে যোগানুষ্ঠান দুই প্রকারে কারণ হয়। ৬১। ৬২

৩০ সূ০। অহিংসা-সত্যাস্তেয়-ব্রহ্মচর্য্যাপরিগ্রহাযমাঃ।

৩১ সূ০। জাতি-দেশ-কাল-সময়ানবচ্ছিন্নাঃ সার্ব্ব-ভৌমা মহাব্রতম্।

৩০ অহিংসা সত্যমস্তেয়ো ব্রহ্মচর্য্যাঽপরিগ্রহৌ।
এতে যমাঃ সমীর্য্যন্তে তে দেশকালজাতিভিঃ।
৩১ সময়েনানবচ্ছিন্নাঃ সার্ব্বভৌমা মহাব্রতম্ ॥৬৩

অহিংসাদয়ো যমাঃ। তে দেশাদিভিরনবচ্ছিন্না সার্ব্বভৌমা ভূতা মহাব্রতম্ ইত্যাখ্যায়তে। তত্র দেশাবচ্ছিন্না অহিংসা যথা তীর্থে ন হনিষ্যামি। কুত্রাপি ন হনিষ্যামীতি দেশানবচ্ছিন্না অহিংসা। কদাপি ন হনিষ্যামীতি কালেনানবচ্ছিন্না অহিংসা, কেষুচিদেব জাতিষু কঞ্চিদেব প্রাণিনং ন হনিষ্যামীতি জাত্যনবচ্ছিন্না অহিংসা। কস্মিংশ্চিদেবার্থে ন হনিষ্যামীতি সময়ানবচ্ছিন্না অহিংসা। তথা সত্যাদয়ো বেদিতব্যাঃ ॥৬৩

অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য ও অপরিগ্রহ এই পাঁচটি যম।

তাহারা দেশ, কাল, জাতি ও সময়ের দ্বারা অনিয়মিত বা সার্ব্বভৌম হইলে তাহাদের মহাব্রত বলা যায়। ৬৩ (এবং ৩০।৩১ সূঃ)

কায়েন মনসা বাচা প্রাণিপীড়নবর্জ্জনম্।
মূলং যৎ সর্ব্বধর্ম্মাণাং সাঽহিংসা যোগিভির্ম্মতা ॥৬৪

কায়েন হস্তাদিনা, মনসা সঙ্কল্পেন, পরুষয়া মর্ম্মচ্ছিদা বাচা ॥৬৪

কায়, মন ও বাক্যের দ্বারা প্রাণীদিগের পীড়া প্রদান না করা অহিংসা। সর্ব্বধর্ম্মের মূল তাদৃশ অহিংসাই যোগীদের সম্মত। ৬৪

তত্ত্বানুশীলনং নিত্যং যথার্থহিতভাষণম্।
এবং সত্যং যথার্থে চ বাক্‌চিত্তে করণং ভবেৎ ॥৬৫

তত্ত্বানুশীলনেন চিত্তং যথার্থবিষয়কং ভবতি, যথার্থহিতভাষণেন বাক্ যথার্থবিষয়া ভবতি। এবং বাঙ্মনসে যথার্থে করণং সত্যসাধনম্। আকারৈরিঙ্গিতৈরপি ন অনৃতাভিনয়ঃ কর্ত্তব্যঃ নাপি দ্ব্যর্থবাক্য-প্রয়োগঃ ॥৬৫

সদা তত্ত্বরূপ সত্যের অনুশীলন বা মনন ও ভাবনা এবং যথার্থ ও হিত ভাষণ, এইরূপে মন ও বাক্‌কে যথার্থ করণ—অর্থাৎ যথাভূত-বস্তু-বিষয়ক করাই সত্যের সাধন। ৬৫

অস্তেয়ো হ্যস্পৃহারূপঃ স্তেয়স্যাপি প্রবর্জ্জনম্ ॥৬৬

অস্পৃহারূপো মানসঃ অস্তেয়ঃ, স্তেয়বর্জ্জনং কায়িকম্ ॥৬৬

পরদ্রব্যে অস্পৃহা স্বরূপ মনের ভাব এবং অবৈধরূপে পরস্ব গ্রহণ ত্যাগ করা অস্তেয় সাধন। প্রথমটি মানসিক অস্তেয় আর দ্বিতীয়টি কায়িক অস্তেয়। ৬৬

সর্ব্বেন্দ্রিয়েষু গুপ্তেষু চোপস্থেন্দ্রিয়সংযমঃ।
ব্রহ্মচর্য্যং সমাখ্যাতম্ অষ্টাঙ্গমপি তদ্ভবেৎ ॥৬৭

শ্রোত্রাদিষু সর্ব্বেন্দ্রিয়েষু গুপ্তেষু রক্ষিতেষু য উপস্থস্য সংযমঃ তদ্ ব্রহ্মচর্য্যম্। তচ্চাষ্টাঙ্গং স্মৃতম্। যথোক্তং "স্মরণং কীর্ত্তনং কেলিঃ প্রেক্ষণং গুহ্যভাষণম্। সঙ্কল্পোঽধ্যবসায়শ্চ ক্রিয়ানিষ্পত্তিরেব চ॥ এতন্মৈথুনমষ্টাঙ্গং প্রবদন্তি মনীষিণঃ। বিপরীতং ব্রহ্মচর্য্যমনুষ্ঠেয়ং মুমুক্ষুভিঃ" ইতি॥৬৭

সর্ব্ব ইন্দ্রিয়কে সুরক্ষিত করতঃ উপস্থেন্দ্রিয়ের সংযম করা ব্রহ্মচর্য্য। ব্রহ্মচর্য্য অষ্টাঙ্গ অর্থাৎ স্মরণ, কীর্ত্তন, কেলি, প্রেক্ষণ, গুহ্যভাষণ, সঙ্কল্প, অধ্যবসায় ও ক্রিয়ানিষ্পত্তি—মৈথুনবিষয়ে এই অষ্ট প্রকার ভাব ত্যাগ করাই ব্রহ্মচর্য্য। ৬৭

দেহরক্ষাতিরিক্তানাং পঞ্চধা দোষদর্শনাৎ।
অস্বীকারশ্চ ভোগ্যানাম্ অপরিগ্রহ উচ্যতে॥৬৮

অর্জ্জন-রক্ষণ-ক্ষয়-সঙ্গ-হিংসা ইতি পঞ্চধা দোষদর্শনাৎ দেহরক্ষাতিরিক্তানাং ভোগ্যানাং বিষয়াণাম্ অস্বীকারঃ অপরিগ্রহঃ॥৬৮

বিষয়ের পঞ্চ প্রকার দোষ দর্শন করিয়া দেহরক্ষার অতিরিক্ত ভোগ্যবস্তুর অস্বীকার করা অপরিগ্রহ। অর্জ্জন, রক্ষণ, ক্ষয়, সঙ্গ ও হিংসা, এই পঞ্চ প্রকারে ভোগ্যবস্তু দুঃখ প্রদান করে, অতএব তাহারা বিষয়সম্বন্ধীয় পঞ্চ দোষ। ৬৮

কিঞ্চিৎ ক্বচিৎ কদাচিদ্বা চার্থে কস্মিংশ্চিদেব বা।
সিদ্ধ্যেদকরণাদেব হিংসাদীনাং মহাব্রতম্॥৬৯

কিঞ্চিদকরণং জাত্যানবচ্ছিন্নতা, ক্বচিদিতি দেশানবচ্ছিন্নতা, কদাচিদকরণং কালানবচ্ছিন্নতা, কস্মিংশ্চিদেবার্থে অকরণং সময়ানবচ্ছিন্নতা। এবমননুষ্ঠিতা সর্ব্বথা যদা হিংসাদয়ঃ হিংসাঽনৃতং স্তেয়ম্ অব্রহ্মচর্য্যং পরিগ্রহশ্চেতি পঞ্চ তদা যমা মহাব্রতমিত্যুচ্যন্তে॥৬৯

কিঞ্চিৎ নাকরা (ইহা জাত্যনবচ্ছিন্ন যম) কোথাও নাকরা (ইহা

দেশানবচ্ছিন্ন যম) কদাচিৎ না করা (ইহা যমের কালানবচ্ছেদ) এবং কিছুর জন্য না করা (ইহা যমের সময়ানবচ্ছিন্নতা) এইরূপে হিংসা অসত্য, অব্রহ্মচর্য্য স্তেয় ও পরিগ্রহ সর্ব্বথা না করিলে, তাদৃশ যম-সাধন সার্ব্বভৌম হয়। তখন তাহাকে মহাব্রত বলা যায়। ৬৯

৩২ সূ০। শৌচ-সন্তোষ-তপঃ-স্বাধ্যায়েশ্বরপ্রণি-
ধানানি নিয়মাঃ।

শৌচ, সন্তোষ, তপঃ, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বরপ্রণিধান, এই পাঁচটি নিয়ম। ৩২ সূঃ

৩২ বাহ্যমাভ্যন্তরং শৌচং লব্ধার্থাদধিকস্য সঃ।
সন্তোষো যাঽনুপাদিৎসা তপঃ স্বাধ্যায় এব চ।
ঈশ্বরপ্রণিধানশ্চ নিয়মা ইতি পঞ্চকাঃ ॥৭০

শৌচ-সন্তোষ-তপঃস্বাধ্যায়েশ্বরপ্রণিধানানি নিয়মাঃ। তত্র শৌচং দ্বিধা বাহ্যমাভ্যন্তরঞ্চ। মৃজ্জলাদিভিঃ দেহস্য দেহোপকরণানাঞ্চ শুদ্ধিঃ পূতিতা-নিরাকরণরূপা তথা মেধ্যাহারশ্চ বাহ্যং শৌচম্। সত্ত্বশুদ্ধি-রাভ্যন্তরং শৌচম্। প্রাপ্তার্থাদ্ অধিকস্য যা অনুপাদিৎসা স সন্তোষঃ। তপঃস্বাধ্যায়েশ্বরপ্রণিধানানি প্রাগ্ব্যাখ্যাতানি ॥৭০

মৃজ্জলাদিরদ্বারা বাহ্য শৌচ এবং চিত্তশুদ্ধিরূপ আভ্যন্তর শৌচ। লব্ধ-বিষয় হইতে অধিকের গ্রহণেচ্ছাশূন্যতারূপ সন্তোষ। আর (পূর্ব্বে ব্যাখ্যাত) তপঃ, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বরপ্রণিধান, এই পাঁচটি নিয়ম। ৭০

৩৩ সূ০। বিতর্কবাধনে প্রতিপক্ষভাবনম্।

হিংসাদি বিতর্কের দ্বারা যোগাভ্যাস বাধিত হইলে তাহাদের প্রতিপক্ষ সকলকে ভাবনা করিবে। ৩৩ সূঃ

৩৪ সূ°। বিতর্কা হিংসাদয়ঃ কৃতকারিতানুমোদিতাঃ ক্রোধলোভমোহপূর্বকা মৃদুমধ্যাধিমাত্রা দুঃখাজ্ঞানানন্তফলা ইতি প্রতিপক্ষভাবনম্।

হিংসা, অসত্য, স্তেয় প্রভৃতি যমনিয়মের বিতর্ক। তাহারা কৃত, কারিত ও অনুমোদিত; ক্রোধ, লোভ ও মোহপূর্ব্বক আচরিত; এবং মৃদু, মধ্য ও অধিমাত্র। তাহারা অনন্ত অজ্ঞান ও অনন্ত দুঃখের হেতু, এইরূপে হিংসাদির নিবৃত্তি ভাবনা করিয়া হিংসাদিকে নিবৃত্ত করাই প্রতিপক্ষ ভাবনা। ৩৪ সূঃ

হিংসাদয়ো বিতর্কাঃ স্যু-স্তে কৃতাঃ কারিতাশ্চ বা।
তথানুমোদিতা বাপি চীর্ণাঃ ক্রোধেন তে পুনঃ॥
অথবা লোভমোহাভ্যাং তে পুনর্ম্মৃদুমধ্যমাঃ।
অধিমাত্রা-স্তথা সন্তঃ কীর্ত্তিতাঃ সপ্তবিংশতিঃ॥৭১

হিংসাদয়ঃ যমনিয়মপ্রতিযোগিনঃ বিতর্কাঃ। তে কৃতাঃ স্বয়ংকৃতাঃ, কারিতাঃ যথা আমিষক্রেতৃণাং কারিতা পশুহিংসা, অনুমোদিতাঃ যথা সর্পশ্বাপদাদীনাং হননস্যানুমোদনম্। তে পুনর্ব্বিতর্কাঃ ক্রোধেন লোভেন মোহেন বা অনুষ্ঠিতা ভবন্তি। ক্রোধপূর্ব্বা হিংসা যথা অপকৃতমনেনেতি হন্তব্যম্। লোভপূর্ব্বা মাংসচর্ম্মাদ্যর্থেন হিংসা। মোহপূর্ব্বা যথা মনুজানামুপভোগার্থং ধাত্রা পশবঃ সৃষ্টা অতএব নাস্তি তৎপীড়নে দোষ ইত্যাদিবুদ্ধ্যা যা হিংসা। তথা চ তে বিতর্কা মৃদুমধ্যাধিমাত্রাঃ। মৃদুহিংসা যথা পতঙ্গানাং পীড়নম্, আততায়িবধো বেত্যাদি। মধ্যা হিংসা যথা পশুপীড়নং পুরুষবধ ইত্যাদ্যা। অধিমাত্রা হিংসা যথা মনুজপীড়নং স্বজনবধ ইত্যাদ্যা। এবং দশ বিতর্কাঃ প্রত্যেকং সপ্তবিংশতির্জ্ঞেয়াঃ॥৭১

অহিংসাদি দশবিধ যম ও নিয়মের প্রতিপক্ষ সকল বিতর্ক। তাহারা কৃত-কারিতাদিভেদে সপ্তবিংশতি প্রকার ॥ ৭১

৩৪ এবংবিধবিতর্কানাং বাধনে তু বিভাবয়েৎ।
অনন্তদুঃখদা এতে চানন্তাঽজ্ঞানহেতবঃ ॥৭২

বিতর্কৈর্ব্বাধিতেষু অহিংসাদিষু বিতর্কপ্রতিপক্ষং ভাবয়েৎ। হিংসাদয়ঃ বিতর্কা অনন্তদুঃখদাঃ অনন্তাঽজ্ঞানহেতবঃ ইতি ভাবনয়া হিংসাদীনাং নিবর্ত্তনং প্রতিপক্ষভাবনম্ ॥৭২

ঐ সকল বিতর্কের দ্বারা অহিংসাদি সাধন বাধিত বা দুষ্ট হইলে, সেই বিতর্ক সকল যে অনন্ত দুঃখের এবং অনন্ত অজ্ঞানের পরম্পরার হেতু তাহা ভাবনা করিয়া তাহার প্রতিরোধ করিতে হইবে। ৭২

৩৫ সূ০। অহিংসাপ্রতিষ্ঠায়াং তৎসন্নিধৌ বৈরত্যাগঃ।

৩৫ বিতর্কহীনতা সম্যক্ প্রতিষ্ঠা স্যাদ্ যমাদীনাম্ ॥৭৩

অহিংসাদি-সাধনানি যদা সম্যক্ বিতর্কশূন্যানি ভবন্তি তদা তেষাং প্রতিষ্ঠেতি উচ্যতে ॥৭৩

দশবিধ যম ও নিয়ম সকল যদি সম্যক্ বিতর্কহীন হয়, অর্থাৎ যম ও নিয়ম সাধনের মধ্যে, কোন প্রকার হেতুতেও যদি বিতর্ক না উঠে, তবে তাদৃশ যম ও নিয়ম সকলের প্রতিষ্ঠা হয়। যেমন অহিংসা। যদি অহিংসা সাধন করিলে নিজের প্রাণহানির বা গুরুতম পীড়ার সম্ভাবনা থাকে, কিন্তু তথাপি যদি যোগীর মনে হিংসার ভাব না উঠে, তবেই তাঁহার অহিংসা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, বলা যায়। ৭৩

অহিংসায়াঃ প্রতিষ্ঠায়াং যোগিনঃ সন্নিধৌ তদা।
জন্তবঃ শাশ্বতং বৈরং ত্যজেয়ুস্তৎপ্রভাবতঃ ॥৭৪

অহিংসাপ্রতিষ্ঠায়াং সত্যাং যোগিনঃ সন্নিধৌ তৎপ্রভাবাদভিভূতহিংসা-বুদ্ধয়ঃ জন্তবঃ শাশ্বতং বৈরং ত্যজন্তি ॥৭৪

অহিংসার প্রতিষ্ঠা হইলে তাদৃশ যোগীর নিকটে তাঁহার প্রভাবে অভিভূত হিংসাবুদ্ধি হইয়া জন্তরা শাশ্বত বৈরভাব ত্যাগ করে। ৭৪

---

৩৬ সূ০। সত্যপ্রতিষ্ঠায়াং ক্রিয়াফলাশ্রয়ত্বম্।

৩৭ সূ০। অস্তেয়প্রতিষ্ঠায়াং সর্ব্বরত্নোপস্থানম্।

৩৬ ক্রিয়াফলপ্রদাঽমোঘা সত্যস্থৈর্য্যে চ বাগ্‌ভবেৎ।
৩৭ রত্নানি চোপতিষ্ঠন্তেঽস্তেয়স্থৈর্য্যেঽপ্যযাচিতে ॥৭৫

ক্রিয়য়া ধর্ম্মাদ্যাচরণেন যৎ সুখাদি ফলমাপ্যতে সত্যপ্রতিষ্ঠস্য যোগিনো বাচা এব তৎফলাপ্তির্ভবতি। সুখী ভব অশাতহীনো ভব ইত্যাদ্যয়া যোগিনাং বাচা শ্রোতৄণাম্ অহং সুখীত্যাদি বুদ্ধিঃ প্রাদুর্ভবতীত্যেবং সত্যপ্রতিষ্ঠায়াং বাচঃ ক্রিয়াফলাশ্রয়ত্বম্। অস্তেয়-স্থৈর্য্যে সিদ্ধে অযাচিতেঽপি রত্নানি উৎকৃষ্টদ্রব্যাণি সর্ব্বৈরাকৃষ্টবুদ্ধিভিঃ যোগিনঃ সন্নিধৌ উপস্থাপ্যন্তে ॥৭৫

সত্যস্থৈর্য্য হইলে, বাক্য ক্রিয়াফলপ্রদ এবং অমোঘ হয়। সত্য-প্রতিষ্ঠ যোগীর বাক্য শ্রবণ করিয়া লোকের হৃদয়ে তাহা এরূপ বসিয়া যায়, যে তদ্দ্বারা তাহার দৃঢ় নিশ্চয় হইয়া সেই নিশ্চয়ের অনুরূপ কর্ম্ম প্রকটিত হয় ও তৎফললাভ হয়। যেমন 'ধার্ম্মিক হও' বলিলে সে ব্যক্তির 'আমি ধার্ম্মিক' এরূপ নিশ্চয় হইয়া, ধর্ম্ম-কর্ম্মের ফল সুখ লাভ হইবে। ক্রিয়াফল অর্থে কর্ম্ম করিলে যে ফল হয়।

অস্তেয় প্রতিষ্ঠিত হইলে যোগীর নিকট রত্নসকল (স্থাবর ও জঙ্গম পদার্থের মধ্যে উৎকৃষ্ট পদার্থসকল) উপস্থিত হয়। যোগীর

প্রভাবে চেতন রত্নসকল স্বয়ং আকৃষ্ট হইয়া এবং অচেতন রত্নগণ পরের দ্বারা উপস্থাপিত হইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হয়। ৭৫ (৩৬, ৩৭ সূঃ)।

---

৩৮ সূ০। ব্রহ্মচর্য্যপ্রতিষ্ঠায়াং বীর্য্যলাভঃ।

৩৮ ব্রহ্মচর্য্য-প্রতিষ্ঠায়াং বীর্য্যলাভস্ততস্তু চ।
শিষ্যেষু জ্ঞানমাধাতুং ক্ষমো সিদ্ধীশ্চ বিন্দতে ॥৭৬

বীর্য্যলাভাৎ শিষ্যেষু জ্ঞানমাধাতুং ক্ষমো ভবতি যোগী। সিদ্ধীঃ অণিমাদীশ্চ লভতে ॥৭৬

ব্রহ্মচর্য্য প্রতিষ্ঠিত হইলে বীর্য্যলাভ হয়। বীর্য্যলাভ হইলে যোগী শিষ্যদের হৃদয়ে জ্ঞান আহিত করিতে সমর্থ হন এবং অণিমাদি-সিদ্ধিলাভের উপযোগী হন। ৭৬

৩৯ সূ০। অপরিগ্রহস্থৈর্য্যে জন্মকথন্তা-সম্বোধঃ।

অপরিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হইলে জন্মবিষয়ক কথন্তার বোধ হয়। ৩৯ সূঃ

৩৯ কোঽহমাসং কথং বাপি শরীরং কিমিদং কথম্।
ক্বাহং কথং ভবিষ্যামি চেতি সর্ব্বং বিবুধ্যতে।
বিষয়াকৃষ্টিশূন্যত্বাৎ স্থিরে জাতেঽপরিগ্রহে ॥৭৭

অপরিগ্রহপ্রতিষ্ঠায়াং বিষয়াকৃষ্টিশূন্যতা। ততঃ পাশমুক্ত ইব শকুনঃ স্বাধীনা বুদ্ধিঃ কোঽহমিত্যাদি-জন্মকথন্তাং বিজানাতি ॥৭৭

আমি কে ছিলাম, কিরূপে ছিলাম, এই শরীর কি ও কিরূপে হইয়াছে, আমি কোথা ও কিরূপে থাকিব—এই সকলের নাম জন্ম-কথন্তা। অপরিগ্রহস্থৈর্য্যে বিষয়ের আকর্ষণশূন্যত্বহেতু এই সকলের জ্ঞান হয়। বিষয়ের আকর্ষণ হইতে বুদ্ধি মুক্ত হইয়া আত্ম-বিষয়ক

প্রজ্ঞা লাভ করিতে পারে না। অপরিগ্রহস্থৈর্য্যে বিষয়াকর্ষণশূন্য হওয়াতে বুদ্ধির সেই মোহ নষ্ট হয়। ৭৭

৪০ সূ০। শৌচাৎ স্বাঙ্গজুগুপ্সা পরৈরসংসর্গঃ।

৪১ সূ০। সত্ত্বশুদ্ধি-সৌমনস্যৈকাগ্র্যেন্দ্রিয়জয়াত্ম-
দর্শনযোগ্যত্বানি চ।

শৌচ হইতে নিজের শরীরে ঘৃণা এবং পরের সহিত অসংসর্গ হয়॥ ৪০ সূঃ

৪০ দেহে বাহ্যাৎ জুগুপ্সা স্যাদ্-অসংসর্গঃ পরৈঃ সহ।
আভ্যন্তরাৎ তথা শৌচাদ্-বুদ্ধির্ভবতি নির্ম্মলা॥৭৮

৪১ ততশ্চ মানসং সৌখ্যং পরমেকাগ্রতা তথা।
ইন্দ্রিয়াণাং জয়শ্চ স্যাদ্ যোগ্যতা চাত্মদর্শনে॥৭৯

বাহ্যশৌচাৎ স্বদেহে জুগুপ্সা জুগুপ্সিততমৈঃ পরদেহৈঃ সহ চ সংসর্গাহলিপ্সা। আভ্যন্তরাৎ শৌচাচ্চ সত্ত্বশুদ্ধিঃ। ততঃ সৌমনস্য-রূপং পরং মানসং সৌখ্যম্, ঐকাগ্র্যম্, ইন্দ্রিয়জয়ঃ, আত্মদর্শনযোগ্যতা চ প্রজায়তে॥৭৮॥৭৯

বাহ্য শৌচ হইতে স্বদেহে ঘৃণা হয় এবং তজ্জন্য পরের (পুত্র-কলত্রাদির) সহিত সংসর্গ করিতে ইচ্ছা বিগত হয়। ৭৮

আভ্যন্তর শৌচ হইতে বুদ্ধি বা জ্ঞানশক্তি নির্ম্মল হয় এবং সৌমনস্য, (মানস সুখ) একাগ্রতা, ইন্দ্রিয়জয় ও আত্মদর্শনে যোগ্যতা হয়। ৭৯

---

৪২ সূ০। সন্তোষাদনুত্তমসুখলাভঃ।

সন্তোষ স্থির হইলে অনুত্তম সুখলাভ হয়॥ ৪২ সূঃ

৪২ যচ্চ কামসুখং লোকে যচ্চ দিব্যং মহৎ সুখম্।
সন্তোষজসুখস্যৈতে নার্হতঃ ষোড়শীং কলাম্॥৮০

সন্তোষস্থৈর্য্যে অনুত্তমঃ সুখলাভঃ। যচ্চেতি স্পষ্টম্॥৮০

এই পৃথিবীতে কাম্য বিষয়প্রাপ্তি জনিত যে সুখ হইতে পারে, এবং দিব্য যে মহৎসুখ, সেই সেই সুখ সন্তোষের প্রতিষ্ঠাজাত সুখের ষোড়শাংশের একাংশেরও তুল্য নহে। ৮০

৪৩ সূ০। কায়েন্দ্রিয়সিদ্ধিরশুদ্ধিক্ষয়াত্তপসঃ।

তপ হইতে অশুদ্ধি ক্ষয় হওয়াতে শরীর ও ইন্দ্রিয়ের সিদ্ধি সকল প্রাদুর্ভূত হয়। ৪৩ সূঃ

৪৩ শরীরেন্দ্রিয়সিদ্ধয়ো যেঽণিমাপ্রাতিভাদয়ঃ।
প্রাদুর্ভূয়ুঃ তপঃস্থৈর্য্যে হি যোগিনি মলক্ষয়াৎ॥৮১

অণিমাদয়ঃ শারীরসিদ্ধয়ঃ প্রাতিভাদয়ঃ জ্ঞানোৎকর্ষরূপাঃ ইন্দ্রিয়-সিদ্ধয়ঃ। তপসা অশুদ্ধিক্ষয়াৎ তাঃ সিদ্ধয়ঃ প্রদুর্ভূযুঃ॥৮১

অণিমালঘিমাদি শরীরের সিদ্ধি, প্রাতিভ-শ্রাবণাদি (৩। ৫৭ কারিকা দ্রষ্টব্য) ইন্দ্রিয়-সিদ্ধি। তপস্যার দ্বারা শরীর ও ইন্দ্রিয়ের চাঞ্চল্য ও জড়তারূপ দোষ ক্ষয় হইলে এই সকল সিদ্ধি প্রাদুর্ভূত হইতে পারে। ৮১

৪৪ সূ০। স্বাধ্যায়াদিষ্টদেবতাসম্প্রয়োগঃ।

স্বাধ্যায়ের প্রতিষ্ঠা হইলে ইষ্টদেবতার সহিত সংযোগ (সাক্ষাৎকার) হয়। ৪৪ সূঃ

অমরা ঋষয়ঃ সিদ্ধাঃ স্বাধ্যায়স্থিতযোগিনঃ।
দর্শনং হ্যধিগচ্ছন্তি বর্ত্তন্তে চাস্য কর্ম্মণি ॥৮২

দেবা ঋষয়ঃ সিদ্ধাশ্চ স্বাধ্যায়প্রতিষ্ঠস্য যোগিনো দর্শনমধিগচ্ছন্তি। কর্ম্মণি চাস্য বর্ত্তন্তে কার্য্যাণি সাধয়েয়ুরিত্যর্থঃ ॥৮২

দেব, ঋষি ও সিদ্ধগণ স্বাধ্যায়প্রতিষ্ঠ যোগীর দৃষ্টিগোচর হন এবং তাঁহাদের দ্বারা যোগীর কার্য্যসিদ্ধিও হয়। ৮২

৪৫ সূ০। সমাধিসিদ্ধিরীশ্বরপ্রণিধানাৎ।

ঈশ্বরপ্রণিধান হইতে সমাধিসিদ্ধি হয় ॥ ৪৫ সূঃ

ঈশ্বরপ্রণিধানস্য প্রকর্ষেণ হি যোগিনঃ।
ঈশ্বরার্পিতচিত্তস্য সমাধিঃ সম্প্রসিধ্যতি ॥৮৩

সমাধিসিদ্ধিরীশ্বরপ্রণিধানাদিতি সূত্রম্ ॥৮৩

ঈশ্বরপ্রণিধানের প্রকর্ষ হইতে ঈশ্বরার্পিতচেতা যোগীর সমাধি সিদ্ধ হয়। ঈশ্বর সমাহিতচেতা। এরূপ প্রশান্ত ঈশ্বরের ভাবনা সম্যক্ সাধিত হইলে তৎফলে যোগীর চিত্তও সমাহিত হয়। ৮৩

৪৬ সূ০। স্থিরসুখমাসনম্।

স্থির ও সুখাবহ অবস্থিতির নাম আসন ॥ ৪৬ সূঃ

৪৭ সূ০। প্রযত্নশৈথিল্যানন্তসমাপত্তিভ্যাম্।

প্রযত্ন-শৈথিল্য হইতে এবং চিত্তকে অনন্তে সমাপন্ন করিলে আসন সিদ্ধ হয় ॥ ৪৭ সূঃ

৪৮ সূ০। ততো দ্বন্দ্বানভিঘাতঃ।

আসনজয় হইলে দ্বন্দ্বের দ্বারা বাধাবোধ হয় না ॥ ৪৮ সূঃ

৪৬ পদ্মাসনাদয়ঃ স্যুশ্চেৎ সুনিশ্চলসুখাবহাঃ।
তদা ভবন্তি যোগাঙ্গং দ্বন্দ্বজাহশাতনাশনম্ ॥৮৪

সিদ্ধিভিঃ সহ যমনিয়মা বিবৃতাঃ। আসনমুচ্যতে। পদ্মসিদ্ধস্বস্তিকাদীনি আসনানি চেৎ সুনিশ্চলানি সুখাবহানি স্যুঃ তদা যোগাঙ্গভূতানি আসনানি স্যুঃ। নান্যথা। চিত্তবিক্ষেপকরত্বাৎ। আসনঞ্চ সুসিদ্ধং শীতোষ্ণক্ষুৎপিপাসাদিদ্বন্দ্বজাতম্ অশাতম্ অসুখম্ অভিঘাতমিত্যর্থঃ নাশয়েৎ ॥৮৪

পদ্মাসন স্বস্তিকাসন বীরাসন প্রভৃতি যদি সুনিশ্চল ও সুখাবহ হয়, তবেই তাহা যোগাঙ্গভূত আসন হয়। আর তদ্দ্বারা শীত-উষ্ণ ক্ষুৎপিপাসা আদি দ্বন্দ্বজনিত যে শারীরিক অশাত বা পীড়া তাহার বোধ থাকে না। শরীর অতি স্থির শূন্যবৎ হয় বলিয়া পীড়া বোধ থাকে না। ৮৪

৪৮ অনন্তাকাশমস্মীতি ভাবনাৎ মৃতবত্তথা।
সর্ব্বপ্রযত্ন-শৈথিল্যাদ্-আসনং হ্যেতি সিদ্ধতাম্ ॥৮৫

অনন্তাকাশমহমস্মীতি অনন্তসমাপত্ত্যা চ মৃতবৎশরীরপ্রযত্নশৈথিল্যাচ্চ আসনং সিদ্ধতামেতি। শরীরং কাষ্ঠবৎ স্থিরং নিশ্চেষ্টং শূন্যবচ্চ ভাবয়িত্বা আসনং সাধনীয়ম্ ॥৮৫

আমি অনন্ত আকাশ-স্বরূপ এরূপ ভাবনা অর্থাৎ অনন্ত-সমাপত্তি করিলে এবং মৃত ব্যক্তির ন্যায় সমস্ত প্রযত্ন শিথিল করিয়া অর্থাৎ "গা ছাড়িয়া দিয়া" থাকার অভ্যাস করিলে আসন সিদ্ধ হয়। ৮৫

৪৯ সূ০। তস্মিন্ সতি শ্বাসপ্রশ্বাসয়োর্গতিবিচ্ছেদঃ প্রাণায়ামঃ।

আসন স্থির হইলে যথাবিধানে শ্বাস ও প্রশ্বাসের গতিবিচ্ছেদ করার নাম এক একটী প্রাণায়াম। ৪৯ সূঃ

৪৯সত্যাসনে সুসিদ্ধে চ প্রশ্বাসশ্বাসয়োস্ততঃ।
যোঽন্তর্বহির্গতিচ্ছেদঃ প্রাণায়ামঃ স উচ্যতে ॥৮৬

আসনে সুসিদ্ধে সতি শ্বাসঃ বায়োঃ পূরণং, প্রশ্বাসঃ রেচনং তয়োর্যো গতিবিচ্ছেদঃ স প্রাণায়ামঃ। শ্বাসস্য অন্তর্গতিচ্ছেদঃ প্রশ্বাসস্য বহির্গতিচ্ছেদঃ। কিয়ৎকালং যাবৎ শ্বাসপ্রশ্বাসয়োর্গতিবিচ্ছেদকরণমেকঃ প্রাণায়াম ইত্যর্থঃ ॥৮৬

আসনসিদ্ধি হইলে তদনন্তর প্রশ্বাস ও শ্বাসের যে অন্তর্গতি ও বহির্গতি রোধ করা, তাহাই প্রাণায়াম। কোন উত্তম ধ্যেয় বিষয়ে চিত্তকে আবদ্ধ করিয়া, অন্যচিন্তাশূন্য হইয়া বিধানানুসারে কতক সময়ের জন্য শ্বাসের অন্তর্গতির এবং প্রশ্বাসের বহির্গতির যে বিচ্ছেদ করা, তাহার নাম এক প্রাণায়াম। এইরূপ শ্বাসপ্রশ্বাস-রোধের সহিত চিত্তরোধের ধারার অভ্যাস করা প্রাণায়ামাভ্যাস। যে শ্বাসপ্রশ্বাস রোধের সহিত চিত্তরোধ হয় না, তাহা যোগাঙ্গভূত প্রাণায়াম নহে। ৮৬

৫০ সূ০। বাহ্যাভ্যন্তর-স্তম্ভবৃত্তি-র্দেশ-কাল-সংখ্যাভিঃ
পরিদৃষ্টো দীর্ঘ-সূক্ষ্মঃ।

প্রাণায়াম ত্রিবিধ বাহ্যবৃত্তি, আভ্যন্তরবৃত্তি, ও স্তম্ভবৃত্তি। তাহারা দেশ, কাল ও সংখ্যার দ্বারা পরিদৃষ্ট হইয়া অভ্যস্ত হয়, এবং অভ্যস্ত হইলে দীর্ঘ ও সূক্ষ্ম হয়। ৫০ সূঃ

৫০ রেচকান্তো গতিচ্ছেদঃ পূরকান্তস্তথৈব চ।
বাহ্যাভ্যন্তরবৃত্তী তৌ রেচপূরৌ বিনা তথা ॥

বিধারকপ্রযত্নেন শ্বাসপ্রশ্বাসয়োঃ সকৃৎ।
গত্যভাবে সুনৈশ্চল্যং স্তম্ভবৃত্তির্নিগদ্যতে ॥৮৭

প্রাণায়ামস্য তিস্রো বৃত্তয়ঃ বাহ্যবৃত্তিরাভ্যন্তরবৃত্তিঃ স্তম্ভবৃত্তিশ্চেতি। কৌষ্ঠ্যং বায়ুং রেচয়িত্বা বহিরেব ধারণং বাহ্যবৃত্তিঃ প্রাণায়ামঃ। বাহ্যং বায়ুম্ আচম্য অন্তর্দ্ধারণরূপো গতিবিচ্ছেদ আভ্যন্তরবৃত্তিঃ। আচমন-নিঃসারণৌ অকৃত্বা সকৃৎ বিধারকপ্রযত্নেন যৎ শ্বাসপ্রশ্বাসয়োর্গত্যভাবং কৃত্বা সুনিশ্চলেন শরীরেণ চেতসা চাবস্থানং কিয়ৎকালং যাবৎ তদেকঃ স্তম্ভবৃত্তিঃ প্রাণায়ামঃ। শ্বাসপ্রশ্বাসয়োর্গত্যভাবঃ প্রাণায়ামঃ। তত্র শ্বাসপূর্ব্বকঃ প্রশ্বাসপূর্ব্বকস্তথা প্রযত্নবিশেষেণ সকৃচ্চেতি য এষ ত্রিবিধঃ শ্বাসপ্রশ্বাসয়োর্গত্যভাবঃ স ত্রিবিধঃ প্রাণায়ামঃ। তত্র বাহ্যাভ্যন্তর-বৃত্ত্যোর্যৌ নিঃসারণাপূরণ-প্রযত্ন-শ্রমকৃত্বা সকৃদ্বিধারণং স্তম্ভবৃত্তৌ কার্য্যম্। তান্ এব প্রাণায়ামান নিঃসঙ্কল্পেন মনসা আধ্যাত্মিকে দেশে বিধৃতেন শূন্যবৎ-শরীরমনোভাবেন চ যুক্তঃ সমভ্যসেৎ। তত এব প্রাণায়ামঃ চিত্তস্থৈর্য্যকরং যোগাঙ্গং ভবতি নান্যথা ॥৮৭

বায়ু রেচন করিয়া পরে তাহাকে বাহিরেই ধারণ করার নাম বাহ্যবৃত্তি প্রাণায়াম। সেইরূপ বায়ুর দ্বারা ফুস্ফুস্ পূরণ করিয়া অন্তরেই তাহা ধারণ করার নাম আভ্যন্তরবৃত্তি প্রাণায়াম। আর রেচনপূরণ সম্যক্‌রূপে না করিয়া সহসা আভ্যন্তরিক প্রযত্ন-বিশেষের দ্বারা শ্বাসপ্রশ্বাসের যে গত্যভাব হয় এবং তৎসহ শরীরে-ন্দ্রিয়ের যে সুনিশ্চলতা হয়, তাহার নাম স্তম্ভবৃত্তি প্রাণায়াম।

ইহারা আধুনিক রেচক, পূরক ও কুম্ভক নহে, কিন্তু প্রাচীন প্রাণায়ামপ্রণালী। ৮৭

স দেশ-কাল-সংখ্যানাং পরিদৃষ্ট্যা প্রসাধিতঃ।
ত্রিবিধঃ প্রাণরোধঃ স্যাদ্ দীর্ঘো বা সূক্ষ্ম এব চ ॥৮৮

দেশপরিদৃষ্টিঃ কালপরিদৃষ্টিঃ সংখ্যাপরিদৃষ্টিশ্চেতি ত্রিভিঃ পরিদর্শনৈঃ সাধিতঃ প্রাণায়ামো দীর্ঘঃ সূক্ষ্মশ্চ ভবতি। দেশঃ হৃদাদিঃ আধ্যাত্মিকঃ প্রদেশঃ, তত্র ধৃতচিত্ততা দেশপরিদর্শনম্। ইয়ৎকালাবচ্ছিন্নপ্রাণায়ামঃ কার্য্য ইতি কালপরিদর্শনম্। স্বস্থস্য পুরুষস্য সুপ্তস্য শ্বাসপ্রশ্বাসকালঃ মাত্রা। দ্বাদশমাত্রাভিঃ প্রথম উদ্‌ঘাতঃ চতুর্ব্বিংশতিমাত্রাভির্দ্বিতীয় উদ্‌ঘাতঃ ষট্‌ত্রিংশন্মাত্রাভিস্তৃতীয় উদ্‌ঘাতঃ। উদ্‌ঘাতঃ প্রাণরোধকাল-বিশেষঃ। যাবৎকালং রুদ্ধাঃ প্রাণা উদ্বেগং জনয়ন্তি তাবদেব কালঃ উদ্‌ঘাতঃ। শ্বাসপ্রশ্বাসসংখ্যাভিঃ উদ্‌ঘাতকালস্য নিশ্চেয়ত্বাৎ উদ্‌ঘাতঃ সংখ্যাপরিদর্শনম্। সংখ্যাপরিদর্শনং কালপরিদর্শনভেদ এব। এবং দেশকালসংখ্যাভিঃ পরিদৃষ্টা প্রাণায়ামা অভ্যস্তা দীর্ঘাঃ সূক্ষ্মাশ্চ ভবন্তি ॥৮৮

ঐ তিন প্রাণায়াম দেশ, কাল এবং সংখ্যার দ্বারা পরিদৃষ্ট হইয়া সাধিত হইলে দীর্ঘ এবং সূক্ষ্ম হয়। দেশপরিদৃষ্টি যথা— হৃদয়াদি দেশে চিত্ত ধারণা করিয়া প্রাণায়াম। কিঞ্চ প্রশ্বাস নাসাগ্র হইতে যত অল্প দূর যায় তাহা লক্ষ্য করা বাহ্যদেশপরিদৃষ্টি। শ্বাসের হৃদয়াদি আভ্যন্তর দেশে গমন অনুভব করাও সেইরূপ আভ্যন্তর-দেশপরিদৃষ্টি।

সংখ্যাপরিদৃষ্টি কালপরিদৃষ্টির ভেদ। উদ্‌ঘাতক্রমে যে কালপরিদৃষ্টি হয়, তাহাই সংখ্যাপরিদৃষ্টি। সুস্থ মানুষের স্বাভাবিক শ্বাস প্রশ্বাসের কালের নাম মাত্রা। দ্বাদশমাত্রা প্রথম উদ্‌ঘাত। শ্বাস বন্ধ করিলে ঐ পরিমাণ কালে প্রশ্বাসের জন্য উদ্বেগ বা উদ্‌ঘাত হয়। অভ্যাস বলে উদ্‌ঘাতের কাল বাড়িয়া যায়। শ্বাসপ্রশ্বাসের সংখ্যার দ্বারা উদ্‌ঘাত নির্ণীত হয় বলিয়া ইহার নাম সংখ্যাপরিদৃষ্টি। ৮৮

দেশেনালোচিতাঃ সর্ব্বে লোচিতাঃ কালসংখ্যয়োঃ।
আধিক্যেন মতা দীর্ঘাঃ সূক্ষ্মা নৈপুণ্যসাধিতাঃ ॥৮৯

সর্ব্বে প্রাণায়ামা দেশেন আলোচনীয়াঃ। তে কালস্য সংখ্যায়াশ্চ আধিক্যেন পরিদৃষ্টা দীর্ঘা ভবন্তি। ষট্‌ত্রিংশন্মাত্রাবচ্ছিন্নকালব্যাপী দীর্ঘ ইত্যর্থঃ। তত্র প্রাণবৃত্তয়ঃ সূক্ষ্মা একাকারপ্রবাহিন্যঃ ভবন্তি ॥৮৯

ঐ ত্রিবিধ প্রাণায়ামই দেশের দ্বারা আলোচিত বা পরিদৃষ্ট হওয়া আবশ্যক। তাহারা কাল এবং সংখ্যার আধিক্যের দ্বারা অর্থাৎ অধিক কাল ও অধিক সংখ্যার দ্বারা পরিদৃষ্ট হইলে দীর্ঘ হয়। আর, নৈপুণ্যের সহিত সাধিত হইলে সূক্ষ্ম হয়। সূক্ষ্ম হইলে শ্বাসপ্রশ্বাস অতি ক্ষীণ হয়। ৮৯

৫১ সূ०। বাহ্যাভ্যন্তরবিষয়াক্ষেপী চতুর্থঃ।

বাহ্য ও আভ্যন্তর বিষয়ের আলোচনপূর্ব্বক প্রাণায়াম অভ্যাস করিয়া পরে তাহা অতিক্রমপূর্ব্বক যে স্তম্ভবৃত্তি হয়, তাহার নাম চতুর্থ প্রাণায়াম। ৫১ সূঃ

দেশাদিবিষয়াণাঞ্চ পরিদৃষ্ট্যা প্রসাধনাৎ।
বাহ্যে চাভ্যন্তরে জাতে দীর্ঘে সূক্ষ্মে ততঃ পুনঃ।
স্তম্ভবৃত্তিরতিক্রম্য পরিদৃষ্টিং হি তুর্য্যকঃ ॥৯০

বাহ্যাভ্যন্তরবৃত্তিপ্রাণায়াময়োঃ দেশকালাদিবিষয়াণাং পরিদর্শনপূর্ব্বকঃ তৃতীয়ঃ স্তম্ভবৃত্তিঃ প্রাণায়ামঃ সকৃৎপ্রযত্নেন সাধনীয়ঃ। তথা সাধনাৎ বাহ্যে চাভ্যন্তরে প্রাণায়ামে দীর্ঘে সূক্ষ্মে চ জাতে ততশ্চ বিষয়পরিদর্শনমতিক্রম্য আক্ষিপ্য ত্যক্তে্বত্যর্থঃ, যঃ স্তম্ভবৃত্তিঃ প্রাণায়ামঃ স তুর্য্যকঃ চতুর্থসংজ্ঞকঃ। তৃতীয়া স্তম্ভবৃত্তিঃ সকৃৎপ্রযত্নাদ্বিধারণং চতুর্থী চ অভ্যাসনৈপুণ্যাৎপূর্ব্বভূমীঃ অতিক্রম্য সূক্ষ্মীভূতানাং প্রাণানাং বিধারণমিতি ভেদঃ দ্রষ্টব্যঃ ॥৯০

বাহ্য এবং আভ্যন্তর বৃত্তির যে দেশাদি বিষয়, তাহার পরিদর্শন

সুসাধিত হইলে তাহা অতিক্রমপূর্ব্বক যে স্তম্ভবৃত্তি প্রাণায়াম হয় তাহা চতুর্থ। তৃতীয় স্তম্ভবৃত্তি প্রথমেই হয়, আর দেশাদি বিষয়ের পরিদর্শনপূর্ব্বক আদ্য ত্রিবিধ-প্রাণায়াম অভ্যাস করিলে যখন শ্বাস-প্রশ্বাস ক্ষীণ বা সূক্ষ্ম হয়, তখন সেই দেশাদির আলোচন ত্যাগ করিয়া যে স্তম্ভবৃত্তি বা সম্যক্ প্রাণবৃত্তিরোধ করা যায়, তাহা চতুর্থ প্রাণায়াম। ৯০

---

৫২ সূ০। ততঃ ক্ষীয়তে প্রকাশাবরণম্।

প্রাণায়াম হইতে বুদ্ধিসত্ত্বের আবরণ ক্ষীণ হয়। ৫২ সূঃ

৫৩ সূ০। ধারণাসু চ যোগ্যতা মনসঃ।

ধারণা সকলেও মনের যোগ্যতা হয়। ৫৩ সূঃ

৫২ ৫৩ সত্ত্বস্যাবরণং তস্মাৎ ক্ষীয়তে চ প্রতিক্ষণম্।

স্যাদ্ধারণাসু যোগ্যত্বম্ আধ্যাত্মে চিত্তবন্ধনাৎ ॥৯১

প্রাণায়ামফলমাহ। প্রাণায়ামৎ বুদ্ধিসত্ত্বস্যাবরণং প্রতিক্ষণং ক্ষীয়তে আধ্যাত্মিকে দেশে চিত্তস্থাপনাৎ দেশবন্ধচিত্ততারূপাসু ধারণাসু চ যোগ্যতা ভবতি ॥৯১

প্রাণায়াম হইতে বুদ্ধিসত্ত্বের আবরণ প্রতিক্ষণ ক্ষীণ হইতে থাকে। কারণ এতদ্দ্বারা শারীরাভিমান বিশ্লথ হয়। আর প্রাণায়াম-কালে আধ্যাত্মিকদেশে চিত্তকে বন্ধন করা যায় বলিয়া দেশবন্ধরূপ ধারণা-সকলেও প্রাণায়াম হইতে যোগ্যতা হয়। ৯১

---

৫৪ সূ০। স্ববিষয়াঽসম্প্রয়োগে চিত্তস্য স্বরূপানুকার ইবেন্দ্রিয়াণাং প্রত্যাহারঃ।

ইন্দ্রিয়গণ যখন স্বীয় স্বীয় বিষয়ের উপলব্ধি না করিয়া চিত্তস্বরূপের অনুকরণ করে তখন তাহাদের প্রত্যাহার হইয়াছে বলা যায়॥ ৫৪ সূঃ

৫৪ সন্ত্যজ্য বিষয়ং স্বং স্বং যদা বশ্যেন্দ্রিয়াণি হি।
অনুকুর্ব্বন্তি চিত্তন্ত প্রত্যাহারস্তদা ভবেৎ ॥৯২

প্রত্যাহারমাহ। বশ্যানি ইন্দ্রিয়াণি যদা স্বং স্বং বিষয়ং সন্ত্যজ্য চিত্তমনুকুর্ব্বন্তি যত্র চিত্তং তত্রৈব তিষ্ঠন্তীত্যর্থঃ তদা ইন্দ্রিয়াণাং প্রত্যাহারঃ ভবতি ॥৯২

যখন বশীভূত ইন্দ্রিয়গণ স্ব স্ব বিষয়ের গ্রহণ ত্যাগ করিয়া চিত্তের অনুকরণ করে অর্থাৎ চিত্তক্রিয়ার যেন অনুরূপক্রিয়াসম্পন্ন হয়, তখন তাহাদের প্রত্যাহার সিদ্ধ হয়। ৯২

---

৫৫ সূ০। ততঃ পরমা বশ্যতেন্দ্রিয়াণাম্।

প্রত্যাহার হইতে ইন্দ্রিয়গণের সর্ব্বোত্তম বশ্যতা হয়॥ ৫৫ সূঃ

৫৫ বিষয়াঽপ্রতিপত্তৌ বৈ ঐকাগ্র্যাদীন্দ্রিয়াণি হি।
বশ্যতাং পরমাং চেয়ুঃ প্রত্যাহারেণ যোগিনাম্।৯৩

ইতি সাংখ্যযোগাচার্য্য-শ্রীহরিহরানন্দ-আরণ্যবিরচিতায়াং
যোগকারিকায়াং দ্বিতীয়পাদঃ।

প্রত্যাহারফলমাহ। চেতস ঐকাগ্র্যাৎ প্রত্যাহারেণ চিত্তানুকারিণা বিষয়াঽপ্রতিপত্তৌ সম্প্রয়োগাভাবে বিষয়জ্ঞানরাহিত্যাদিত্যর্থঃ, ইন্দ্রিয়াণি পরমাং বশ্যতামিয়ুঃ। সর্ব্বেষু ইন্দ্রিয়বিজয়েষু শ্রেষ্ঠঃ প্রত্যাহারেণ যো বিজয় ইতি ॥৯৩

ইতি যোগকারিকাটীকায়াং সরলায়াং দ্বিতীয়পাদঃ।

ঐকাগ্র্যহেতু প্রত্যাহারে বিষয়সকলের গ্রহণ রুদ্ধ হয়, বলিয়া অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণ চিত্তের সম্পূর্ণ অধীন হয় বলিয়া, প্রত্যাহারের দ্বারা যোগীদের ইন্দ্রিয়গণ পরমা বশ্যতা প্রাপ্ত হয়।

ইতি যোগকারিকার দ্বিতীয় পাদের অনুবাদ।

অথ তৃতীয়পাদঃ।

১ সূঃ। দেশবন্ধশ্চিত্তস্য ধারণা।

বাহ্য বা আধ্যাত্মিক কোন দেশে চিত্তকে বাঁধিয়া রাখার নাম ধারণা। ১ সূঃ

অথ কারিকা।

উক্তানি বহিরঙ্গানি ত্রয়মত্রান্তরঙ্গকম্।
যোগস্য সহভাবিন্যঃ কথ্যন্তেঽপি বিভূতয়ঃ ॥১

ধারণা-ধ্যান-সমাধয় ইত্যেতত্ত্রয়মন্তরঙ্গং সিদ্ধয়শ্চ তৎসহভাবিন্যঃ অত্র পাদে কথিতাঃ ॥১

যোগের পঞ্চ বহিরঙ্গ উক্ত হইয়াছে। এইপাদে তিন অন্তরঙ্গ এবং যোগের সহভাবী বিভূতিসকল উক্ত হইতেছে। ১

আধ্যাত্মহার্দ্দপদ্মাদৌ দেশে প্রত্যাহৃতেন্দ্রিয়ে।
বাহ্যে বা বৃত্তিমাত্রেণ চিত্তে বন্ধস্তু ধারণা ॥২

প্রত্যাহৃতেন্দ্রিয়চিত্তে সতি হৃৎপদ্মাদৌ আধ্যাত্মিকে দেশে, তথা বৃত্তিমাত্রেণ বা বাহ্যে দেশে যশ্চিত্তবন্ধঃ সা ধারণা। ন তু হৃৎপদ্মাদৌ ভাবনামাত্রং ধারণা। যদা চিত্তমভিমতদেশ এব তিষ্ঠতি ন বিষয়ান্তরং গৃহ্লাতি প্রত্যাহৃতত্বাদীন্দ্রিয়াণাঞ্চ ন বিষয়সংযোগেন লোলং ভবতি তদৈব ধারণারূপং যোগাঙ্গমিতি জ্ঞেয়ম্। অপ্রত্যাহৃতস্য যোগাঙ্গভূতা ধারণা ন স্যাৎ ॥২

ইন্দ্রিয়সকল প্রত্যাহৃত হইলে, হৃৎপদ্মাদি আধ্যাত্মিক দেশে অথবা বাহ্যদেশে চিত্তের বন্ধনের নাম ধারণা। আধ্যাত্মিক দেশে

অনুভবের দ্বারা সাক্ষাৎ চিত্তবন্ধ হয়, আর বাহ্যদেশে তদাকার বৃত্তির দ্বারা চিত্তবন্ধ হয়। ২

২ সূ০। তত্র প্রত্যয়ৈকতানতা ধ্যানম্।

ধারণাতে যে জ্ঞানবৃত্তির একতানতা বা অবিচ্ছিন্নধারা তাহার নাম ধ্যান। ২ সূঃ

২ দেশে চ ধারণায়ন্তে জ্ঞানবৃত্ত্যেকতানতা।
তৈলধারাবদচ্ছিন্না ধ্যানং তদ্‌যোগিনো বিদুঃ ॥৩

বিষয়ান্তরাপ্রতিপত্তৌ সত্যাং কস্মিংশ্চিদ্দেশে বন্ধ এব ধারণা তদা প্রত্যয়া একতানা ন ভবন্তি কিন্তু জলবিন্দুধারাবৎ সদৃশাঃ ভবন্তি। যস্তু সদৃশানাং প্রত্যয়ানামেকতানতাসম্পাদনং তদ্ধ্যানম্। তৈলধারাবৎ একতানতা, তদা সদৃশানাং প্রত্যয়ানাং প্রবাহো নানুভূয়তে যথা ধারণায়াং, কিন্তু একপ্রত্যয় ইব উদিত ইত্যনুভূয়তে। তাদৃশী প্রত্যয়স্য একতানতা ধ্যানম্ ॥৩

ধারণায়ত্ত দেশে যে জ্ঞানবৃত্তির একতানতা, যাহা তৈলধারার মত অবিচ্ছিন্ন তাহাকে যোগীরা ধ্যান বলেন। ৩

৩ সূ০। তদেবার্থমাত্রনির্ভাসং স্বরূপশূন্যমিব সমাধিঃ।

ধ্যান যখন কেবল ধ্যেয়মাত্রনির্ভাস এবং স্বরূপশূন্যের ন্যায় হয় তখন তাহাকে সমাধি বলা যায় ॥ ৩ সূঃ

৩ ধ্যেয়ার্থমাত্রনির্ভাসং ধ্যাতৃধ্যানবিহীনবৎ।
যদা ভবতি বৈ ধ্যানং সমাধিস্তৎ তদা ভবেৎ ॥৪

যদা ধ্যানং ধ্যেয়ার্থমাত্রনির্ভাসং ধ্যেয়স্বরূপমাত্রোপরক্তম্, অহং ধ্যায়ামীতি গ্রহীতৃগ্রহণস্বরূপস্য বিস্মরণস্বভাবকঞ্চ ভবতি, তদা তদ্ধ্যানং সমাধির্ভবেৎ। তত্র চ চিত্তস্য সম্যক্ স্থৈর্য্যম্। তদা হি ধ্যেয়বিষয়স্য প্রখ্যাতিঃ স্বস্বরূপস্য চাখ্যাতিঃ ॥৪

যখন ধ্যানে কেবল ধ্যেয়স্বরূপমাত্র প্রকাশিত হইতে থাকে এবং ধ্যাতা ও ধ্যানের (অর্থাৎ আমি ধ্যান করিতেছি এরূপ ভাবের) স্বরূপের যখন সম্যক্ বিস্মৃতি ঘটে, তখন তাদৃশ আত্মহারার ন্যায় ধ্যানকে সমাধি বলা যায়। ৪

৪ সূ০। ত্রয়মেকত্র সংযমঃ।

৫ সূ০। তজ্জয়াৎ প্রজ্ঞালোকঃ।

ধারণা ধ্যান ও সমাধির একত্র পারিভাষিক নাম সংযম। সংযমের জয় হইতে প্রজ্ঞার উৎকর্ষ হয়। ৪। ৫ সূঃ

৫. একালম্বানি চ ত্রীণি সাধনানি হি সংযমঃ।
প্রজ্ঞায়াস্তজ্জয়াদেব বৈশারদ্যং পরং ভবেৎ ॥৫

একস্য বিষয়স্য সর্ব্বতঃ ধারণাদীনি সাধনানি পুনঃ পুনঃ ক্রিয়মাণানি সংযম ইতি পরিভাষ্যতে। সংযমজয়াৎ প্রজ্ঞায়া আলোকঃ জায়তে ॥৫

এক বিষয়ে ক্রমশঃ ঐ তিন সাধন (ধারণা, ধ্যান ও সমাধি) প্রয়োগ করিতে থাকার নাম সংযম। সংযম হইতে প্রজ্ঞার পরম উৎকর্ষ হয়। ৫

৬. জ্ঞানশক্তের্ম্মলং বিদ্যাদ্-অস্থৈর্য্যং তেন চাজ্ঞতা।
শরীরনিরপেক্ষং স্যাৎ স্থৈর্য্যং সম্যক্ সমাধিনা।
তথা ধ্যেয়গতং জ্ঞানং তস্মাৎ প্রজ্ঞা হি সংযমাৎ ॥৬

কথং প্রজ্ঞালোকঃ তদাহ। জ্ঞানশক্তেরস্থৈর্য্যং মলং তেন মলেন চ অজ্ঞতা। অস্থিরা জ্ঞানশক্তিঃ জ্ঞেয়বিষয়ে স্থিতিমলভমানা ন তং বিষয়ং সম্যক্ প্রদ্যোতয়তি। সমাধিনা জ্ঞানং শরীরনিরপেক্ষং শারীরাভিমানেনাসংকীর্ণং সম্যক্ স্বেচ্ছং স্থিরতমং তথা ধ্যেয়বিষয়গতং তত্রৈব পর্য্যবসিতমিত্যর্থঃ স্যাৎ। তস্মাৎ সংযমাৎ প্রকৃষ্টং জ্ঞানং জায়তে। দেহাভিমানেনাহনিয়মিতা স্থিরতমা ধ্যেয়বিষয়পর্য্যবসিতা জ্ঞানশক্তির্বিষয়ং সম্যগ্বিজানীয়াৎ॥৬

অস্থৈর্য্যই জ্ঞান শক্তির মল। অস্থিরতার জন্য কোন বিষয় সম্যক্ জানা যায় না। অস্থিরতা হইতে অজ্ঞতা হয়।

সমাধির দ্বারা সেই জ্ঞানশক্তি সম্যক্ স্থিরতম, শরীরনিরপেক্ষ, এবং ধ্যেয়বিষয়গত হয়, সুতরাং সংযম হইতে প্রজ্ঞা হয়। ৬

৬ সূ০। তস্য ভূমিষু বিনিয়োগঃ।

সংযম পূর্ব্ব এবং তৎপরে উত্তর ভূমি সকলে ক্রমশ বিনিয়োগ করা কর্ত্তব্য॥ ৬ সূঃ

৭ সূ০। ত্রয়মন্তরঙ্গং পূর্ব্বেভ্যঃ।

৮ সূ০। তদপি বহিরঙ্গং নির্বীজস্য।

যমাদি অপেক্ষা ধারণাদি তিনটী যোগের অন্তরঙ্গ। কিন্তু তাহারা আবার নির্ব্বীজের বহিরঙ্গ॥ ৭ ॥ ৮ সূঃ

(৬) সংযমো বিনিয়োক্তব্যঃ পৌর্ব্বাপর্য্যেণ ভূমিষু।
জিত্বা পূর্ব্বেঽধরাং ভূমিং জিগীষেদুত্তরাং ততঃ॥৭

৮—সম্প্রজ্ঞাতস্য পঞ্চভ্যো হ্যন্তরঙ্গমিদং ত্রয়ম্।
নির্বীজস্য চ তত্ত্রয়ং বহিরঙ্গং সমীরিতম্ ॥৮

স্পষ্টম্ ॥৭॥৮

পূর্ব্বোত্তরক্রমে ভূমিসকলে সংযম প্রয়োগ করা বিধেয়। পূর্ব্বে নিম্নের ভূমি জয় করিয়া পরে উপরের ভূমি জয় করিতে ইচ্ছা করিবে। ৭

যমাদি পঞ্চসাধন অপেক্ষা ধারণাদি সম্প্রজ্ঞাত যোগের অন্তরঙ্গ। কিন্তু সেই তিনটিও নির্ব্বীজের বহিরঙ্গ। ৮

---

৯ সূ॰। ব্যুত্থাননিরোধসংস্কারয়োরভিভবপ্রাদুর্ভাবৌ নিরোধক্ষণচিত্তান্বয়ো নিরোধপরিণামঃ।

ব্যুত্থানসংস্কারের (এখানে সম্প্রজ্ঞাত সংস্কারের) অভিভব এবং নিরোধসংস্কারের প্রাদুর্ভাব, এইরূপ পরিণাম যাহা নিরোধক্ষণ-স্বরূপ চিত্তে অন্বিত থাকে তাহাকে নিরোধ পরিণাম বলা যায়। ৯ সূঃ

৯ গুণবৃত্তং চলং নিত্যং তস্মাৎ ব্যুত্থানবদ্ভবেৎ।
পরিণামী নিরোধো হি তস্যাপি ক্ষয়দর্শনাৎ ॥৯

চিত্তেন্দ্রিয়ভূতানাং পরিণামত্রয়ং ব্যাখ্যাতুমুপক্রমতে। গুণেত্যা-দিনা। চলত্বাদ্ গুণবৃত্তানাং সর্ব্বে প্রাকৃতা ভাবাঃ পরিণামশীলাঃ। অতঃ অলক্ষ্যাপি নিরোধাবস্থা পরিণামিনী ব্যুত্থানবৎ। নিরোধস্য ভঙ্গ-দর্শনাৎ তদনুমীয়তে ॥৯

অতঃপর চিত্ত, ইন্দ্রিয় ও ভূতের পরিণাম ব্যাখ্যাত হইতেছে। গুণের বৃত্তিসকল নিয়ত বিকারশীল; তজ্জন্য ব্যুত্থানের ন্যায় নিরোধ অবস্থাও পরিণামী। সেই পরিণাম লক্ষ্য না হইলেও নিরোধের ক্ষয় দর্শন করিয়া তাহা অনুমিত হয়। ৯

সংস্কারা অবতিষ্ঠন্তে নিরুদ্ধে প্রত্যয়ে চাপি।
ব্যুত্থানসংস্কৃতেস্তত্র নিরোধঃ স্যাচ্চ নির্বীজঃ ॥১০

সর্ব্বপ্রত্যয়ে নিরুদ্ধেঽপি সংস্কারা অবতিষ্ঠন্তে। তৈরেব নিরোধস্য ভঙ্গঃ স্যাৎ। তত এব সংস্কারসত্ত্বানুমীয়তে। তত্র সংস্কারেষু মধ্যে ব্যুত্থানসংস্কারাণাং নিরোধসংস্কারেণাভিভবঃ। ব্যুত্থানসংস্কাররোধনমেব নির্বীজসমাধিরিতি বক্তব্যম্ ॥১০

প্রত্যয় নিরুদ্ধ হইলে সংস্কার থাকে। কারণ সেই সংস্কার হইতেই পুনঃ প্রত্যয় উঠে। সংস্কার না থাকিলে নিরোধের ভঙ্গে পুনঃ প্রত্যয় উঠিতে পারিত না। অতএব সেই অবস্থিত ব্যুত্থান সংস্কারের যে নিরোধ বা অভিভব তাহাই নির্ব্বীজ সমাধি। ১০

সপ্লবে তু নিরোধাখ্যে সমাধৌ তস্য সংস্কারাঃ।
আধীয়ন্তে চ সংস্কারাঃ ব্যুত্থানস্য প্রহীয়ন্তে ॥১১
সংস্কারস্যান্যথাভাব এবং চিত্তস্য ধর্ম্মিণঃ।
নিরোধক্ষণযুক্তস্য নিরোধপরিণামকঃ ॥১২

কথং তদ্দর্শয়তি। সপ্লবে প্লবযুক্তে নিরোধসমাধৌ তু নিরোধস্য সংস্কারা আধীয়ন্তে। ব্যুত্থানস্য সম্প্রজ্ঞাতস্যেত্যর্থঃ চ সংস্কারাঃ প্রহীয়ন্তে ক্ষীয়ন্ত ইত্যর্থঃ। সম্প্রজ্ঞাতোঽপি নিরোধাপেক্ষয়া ব্যুত্থানম্। নিরোধাভ্যাসকালে এবং সংস্কারাণাম্ অভিভবপ্রাদুর্ভাবৌ ভবতঃ। তত এব নিরোধকালবৃদ্ধির্ব্যুত্থানকালহানিঃ। এবং নিরোধরূপ-প্রত্যয়াবকাশযুক্তস্য ধর্ম্মিণশ্চিত্তস্য যঃ সংস্কারাণাং চিত্তধর্ম্মাণাম্ অন্যথাভাবঃ স নিরোধপরিণামঃ। চিত্তস্য ধর্ম্মপরিণামশ্চানেনাপি উক্তঃ ॥১১॥১২

সপ্লব (যে নিরোধের ভঙ্গ হয়) নিরোধসমাধিতে,নিরোধের সংস্কার জন্মিতে থাকে আর ব্যুত্থানের সংস্কারসকল ক্ষীণ হইতে থাকে। ১১

নিরোধের ক্ষণ বা অবসরযুক্ত অর্থাৎ প্রত্যয়ধর্ম্মশূন্য যে চিত্তরূপ ধর্ম্মী, তাহার এইরূপে সংস্কারধর্ম্মের অন্যথাভাবই নিরোধ-পরিণাম। ১২

১০ সূ০। তস্য প্রশান্তবাহিতা সংস্কারাৎ।

নিরোধের সংস্কার হইতে নিরোধাবস্থার প্রশান্তবাহিতা হয়; অর্থাৎ নির্ব্বিকারবৎ নিষ্প্রত্যয় চিত্তাবস্থার প্রবাহ হয়। ১০ সূঃ

প্রশান্তির্নিরোধঃ সম্যক্ প্রশান্তেশ্চ প্রবাহিতা।
নিরোধাভ্যাসনৈপুণ্য-জাত-সংস্কারতো ভবেৎ ॥১৩

প্রশান্তভাবস্য প্রবাহো নিরোধসংস্কারাদ্ ভবতীত্যর্থঃ ॥১৩

সম্যক্ নিরোধের নাম প্রশান্তি। নিরোধাভ্যাসনৈপুণ্যজাত সংস্কার হইতে সেই প্রশান্তির প্রবাহ হয়। ১৩

---

১১ সূ০। সর্বার্থতৈকাগ্রতয়োঃ ক্ষয়োদয়ৌ চিত্তস্য সমাধিপরিণামঃ।

চিত্তের সর্ব্বার্থতা ধর্ম্মের ক্ষয়রূপ এবং একাগ্রতা ধর্ম্মের উদয়রূপ যে অবস্থান্তর, তাহার নাম সমাধিপরিণাম ॥ ১১ সূঃ

সর্ব্বার্থতাখ্যধর্ম্মস্য চৈকাগ্রস্য ক্ষয়োদয়ৌ।
সমাধিপরিণামঃ স্যাৎ চিত্তস্য যত্তু বৈকৃতম্ ॥১৪

চিত্তস্য সমাধিপরিণাম উচ্যতে। সর্ব্বার্থতা চিত্তধর্ম্মঃ। সা চ চিত্তস্য অলাতচক্রবৎ সর্ব্বেন্দ্রিয়েষু যুগপদিব সঞ্চরণশীলতা। ঐকাগ্র্যমপি চিত্তধর্ম্মঃ। তচ্চ একস্মিন্নেব বিষয়ে স্থিতিশীলতা। তয়োঃ চিত্তধর্ম্ময়োঃ ক্ষয়োদয়ৌ সর্ব্বার্থতায়াঃ ক্ষয় একাগ্রতায়া উদয় ইত্যর্থঃ। তদ্রূপং যৎ চিত্তস্য বৈকৃতং পরিণামঃ স এব সমাধিপরিণামঃ ॥১৪

সর্ব্বার্থতা অর্থাৎ সর্ব্ববিষয়ে ব্যাপৃত থাকা বা যুগপতের ন্যায়

সর্ব্বেন্দ্রিয়ে সঞ্চরণ করা। একাগ্রতা—এক বিষয়ে স্থিতি করা। এই দুই ধর্ম্মের যে ক্ষয় এবং উদয় অর্থাৎ সর্ব্বার্থতার ক্ষীণ হইতে থাকা এবং একাগ্রতার উদিত হইতে থাকা, এই প্রকার চিত্তপরিণামের নাম সমাধিপরিণাম।১৪

---

১২ সূ॰। ততঃ পুনঃ শান্তোদিতৌ তুল্যপ্রত্যয়ৌ চিত্তস্যৈকাগ্রতাপরিণামঃ।

সমাধি নিষ্পন্ন হইলে তৎকালে যে অতীত ও বর্ত্তমান প্রত্যয় ঠিক একাকার হয়, তাহাকে একাগ্রতাপরিণাম বলে॥ ১২ সূঃ

১২. যঃ পুনশ্চ সমাধৌ হি বৃত্ত্যোরুত্তরপূর্ব্বয়োঃ।
ঐকাগ্র্যপরিণামঃ স সর্ব্বতস্তুল্যতা দ্বয়োঃ॥১৫

একাগ্রতাপরিণাম উচ্যতে। সমাধিকালে চিত্তস্য যঃ পরিণামঃ স ঐকাগ্র্যপরিণামঃ। তত্র পূর্ব্বায়াঃ শান্তায়া উত্তরায়া উদিতায়াশ্চেতি দ্বয়োর্বৃত্ত্যোঃ সর্ব্বতস্তুল্যতা। সদৃশানাং বৃত্তানাং প্রবাহ একাগ্রতাপরিণাম ইত্যর্থঃ॥১৫

সমাধিকালে যে পূর্ব্ব ও উত্তর বৃত্তির সর্ব্বতঃ তুল্যতা হয় তাহাকে একাগ্রতাপরিণাম বলা যায়॥ ১৫

১৩ যৌ ধর্ম্মাশ্রয়ভাবস্য ধর্ম্মাণাং হি লয়োদয়ৌ।
পূর্ব্বোত্তরক্রমেণ চ পরিণামঃ স ঈরিতঃ॥১৬

পরিণামপদার্থং লক্ষয়তি। ধর্ম্মাশ্রয়ভাবস্য ধর্ম্মিণঃ ধর্ম্মাণাং পূর্ব্বোত্তরক্রমেণ যৌ লয়োদয়ৌ পূর্ব্বস্য লয় উত্তরস্য চোদয় ইত্যর্থঃ স পরিণাম ঈরিতঃ॥১৬

ধর্ম্মাশ্রয়দ্রব্যের বা ধর্ম্মীর যে পূর্ব্ব ও উত্তর-ক্রমে ধর্ম্মসকলের লয় ও উদয় হয়, তাহাকে পরিণাম বলা যায়। ১৬

বিক্ষেপে প্রত্যয়ানাঞ্চ হ্যতুল্যানাং লয়োদয়ৌ।
সমাধৌ প্রত্যয়ানাং হি তুল্যানাং বিলয়োদয়ৌ ॥১৭

নিরোধাদিষু কথং পরিণামঃ তদ্বিবৃণোতি। বিক্ষেপাবস্থায়াম্ অতুল্যানাং প্রত্যয়ানাং লয়োদয়প্রবাহঃ। সমাধৌ চ তুল্যানাং প্রত্যয়ানাং লয়োদয়ৌ, স হি একাগ্রতাপরিণামঃ ॥১৭

তন্মধ্যে—বিক্ষেপে অতুল্য প্রত্যয়সকলের লয় ও উদয়-রূপ পরিণাম হয়। আর সমাধিতে তুল্য প্রত্যয়সকলের লয় ও উদয় হইতে থাকে। ১৭

সংস্কারাণাঞ্চ বৃত্তীনাং সম্প্রজ্ঞাতে লয়োদয়ৌ।
সার্ব্বার্থ্যৈকাগ্র্যরূপাণাং যোগে চৈকাগ্র্যভৌমিকে ॥১৮

ঐকাগ্র্যভৌমিকে সম্প্রজ্ঞাতে যোগে সংস্কারাণাং বৃত্তীনাঞ্চ লয়োদয়ৌ। তত্র ব্যুত্থানসংস্কারাণাং ব্যুত্থানপ্রত্যয়ানাঞ্চ লয়ঃ প্রজ্ঞাসংস্কারাণাং প্রজ্ঞাপ্রত্যয়ানাং বিবেকাদীনাঞ্চ উদয়ঃ। অয়ং সমাধিপরিণামঃ ॥১৮

আর একাগ্রভূমিজাত সম্প্রজ্ঞাতযোগে সংস্কার ও বৃত্তি উভয়ের লয়োদয় হইতে থাকে সর্ব্বার্থসংস্কার ও তজ্জ বৃত্তি সকলের লয়, এবং ঐকাগ্র্য সংস্কার ও তজ্জ তুল্য বৃত্তির উদয়—এইরূপ সম্প্রজ্ঞাতযোগে সমাধিপরিণাম হইতে থাকে। ১৮

তথা সংস্কারমাত্রাণাং ব্যুত্থান-রোধনাত্মনাম্।
স্যাতাং লয়োদয়ৌ যোগেহসম্প্রজ্ঞাত ইতীষ্যতে ॥১৯

অসম্প্রজ্ঞাতে যোগে সংস্কারমাত্রাণাং লয়োদয়ৌ। তত্র ব্যুত্থানস্য সম্প্রজ্ঞাতস্য চ ভার্থ্যঃ সংস্কারাণাং লয়ঃ রোধনস্য নিরোধস্য সংস্কারাণামুদয়ঃ। ব্যুত্থাননিরোধাত্মকে নিরোধে এবং সংস্কারমাত্রাণাং লয়োদয়ৌ স্যাতাম্। অয়ং নিরোধপরিণামঃ ॥১৯

আর অসম্প্রজ্ঞাত যোগ যাহা ব্যুত্থানের নিরোধস্বরূপ, তাহাতে

সংস্কারমাত্রের লয় ও উদয় হইতে থাকে। অর্থাৎ তাহাতে ব্যুত্থান-সংস্কারের রোধরূপ ও নিরোধসংস্কারের প্রাদুর্ভাবরূপ পরিণাম হইতে থাকে। অতএব নিরোধকালে চিত্তের সংস্কারধর্ম্মের মাত্র পরিণাম হয়। নিরোধ অভ্যাসের দ্বারা নিরোধকাল বাড়ে বলিয়া নিরোধেরও সংস্কার আছে। তাহার প্রাদুর্ভাবে ব্যুত্থানসংস্কার কমিয়া যায়। ১৯

---

১৩ সূ০। এতেন ভূতেন্দ্রিয়েষু ধর্ম্মলক্ষণাঽবস্থা-পরিণামা ব্যাখ্যাতাঃ।

পূর্ব্বোক্ত চিত্তপরিণামের দ্বারা ভূত ও ইন্দ্রিয়েতে ধর্ম্ম, লক্ষণ ও অবস্থা নামক তিন পরিণাম ব্যাখ্যাত হইল॥ ১৩ সূঃ

ভূতেন্দ্রিয়েষু চৈতেনোক্তাশ্চিত্ত-পরিণামেন।
ধর্ম্মশ্চ লক্ষণাবস্থে ইত্যাখ্যা পরিণামা হি ॥২০

এতেন চিত্তপরিণামেন ভূতেন্দ্রিয়েষু ধর্ম্মলক্ষণাবস্থা-পরিণামা উক্তাঃ ॥২০

ভূত (স্থূল ও সূক্ষ্ম) এবং দশবিধ বাহ্য ইন্দ্রিয়েতে যে ধর্ম্ম, লক্ষণ ও অবস্থা নামক পরিণাম হয়, তাহারাও পূর্ব্বোক্ত চিত্তপরিণামের দ্বারা ব্যাখ্যাত হইল। ২০

সদৃশাং বাসদৃক্ষাণাং ধর্ম্মাণাং বিলয়োদয়ৌ।
স ধর্ম্মপরিণামো যৌ অক্ষভূতেষু বর্ত্ততঃ ॥২১

সদৃশানাম্ অসদৃশানাং বা ধর্ম্মাণাং লয়োদয়ৌ যৌ ভূতেন্দ্রিয়েষু বর্ত্ততঃ স ধর্ম্মপরিণামঃ। যথা নিশ্চলদীপশিখায়াং তৈলস্য ধর্ম্মিণঃ প্রতিক্ষণং সদৃশধর্ম্মাণাং লয়োদয়ৌ ॥২১

সদৃশ ধর্ম্ম সকলের বা বিসদৃশ ধর্ম্মসকলের যে লয় ও উদয়ের প্রবাহ

ইন্দ্রিয় এবং ভূতে দেখা যায়, তাহাই তাহাদের ধর্ম্মপরিণাম। বাস্তব ধর্ম্মের অন্যথাভাবই ধর্ম্মপরিণাম। বাস্তব ধর্ম্ম অর্থে কোন যথার্থ, (কাল্পনিক নহে) গুণ। ভূত ও ইন্দ্রিয়ের যে তাদৃশ ধর্ম্মের পরিবর্ত্তন হয়, তাহাই তাহাদের ধর্ম্ম-পরিণাম। ২১

পিণ্ডত্ব-পরিহারেণ মৃদ্রূপস্য চ ধর্ম্মিণঃ।
ঘটত্বপরিণামঃ স্যাৎ ধর্ম্মাখ্যপরিণামকঃ ॥২২

ইদম্ অসদৃশধর্ম্মপরিণামস্যোদাহরণম্। মৃদ্ধর্ম্মিণো ধর্ম্মপরিণামঃ ইত্যর্থঃ ॥২২

মৃত্তিকাধর্ম্মীর পিণ্ডত্বধর্ম্ম পরিহার করিয়া ঘটত্বধর্ম্মযুক্ত হওয়া তাহা ধর্ম্মপরিণামের (বিসদৃশ ধর্ম্ম-পরিণামের) উদাহরণ। ২২

ভবিষ্য উদিতঃ শান্তঃ কালভেদো হি লক্ষণম্।
লক্ষণৈঃ পরিণামঃ স ভেদো যঃ কাললক্ষিতঃ ॥২৩
হিত্বানাগতমধ্বানম্ উদিতঞ্চ ততঃ পরম্।
তত্রৈবং ভিন্নতা-বুদ্ধি-রতীতাধ্বপরিগ্রহঃ ॥২৪

অতীতানাগতোদিতা ইতি ত্রিবিধঃ কালভেদো লক্ষণম্। কাল-লক্ষিতো যো ভেদঃ স লক্ষণপরিণামঃ। তদ্‌যথা অতীতো ঘটঃ, বর্ত্তমানো ঘটঃ, ভবিষ্যো ঘটঃ। এবং কাললক্ষিতঃ ভেদবুদ্ধিঃ লক্ষণপরিণামঃ ॥২৩॥২৪

অতীত অনাগত ও বর্ত্তমান এই কাল ভেদের নাম লক্ষণ। ঐ লক্ষণসকলের দ্বারা যে বিকার বা পরিণাম হয়, তাহা কাললক্ষিত ভেদ অর্থাৎ লক্ষণপরিণাম ॥ ২৩

প্রথমে অনাগত অধ্ব (বা কাল) ত্যাগ করিয়া পরে উদিত বা বর্ত্তমান অধ্বগ্রহণপূর্ব্বক তাহাও ত্যাগ করিয়া অতীত অধ্বের গ্রহণ হয়। লক্ষণপরিণামে এই প্রকারে ভিন্নতা-বুদ্ধি হয়। ভিন্নতা-বুদ্ধিই পরিণাম।

কালত্রয়ের দ্বারা যে ভিন্নত্বব্যবহার হয়—যেমন ঘট ছিল বা ঘট আছে বা ঘট থাকিবে এই প্রকার—তাহার নাম লক্ষণ-পরিণাম। ২৪

ধর্ম্মলক্ষণভিন্নত্ববুদ্ধৌ কুত্রাপি চাসত্যাম্।
পুরাণনবতাছাপি ভেদবুদ্ধির্ভবেত্তত্র।
সোঽবস্থাপরিণামো যদ্‌-এবং কল্পিতভিন্নত্বম্ ॥২৫

ধর্ম্মলক্ষণরূপায়াং ভিন্নত্ববুদ্ধৌ কুত্রচিদ্ অসত্যাং তত্রাপি অয়ং মণিঃ পুরাণীভূত ইত্যাদি-র্ভেদবুদ্ধির্দৃশ্যতে। আদিশব্দেন দেশাবস্থানভেদোঽপি গ্রাহ্যঃ। এবং কল্পিতভেদঃ অবস্থাপরিণামঃ। তত্র বাস্তবভিন্নতা ন গৃহ্যতে কিন্তু অবস্থাভিরারোপিতবস্তুভেদঃ কল্পিত ইতি। যত্র পুরাণতায়াং জীর্ণতাদিধর্ম্মপরিণামো গৃহ্যতে ন স অবস্থাপরিণামঃ ইতি বিবেচ্যম্ ॥২৫

কোন স্থলে ধর্ম্মভেদ বা লক্ষণভেদ না থাকিলেও সেখানে ইহা নব, ইহা পুরাণ, ইত্যাদি প্রকার ভেদবুদ্ধি হয়। তাদৃশ কল্পিত ভিন্নতাই অবস্থাপরিণাম।

মনে কর একটা হীরক। দু-দশ বৎসরে তাহার কিছুই ধর্ম্মপরিণাম জ্ঞাত হওয়া যায় না। আর তাহা আছে বা বর্ত্তমান; সুতরাং তাহাকে 'ছিল' বা 'থাকিবে' এরূপ করিয়া ভেদ করাও যায় না। কিন্তু সে স্থলেও 'ইহা পুরাণ হীরা' এইরূপ ভেদ করিয়া আর একটা ঠিক তত্তুল্য নূতন হীরার সহিত ভেদ করিয়া ব্যবহার করা যায়। এইরূপ ভেদবুদ্ধির নাম অবস্থা পরিণাম। স্থানভেদও এক প্রকার অবস্থাপরিণাম। যেমন ঘট এখানে ছিল এখন ওখানে আছে এইরূপ ভিন্নতা-বুদ্ধি। ২৫

ধর্ম্মাণাং বিকারস্তত্র পরিণামো হি বাস্তবঃ।
লক্ষণাদিবিকারৌ চ ব্যবহারার্থকল্পিতৌ ॥২৬

লক্ষণাবস্থাখ্য পরিণাময়ো-র্যা ভিন্নতা ন সা বাস্তবী ॥ ২৬

বিকারো ধর্ম্মিণাং ধর্ম্মৈঃ ধর্ম্মাণাং লক্ষণৈস্তথা।
লক্ষণানামবস্থাভিঃ সত্যা স্যাদ্-ধর্ম্মিবিক্রিয়া ॥২৭

ধর্ম্মিণাং ধর্ম্মৈর্ব্বিকারঃ যথা মৃদ্রূপস্য ধর্ম্মিণঃ পিণ্ডত্ব-ঘটত্বচূর্ণত্বাদি-ধর্ম্মৈর্ব্বিকারঃ। ধর্ম্মাণাং লক্ষণৈঃ পরিণামঃ যথা ঘটো মৃদ্ধর্ম্ম অতীতঃ চূর্ণো মৃদ্ধর্ম্ম উদিত, ইত্যাদি। লক্ষণানামবস্থাভিঃ পরিণামঃ যথা বর্ত্তমানঘটয়োরয়ং পুরাণঃ অয়ং নব ইতি অমুকত্র ঘটো বর্ত্তত ইতি বা। পরিণামেষু ধর্ম্মপরিণাম এব সত্যঃ বাস্তব ইতি ॥২৭

ঐ পরিণামত্রয়ের মধ্যে ধর্ম্মপরিণামই বাস্তব; লক্ষণ ও অবস্থা নামক পরিণাম ব্যবহারার্থ কল্পিত হয়। যেমন একটি ঘট। তাহা ভাঙ্গিয়া চূর্ণ হইল। সে স্থলে ঘটত্ব ধর্ম্ম যাইয়া যে চূর্ণত্ব ধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব হইল, ইহা যথার্থ এবং প্রমেয়। কিন্তু তাহাতে যে বলা যায় "ঘট নাই" বা 'ঘট অতীত কাল আছে' তাহা কাল্পনিক। সেইরূপ 'পুরাণ ঘট' বলিলে বস্তুতঃ সেইকালে যে ঘটের ধর্ম্মপরিণাম হইয়াছে, তাহা লক্ষ্য করা হয় না। অতএব প্রকৃত পক্ষে মৃত্তিকার ধর্ম্মভেদ হয় ইহাই যথার্থ। অর্থাৎ ধর্ম্ম-পরিণামই যথার্থ। ২৬

ধর্ম্মীর ধর্ম্মের দ্বারা বিকার হয়, ধর্ম্মের বিকার লক্ষণের দ্বারা হয়, আর লক্ষণের পরিণাম অবস্থার দ্বারা হয়। অতএব ধর্ম্মভেদই সত্য।

মৃত্তিকা ধর্ম্মীর ঘটত্বাদি ধর্ম্মের ভেদ হয়। ঘট ছিল, ঘট নাই, ইত্যাদি লক্ষণভেদ ঘটত্ব-ধর্ম্মের হয়। আর 'ঘট' আছে কিন্তু তাহা পুরাণ' এইরূপ যে ভেদ তাহা এক বর্ত্তমান লক্ষণপরিণামেরই অবস্থার দ্বারা ভেদ। প্রকৃতপক্ষে কিন্তু একমাত্র ধর্ম্মবিকারই সত্য। ২৭

১৪ সূ০। শান্তোদিতাব্যপদেশ্যধর্ম্মানুপাতী ধর্ম্মী।

অতীত, বর্ত্তমান ও অনাগত এই ত্রিবিধ ধর্ম্মের সমাহারই ধর্ম্মী ॥ ১৪ সূঃ

১৪ শান্তস্তথোদিতশ্চেতি তথা চাব্যপদেশ্যকঃ।
জ্ঞাতশক্তির্ভবেদ্-ধর্ম্মঃ ধর্ম্মী ধর্ম্মান্বয়ী মতঃ ॥২৮

অতীতানাগতং জ্ঞানং ব্যাচিখ্যাসুরুপক্রমতে, শান্তেত্যাদিনা ধর্ম্মাঃ শান্তা উদিতা অব্যপদেশ্যাশ্চ ত্রিবিধা ভবন্তি। দ্রব্যগতা যা শক্তি র্জ্ঞাতা, প্রমাণৈর্জ্ঞেয়ত্বমুপগতা ইত্যর্থঃ, স ধর্ম্মঃ। ধর্ম্মৈরেব ধর্ম্মী বিজ্ঞায়ত ইত্যতঃ ধর্ম্মা জ্ঞাতশক্তয়ঃ। ধর্ম্মীতি পদার্থঃ ত্রিবিধধর্ম্মান্বয়ী সূক্ষ্মাণামব্যক্তানামতীতানাগতানাং তথাচ ব্যক্তানাম্ উদিতানাম্ ধর্ম্মাণাং সমাহারঃ ধর্ম্মীত্যর্থঃ ॥২৮

অতীত, বর্ত্তমান এবং অব্যপদেশ্য এইরূপ যে জ্ঞাত শক্তি (পদার্থ সম্বন্ধে যাহা কিছু জানা যায়), তাহার নাম ধর্ম্ম। ধর্ম্মী সেই ত্রিবিধ ধর্ম্মের অন্বয়ী বা আশ্রয়। অর্থাৎ ঐ সমস্ত ধর্ম্মের সমাহারই ধর্ম্মী। ২৮

ব্যাপারোপরতঃ শান্তঃ সব্যাপারস্তথোদিতঃ।
সর্ব্বপ্রজননী শক্তি-র্যা চ ধর্ম্মিণ্যনাগত।
বিদ্যতে সূক্ষ্মরূপেণ সা স্যাদব্যপদেশ্যকঃ ॥২৯

কৃতব্যাপারঃ শান্তো, ব্যাপারযুক্ত উদিতঃ। সর্ব্বাৎ সর্ব্বং প্রজায়ত ইত্যনয়া দিশা সামান্যতঃ প্রমিতা শক্তি-র্যা ধর্ম্মিণি সূক্ষ্মরূপেণ বিদ্যমানা স অব্যপদেশ্যসংজ্ঞকঃ ধর্ম্মঃ ॥২৯

কৃতব্যাপার ধর্ম্ম শান্ত, ব্যাপারযুক্ত ধর্ম্ম উদিত, আর ধর্ম্মিতে যে অনাগত সর্ব্বপ্রজননী শক্তি সূক্ষ্মরূপে আছে, তাহার নাম অব্যপদেশ্য ধর্ম্ম। ইহার বিবরণ নিম্নে দ্রষ্টব্য।২৯

সর্ব্বভৌতিকরূপেষু ভৌতিকত্বাদ্ধি ধর্ম্মিণাম্।
সম্ভূতিযোগ্যতা চাস্তি সর্ব্বং সর্ব্বাত্মকং ততঃ ॥৩০
অসংখ্যানাগতা ধর্ম্মাঃ সিধ্যেয়ুরিতি ধর্ম্মিণি।
তত্র কশ্চিৎ যথাযোগ্যনিমিত্তেনোদিতো ভবেৎ ॥৩১

ভৌতিকানাং ধর্ম্মিণাং সর্ব্বেষু ভৌতিকরূপেষু, স্থাবরাণাং জঙ্গমেষু জঙ্গমানাং স্থাবরেষু চেত্যর্থঃ সম্ভূতিযোগ্যতা অস্তি। অভৌতিকেঽপি সমানশ্চর্চ্চঃ। তস্মাৎ সর্ব্বং সর্ব্বাত্মকং সর্ব্বকারণং ভবেদিত্যর্থঃ। ইতি হেতোঃ অসংখ্যাত্ম অনাগতা ধর্ম্মা ধর্ম্মিণি সিদ্ধেয়ুঃ বর্ত্তন্ত ইত্যর্থঃ। তেষু মধ্যে কশ্চিৎ কতিচিদ্বাপি ধর্ম্মঃ যথাযোগ্যেন নিমিত্তেন উদিতঃ অভিব্যক্তো ভবেৎ॥৩০॥৩১

ধর্ম্মিসকল ভৌতিক বলিয়া তাহারা সর্ব্বপ্রকার ভৌতিকভাবে পরিবর্ত্তিত হইতে পারে। এই জন্য বলা হয় সর্ব্বদ্রব্যই সর্ব্বাত্মক। অর্থাৎ স্থাবর হইতে জঙ্গম ও জঙ্গম হইতে স্থাবর পরিণাম হইতে পারে। ৩০

এইরূপে অসংখ্য অনাগত ধর্ম্ম ধর্ম্মীতে সিদ্ধ হয়। তন্মধ্যে কোন ধর্ম্ম যথাযোগ্য নিমিত্তের দ্বারা উদিত বা বর্ত্তমান হয়। ৩১

১৫ সূ°। ক্রমান্যত্বং পরিণামান্যত্বে হেতুঃ।

ক্রমের ভিন্নতা পরিণামের ভিন্নতার কারণ। ১৫ সূঃ

পূর্ব্বস্যানন্তরো ধর্ম্মঃ ধর্ম্মস্য ক্রম উচ্যতে।
সূক্ষ্মক্রমেণ বৈ ভাবাঃ সদা পরিণমন্তি হি।
পরিণামান্যতাহেতুঃ ক্রমাণাং ভিন্নতা ততঃ ॥৩২

এবমুদয়ৎসু ধর্ম্মেষু মধ্যে উত্তরো ধর্ম্মস্তৎপূর্ব্বস্য ক্রম ইত্যুচ্যতে। সূক্ষ্মেণ ক্ষণাবচ্ছিন্নেন ক্রমেণ সর্ব্বে ভাবাঃ পরিণমন্তি। তস্মাৎ ক্রমাণাং ভিন্নতা পরিণামস্যান্যত্বে হেতুঃ। যথা শরীরস্য জরারূপঃ পরিণামঃ। স চ সূক্ষ্মেণ প্রতিক্ষণং সম্ভবতা ক্রমেণ ভবতি ॥৩২

পূর্ব্ব ধর্ম্মের ক্রম তৎপরের ধর্ম্ম। অর্থাৎ এক ধর্ম্ম লীন হইলে তৎপরেই যে ধর্ম্ম উদিত হয় তাহা সেই পূর্ব্ব ধর্ম্মের ক্রম। সমস্ত

পদার্থ সূক্ষ্মক্রমে (ক্ষণাবচ্ছিন্ন কালে পদার্থের যে ধর্ম্মভেদ হয়, তৎক্রমে) পরিণত হইতেছে। অতএব সেই ক্রমের বা ক্রমরূপ ধর্ম্মের ভেদ হইতেই পরিণামের ভিন্নতা হয়।

ধর্ম্মিষবস্থিতা ধর্ম্মাঃ সদা সন্তঃ স্বরূপতঃ।
ব্যজ্যন্তে ক্রমেণ সূক্ষ্মেণ সন্নিমিত্তপ্রণোদিতাঃ ॥৩৩

অতএব ধর্ম্মিষু অবস্থিতাঃ সদা স্বরূপতঃ সন্তঃ ধর্ম্মাঃ সদ্ভিশ্চ নিমিত্তৈঃ প্রণোদিতা উদ্‌ঘাটিতাঃ অভিব্যজ্যন্তে। মৃদ্‌ধর্ম্মিণি ঘটত্বাদিধর্ম্মাঃ সদা অতীতানাগতত্বেন বর্ত্তন্তে কুম্ভকারাদি-নিমিত্তৈঃ তেঽভিব্যজ্যন্তে। অভিব্যক্তিস্তু ক্রমেণ ভবতি, ন যুগপৎ। ক্রিয়ারূপেণ নিমিত্তেন সত্বরূপস্য ধর্ম্মিণঃ ধর্ম্মা দেশাদিনিমিত্তাপেক্ষয়া চ অভিব্যজ্যন্তি ॥৩৩

ধর্ম্মিতে অবস্থিত ধর্ম্ম সকল—যাহারা সদা ধর্ম্মিস্বরূপে বিদ্যমান আছে, তাহারা বিদ্যমান নিমিত্তের দ্বারা প্রণোদিত বা উদ্রিক্ত হইয়া সূক্ষ্মক্রমে অভিব্যক্ত হয়। ৩৩

১৬ সূ০। পরিণামত্রয়সংযমাদতীতানাগতজ্ঞানম্

১৬ ভেদক্রমনিমিত্তানাং সাক্ষাৎকারেণ সংযমাৎ।
অতীতানাগতং জ্ঞানং পরিণামত্রয়ে ভবেৎ ॥৩৪

পরিণামত্রয়ে সংযমাৎ পরিণামক্রমাণাং নিমিত্তানাঞ্চ সাক্ষাৎকারেণ অতীতানাগতং জ্ঞানং ভবেৎ। সতাং ক্রিয়াদিরূপনিমিত্তানাং তথাচ সত্বরূপাণাং ধর্ম্মিণাং সম্যগ্বিজ্ঞানাৎ ধর্ম্মব্যবস্থিতিবিজ্ঞানমেব অতীতানাগতং জ্ঞানমিত্যর্থঃ ॥৩৪

সেই পরিণাম বা ভিন্নতার ক্রম এবং নিমিত্ত সকলকে, পরিণামত্রয়ে সংযম করিয়া সাক্ষাৎকার করিলে অতীত ও অনাগতবিষয়ক জ্ঞান হয়। ৩৪ (১৬ সূঃ)

নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাঽভাবো বিদ্যতে সতঃ।
অতীতানাগতং বস্তু তস্মাদেবাবতিষ্ঠতে ॥৩৫
অতীতানাগতং জ্ঞানং স্বপ্নাদৌ সম্ভবেত্ততঃ।
সত্ত্বং তজ্‌জ্ঞেয়বস্তূনাং লোকদৃষ্ট্যাপি গম্যতে ॥৩৬

অতীতানাগতং বস্তু কথং সৎ তদ্দর্শয়তি। স্পষ্টম্ ॥৩৫

যতঃ নির্ব্বিষয়ং জ্ঞানং ন সম্ভবেৎ ততঃ অতীতানাগতজ্ঞানস্য বিষয়ঃ সন্। লোকৈরপি স্বপ্নাদৌ অতীতোঽনাগতশ্চ বিষয়ঃ কদাচিদ্ বিজ্ঞায়তে ॥৩৬

অসৎ উৎপন্ন হয় না, এবং সদ্বস্তুরও অভাব হয় না, এই নিয়মে অতীত ও অনাগত বস্তু বিদ্যমান আছে। ৩৫

স্বপ্নাদিতে অতীত ও অনাগত বিষয়ের জ্ঞান হয়, ইহা দেখা যায়। জ্ঞান হইলে তাহার জ্ঞেয় বিষয়ের সহিত সংযোগ চাই। অতএব বলিতে হইবে অতীত ও অনাগত জ্ঞেয় বিষয় আছে। এইরূপে লৌকিক দৃষ্টি হইতেও অতীত এবং অনাগত বিষয়ের সত্তা সিদ্ধ হয়। ৩৬

অতীতানাগতে জ্ঞানে জ্ঞায়ন্তে বিষয়াঃ সন্তঃ।
জ্ঞেয়স্যাপ্যতিবৈচিত্র্যে সত্ত্বশুদ্ধ্যা প্রসিধ্যেত্তৎ ॥৩৭

যতঃ অতীতানাগতং বস্তু সৎ ততঃ সতামেব বিষয়াণাং বিজ্ঞানম্ অতীতানাগতং জ্ঞানম্। তত্র জ্ঞেয়স্য অতিবৈচিত্র্যেঽপি সত্ত্বশুদ্ধৌ তজ্‌জ্ঞানং সিধ্যেৎ। উক্তঞ্চ ভগবতা সূত্রকৃতা "তদা সর্ব্বাবরণমলাপেতস্য জ্ঞানস্যানন্ত্যাজ্‌জ্ঞেয়মল্পম্ ইতি ॥৩৭

অতীত ও অনাগত জ্ঞানে সেই বিদ্যমান বিষয়েরই জ্ঞান হয়। সেই জ্ঞেয় পদার্থের অত্যন্ত বৈচিত্র্য থাকিলেও সত্ত্বশুদ্ধি বা জ্ঞানশক্তির সম্যক্ নৈর্ম্মল্য হইতে তাহা সিদ্ধ হয়। তখন চাঞ্চল্য ও জড়তা-রূপ মল অপগত হওয়াতে জ্ঞানশক্তির আনন্ত্য হয় ও জ্ঞেয় অল্প হয় ॥ ৩৭

১৭ সূঃ। শব্দার্থপ্রত্যয়ানামিতরেতরাধ্যাসাৎ সঙ্কর-
স্তৎপ্রবিভাগসংযমাৎ সর্ব্বভূতরুতজ্ঞানম্।

শব্দ, অর্থ এবং প্রত্যয় বা জ্ঞান, ইহাদের পরস্পরের উপর আরোপ হইতে সঙ্কর বা অভেদখ্যাতি হয়। তাহাদের প্রবিভাগে সংযম করিলে সর্ব্বভূতের উচ্চারিত শব্দের অর্থজ্ঞান হয়। ১৭ সূঃ

৩৭ অর্থাশ্চ প্রত্যয়াঃ শব্দা অসংকীর্ণাঃ স্বভাবতঃ।
ব্যবহারাত্তু সাঙ্কর্য্যং তেষাং সঙ্কেতপূর্ব্বকাৎ ॥৩৮

সর্ব্বভূতরুতার্থজ্ঞানং ব্যাখ্যাতুমুপক্রমতে। শব্দাঃ পদানি অর্থা গবাদয়ঃ, প্রত্যয়া মনোগতাঃ। এতে স্বভাবতঃ অসঙ্কীর্ণাঃ পৃথগ্‌ভূতাঃ। সঙ্কেতপূর্ব্বকাৎ ব্যবহারাৎ অয়ং প্রাণী গৌরিতি গোশব্দেন সঙ্কেতীকৃতং গোপদং ব্যবহ্রিয়তে। এবম্ অভেদেন ব্যবহারাৎ শব্দার্থপ্রত্যয়ানাং পরস্পরং সাঙ্কর্য্যম্ ॥৩৮

শব্দ (নাম), অর্থ (যাহার নাম) এবং প্রত্যয় (অর্থের জ্ঞান) এই তিন দ্রব্য স্বভাবতঃ পৃথক্। সঙ্কেতপূর্ব্বক তাহাদের এক বলিয়া ব্যবহার করার জন্য তাহাদের সঙ্কর বা একরূপতাখ্যাতি হয়। শব্দ কণ্ঠে থাকে, অর্থ বাহিরে থাকে এবং জ্ঞান মনে থাকে। কিন্তু ইহা 'গো' এইরূপ নামসঙ্কেত করিয়া ব্যবহার করাতে গো শব্দ, গো অর্থ এবং গো জ্ঞান এই তিন এক বলিয়া প্রতীত হয়। ৩৮

৩৮ প্রযুক্তাঃ কৈশ্চিদেবার্থৈঃ সর্ব্বে শব্দা হি বাগ্‌ভবাঃ।
অসঙ্কীর্ণান্ সমালম্ব্য শব্দান্ সংবেত্তি সংযমাৎ ॥
যদ্‌যদর্থৈঃ প্রযুক্তাস্তেঽর্থান্ তান্ বক্তুর্মনোগতান্।
সর্ব্বভূতরুতার্থানাং জ্ঞানমেবং প্রসিধ্যতি ॥৩৯

সর্ব্বে বাগ্‌ভবা উচ্চারিতাঃ শব্দাঃ কৈশ্চিদেবার্থৈরুচ্চারিতা ভবেয়ুঃ।

শব্দার্থপ্রত্যয়ানাং প্রবিভাগজ্ঞঃ অসঙ্কীর্ণান্ শব্দান্ আলম্বনীকৃত্য সংযমাৎ যদ্‌যদ্ অর্থেষু তে শব্দাঃ প্রযুক্তাঃ তান্ বক্তুর্মনোগতান্ অর্থান্ সংবেত্তি। এবং সর্ব্বভূতরুতার্থজ্ঞানং প্রসিধ্যতি ॥৩৯

সমস্ত উচ্চারিত শব্দ প্রাণীদের দ্বারা কোন না কোন অর্থে উচ্চারিত হয়। শব্দার্থপ্রত্যয়ের প্রবিভাগ জানিয়া কেবল অসংকীর্ণ শব্দমাত্র আলম্বনপূর্ব্বক সংযম করিলে সেই শব্দসকল যে যে অর্থে প্রযুক্ত হইয়া উচ্চারিত হইয়াছে, উচ্চারকের সেই মনোগত ভাবের জ্ঞান হয়। এইরূপ সংযমের দ্বারা সর্ব্বপ্রাণীর উচ্চারিত শব্দের অর্থবিজ্ঞান হয়। ৩৯

১৮ সূ০। সংস্কারসাক্ষাৎকরণাৎ পূর্ব্বজাতিজ্ঞানম্।

সংস্কার সাক্ষাৎ করিলে পূর্ব্বজন্মের জ্ঞান হয়। ১৮ সূঃ

১৮ কর্ম্মাশয়া বাসনাশ্চ সংস্কারা দ্বিবিধা মতাঃ।
বিপাকহেতবশ্চাদ্যাঃ স্মৃতিমাত্রফলাঽপরাঃ ॥৪০

বাসনা স্মৃতিফলা যতঃ সা জাত্যায়ুঃসুখদুঃখানামনুভবাৎ জাতা। সা চৈব তান্ স্মারয়তি ॥৪০

কর্ম্মাশয় এবং বাসনা এই দুই প্রকার সংস্কার। তন্মধ্যে কর্ম্মাশয় ত্রিবিপাক এবং বাসনা স্মৃতিমাত্রফলা। ৪০

সাক্ষাৎকারেণ তেষাং হি সংস্কারাণাঞ্চ সংযমাৎ।
বিজ্ঞানং পূর্ব্বজাতীনাং সংস্কারা যত্র সঞ্চিতাঃ ॥৪১

যাসু জাতিষু সংস্কারা সঞ্চিতাস্তাঃ জাতীঃ বিজানাতি ॥৪১

সেই দ্বিবিধ সংস্কার সকলকে সংযমবলে সাক্ষাৎকার করিলে যে জন্মে সেই সংস্কার সকল সঞ্চিত হইয়াছে সেই সেই পূর্ব্বজন্মের জ্ঞান হয়। ৪১

১৯ সূ°। প্রত্যয়স্য পরচিত্তজ্ঞানম্।

২০ সূ°। ন চ তৎসালম্বনং তস্যাবিষয়ীভূতত্বাৎ।

প্রত্যয়মাত্রে সংযম অভ্যাস করিলে পরচিত্তের জ্ঞান হয়। ১৯ সূঃ

সেই প্রত্যয়ের আলম্বনের জ্ঞান তদ্দ্বারা হয় না, কারণ তাহা সেই সংযমের অবিষয়ীভূত। ২০ সূঃ

রাগাদীংশ্চ স্বকান্ সাক্ষাৎকৃত্বা প্রত্যয়মাত্রকান্।
পরচিত্তং বিজানীয়াৎ পশ্চাত্তৎ সাবলম্বনম্ ॥৪২

প্রত্যয়মাত্রান্ চিত্তাবস্থারূপান্ স্বকান্, রাগাদীন্ সাক্ষাৎকৃত্য পরচিত্তস্থরাগাদীনপি বিজানাতি। এবং প্রত্যয়মাত্রং জানাতি ন তেষামালম্বনম্। যতো রাগাদয়ো বাসনানুশয়াঃ সুখাদিস্মরণরূপাঃ ততঃ স্বরূপতস্তে আলম্বনভূতবিষয়ৈরননুবিদ্ধা। অতস্তেষাং বিজ্ঞানেঽপি যদালম্ব্য তে জাতাঃ তন্ন জানাতি। আলম্বনাঽবর্জ্জনাচ্চ তন্বিজানাতি ॥৪২

নিজের রাগাদি যাহারা কেবল প্রত্যয়-প্রধান (অর্থাৎ রাগাদিরা চিত্তাবস্থাস্বরূপ এবং কতকটা বিষয়-নিরপেক্ষ। কোন বিষয়ে রাগভাব হইলে সেই বিষয় ভুলিয়া গেলেও চিত্তে অনেকক্ষণ রাগ বা সুখানুস্মৃতিমূলক ভাববিশেষ থাকিতে পারে)। তাহাদের সাক্ষাৎকার করিয়া পরেরও চিত্ত বা প্রত্যয়সকল সাক্ষাৎকার করা যায়। রাগদ্বেষাদি প্রত্যয় সাক্ষাৎ করিয়া পরে তাহার আলম্বনভূত বিষয়ও জানা যায়। ৪২

---

২১ সূ°। কায়রূপসংযমাৎ তদ্গ্রাহ্যশক্তিস্তম্ভে চক্ষুঃপ্রকাশাঽসম্প্রয়োগেঽন্তর্দ্ধানম্।

দেহরূপে সংযম হইতে দেহের গ্রাহ্য-শক্তির স্তম্ভ হইলে চক্ষু ও প্রকাশের সংযোগ না হওয়াতে অন্তর্ধান হয় ॥ ২১ সূঃ

২১ রূপে কায়স্থ সংযমাৎ স্তম্ভনাতি গ্রাহ্যযোগ্যতা।
অগ্রাহ্যত্বং ততশ্চাক্ষুঃ রূপান্তর্দ্ধানমীরিতম্ ॥৪৩

স্পষ্টম্ এতেন শব্দাদ্যন্তর্ধানমপ্যুক্তম্ ।৪৩।

কায়ের রূপে সংযম হইতে শরীরের গ্রাহ্যযোগ্যতা স্তম্ভিত হয়। তাহাতে চক্ষুর অগ্রাহ্যত্ব ঘটাই রূপান্তর্ধান। এইরূপে শব্দাদিরও অন্তর্ধান হয়। ৪৩

---

২২ সূ০। সোপক্রমং নিরুপক্রমং চ কর্ম্ম তৎসংযমা-
দপরান্তজ্ঞানমরিষ্টেভ্যো বা।

কর্ম্ম সোপক্রম ও নিরুপক্রম। তাহাতে সংযম করিলে মৃত্যুর কালের জ্ঞান হয়। অরিষ্টের দ্বারাও তাহা হয়। ২২ সূঃ

২২ ফলোপক্রমযুক্তঞ্চ তথা চ নিরুপক্রমম্।
আয়ুষ্করং ভবেদ্দ্বেধা কর্ম্ম তত্র চ সংযমাৎ।
বেত্তি কালং প্রায়ণস্য বারিষ্টেভ্যো হি বেত্তি তৎ ॥৪৪

আয়ুর্ব্বিপাকঃ কর্ম্মসংস্কারঃ দ্বিবিধঃ ফলোপক্রমযুক্তঃ নিরুপক্রমশ্চ। যৎ ফলোন্মুখং কর্ম্ম তৎ সোপক্রমং, যৎ চিরেণ ফলিষ্যতি তন্নিরুপ-ক্রমম্। তত্র সংযমাৎ প্রায়ণকালং বিজানাতি। অরিষ্টেভ্যো বা তদ্বিজানীয়াৎ। অরিষ্টানি মৃত্যুচিহ্নানি। দৈহিকক্রিয়ায়াম্ অব-হিতো ভূত্বা তন্মূলভূতঃ সংস্কারঃ সাক্ষাৎকর্ত্তব্যঃ ॥৪৪

যে কর্ম্মের ফল আয়ু, সেই কর্ম্ম (অর্থাৎ কর্ম্মসংস্কার) দ্বিবিধ—সোপক্রম এবং নিরুপক্রম। যাহার ফল ব্যক্ত হইবার উপক্রম হইয়াছে, তাহা সোপক্রম। আর যাহার ফল পরে ব্যক্ত হইবে তাহা নিরুপক্রম। উক্ত দ্বিবিধ কর্ম্মসংস্কারে সংযম করিলে মৃত্যুর কাল জানা যায়। দৈহিক ক্রিয়াতে অবহিত হইয়া প্রত্যক্ষ করতঃ তাহার মূলীভূত সংস্কার সাক্ষাৎ করিতে হয়।

অরিষ্টের দ্বারাও মৃত্যুকাল জানা যায়। অরিষ্ট মৃত্যুসূচক চিহ্ন যোগীদের তাহার প্রস্ফুট জ্ঞান হয়। ৪৪

---

২৩ সূ০। মৈত্র্যাদিষু বলানি।

২৪ সূ০। বলেষু হস্তিবলাদীনি।

মৈত্রী আদিতে সংযম করিলে মৈত্র্যাদিবল হয়। ২৩ সূঃ

বলে সংযম করিলে হস্তি আদির বললাভ হয়॥ ২৪ সূঃ

২৩ করুণা-মুদিতা-মৈত্রীঃ বিভাব্যাথ চ সংযমাৎ।

২৪ বলং মৈত্র্যাদি চাপ্নুয়াদ্-বলেষ্বিভবলাদীনি ॥৪৫

করুণাদিভাবনাঃ প্রাগ্ব্যাখ্যাতাঃ। তাঃ বিভাব্য অথ অনন্তরং তস্যাং ভাবনায়াং সংযমাৎ মৈত্রীবলাদীনি লভতে। ইভাদীনাং বলেষু সংযমাচ্চ ইভবলাদীনি লভতে ॥৪৫

করুণা মুদিতা ও মৈত্রী ভাবনা পূর্ব্বক সেই ভাবনায় সংযম করিলে মৈত্রী আদির বললাভ হয়। হস্তি আদির দৈহিক বলে সংযম করিলে সেইরূপ হস্ত্যাদিবল লাভ হয়। ৪৫

---

২৫ সূ০। প্রবৃত্ত্যালোকন্যাসাৎ সূক্ষ্ম-ব্যবহিত-বিপ্রকৃষ্টজ্ঞানম্।

জ্যোতিষ্মতী প্রবৃত্তির আলোককে সূক্ষ্ম, ব্যবহিত ও বিপ্রকৃষ্ট (বা দূরস্থ) পদার্থে বিন্যাস করিলে তাহাদের জ্ঞান হয়। ২৫ সূঃ

২৫ জ্যোতিষ্মত্যাঃ প্রবৃত্ত্যাশ্চ বিন্যস্যালোককং সূক্ষ্মে।
অর্থে ব্যবহিতে দূরে তমর্থমধিগচ্ছতি ॥৪৬

জ্যোতিষ্মত্যা প্রবৃত্ত্যা য আলোকঃ প্রকাশো বা আলোক ইব

দ্যোতিকা জ্ঞানশক্তিরিত্যর্থঃ তম্ আলোকং সূক্ষ্মে পরমাণুষু, পর্ব্বতাদি-ব্যবহিতে, দূরে চ বিষয়ে বিন্যস্য তমর্থং বিজানাতি ॥৪৬

জ্যোতিষ্মতী প্রবৃত্তির মধ্যে যাহা বিষয়বতী, তাহার আলোক বা প্রকাশভাবকে সূক্ষ্ম (পরমাণুর মত), ব্যবহিত (পর্ব্বতাদির ব্যবধানে স্থিত) এবং অতি দূরে স্থিত বিষয়ে প্রয়োগ করিয়া যোগীরা সেই বিষয় যথাবৎ জানিতে পারেন। ৪৬

২৬ সূ০। ভুবনজ্ঞানং সূর্য্যে সংযমাৎ।

সূর্য্যদ্বারে সংযম করিলে ভুবনজ্ঞান হয়। ২৬ সূঃ

২৬ জ্যোতিষ্মত্যা হৃদো যো বৈ উর্দ্ধমালোক উদ্গতঃ।
সূর্য্যদ্বারং স সৌষুম্নং তত্র সংযমতো ভবেৎ।
ভুবনানাং হি বিজ্ঞানং স্বালোকনিশমাত্মকম্ ॥৪৭

জ্যোতিষ্মত্যা প্রবৃত্ত্যা যঃ আলোকঃ হৃদয়াৎ উর্দ্ধমুদ্গতঃ স সৌষুম্নং সূর্য্যদ্বারম্। যথোক্তম্ "অনন্তা রশ্ময়স্তস্য দীপবদ্যঃ স্থিতো হৃদি। উর্দ্ধমেকঃ স্থিতস্তেষাং যো ভিত্ত্বা সূর্য্যমণ্ডলম্। ব্রহ্মলোকমতিক্রম্য তেন যান্তি পরাং গতিম্" ইতি। তত্র সূর্য্যদ্বারে সংযমং কৃত্বা ত্রিভুবনবিজ্ঞানং লভতে। তচ্চ বিজ্ঞানং স্বালোকেন দর্শনস্বরূপম্। ন তস্মিন্ দর্শনে দ্যোতকস্য সূর্য্যাদেরপেক্ষাস্তীতি ভাবঃ। তত্র বিভুঃ জ্ঞানশক্তিঃ শব্দস্পর্শাদিবিষয়েষু স্বয়ং সংযুজ্য অর্থং প্রকাশয়তীতি ॥৪৭

জ্যোতিষ্মতী প্রবৃত্তির যে আলোক উর্দ্ধে উদ্গত হইয়াছে, তাহাকে সুষুম্না সম্বন্ধীয় সূর্য্যদ্বার বলা যায়। তাহাতে সংযম করিলে ত্রিভুবনের বিজ্ঞান হয়। সেই বিজ্ঞান নিজের আলোকে দর্শনস্বরূপ ; তাহাতে সূর্য্যাদি বাহ্য দ্যোতকের অপেক্ষা নাই। ৪৭

২৭ সূ০। চন্দ্রে তারাব্যূহজ্ঞানম্।

চন্দ্রে (চন্দ্রদ্বারে) সংযম করিলে তারাদের ব্যূহজ্ঞান হয়। ২৭সূঃ

২৭ অর্থবত্যাঃ প্রবৃত্ত্যাঃ যদ্-দ্যোতকেন হি দর্শনম্।
ইন্দ্রিয়োৎকর্ষরূপং তৎ চন্দ্রদ্বারং সমীরিতম্।
তারাণাং ব্যূহবিজ্ঞানং চন্দ্রদ্বারে হি সংযমাৎ ॥৪৮

অর্থবত্যাশ্চ প্রবৃত্ত্যাঃ যদ্ দর্শনম্ তদ্ দ্যোতকেন দর্শনং বিজ্ঞানম্। তস্মিন্ জ্ঞানে বিষয়া ইন্দ্রিয়প্রণালিকয়া চিত্তমুপরঞ্জয়ন্তি চিত্তস্য বিভুতায়া অনধিগতত্বাৎ। দ্যোতকেন বিজ্ঞানং দ্বিবিধং লৌকিকমলৌকিকঞ্চ। তত্র অর্থবত্যা প্রবৃত্ত্যা ইন্দ্রিয়োৎকর্ষজাতং প্রত্যক্ষবিজ্ঞানমলৌকিকম্। সূর্য্যদ্বারং সুষুম্না চন্দ্রদ্বারঞ্চ বিজ্ঞানদ্বারমিন্দ্রিয়রূপং, তত্র সংযমং কৃত্বা ইন্দ্রিয়োৎকর্ষং সম্পাদ্য তারাণাং ব্যূহান্ বিজানাতি যোগী ॥৪৮

অর্থবতী প্রবৃত্তির দ্বারা যে দ্যোতকপূর্ব্বক বিজ্ঞান, তাহার নাম চন্দ্রদ্বার। সেই জ্ঞান ইন্দ্রিয়ের উৎকর্ষ স্বরূপ। চন্দ্রদ্বারে সংযমের দ্বারা তারাদের ব্যূহের জ্ঞান হয়। ৪৮

২৮ সূ০। ধ্রুবে তারাগতিজ্ঞানম্।

ধ্রুবে সংযম করিলে তারাগতির জ্ঞান হয়। ২৮ সূঃ

২৮ ধ্রুবে চোর্দ্ধ্ববিমানেষু কৃত্বা নিশ্চলসংযমম্।
তারাগতিং বিজানীয়াৎ স্বস্থৈর্য্যস্য হ্যপেক্ষয়া ॥৪৯

ধ্রুবে নিশ্চলতারকে ঊর্দ্ধ্ববিমানেষু চ নিশ্চলং যথা তথা সংযমং কৃত্বা স্বস্থৈর্য্যস্য অপেক্ষয়া তারাগতিং বিজানীয়াৎ ॥৪৯

ধ্রুবে এবং ঊর্দ্ধ্ব আকাশে নিশ্চলভাবে সংযম করিলে তারাদের

গতিজ্ঞান হয়। নিজের স্থৈর্য্য হইলে তদুপমায় গতিশীল তারাদের গতি বিজ্ঞাত হওয়া যায়। ৪৯

২৯ সূ০। নাভিচক্রে কায়ব্যূহজ্ঞানম্।

৩০ সূ০। কণ্ঠকূপে ক্ষুৎপিপাসানিবৃত্তিঃ।

নাভিচক্রে সংযম করিলে শরীরের ব্যূহ সকলের জ্ঞান হয়। ২৯ সূঃ

কণ্ঠকূপে সংযম করিলে ক্ষুৎপিপাসাবোধ নিবৃত্ত হয়॥ ৩০ সূঃ

কায়স্থ ব্যূহবিজ্ঞানং নাভিচক্রে হি সংযমাৎ।
ক্ষুৎপিপাসানিবৃত্তিঃ স্যাৎ কণ্ঠকূপে চ সংযমাৎ॥৫০

কণ্ঠগতা নাড়ী যা বাগ্‌যন্ত্রীয়তন্তুনামধস্তাৎ স্থিতা যয়া চ পুপ্‌ফুসঃ বায়ুনা আপূর্য্যতে স কণ্ঠকূপঃ। তত্র সংযমেন নৈশ্চল্যাৎ ক্ষুৎপিপাসা-বোধয়োঃ পীড়াকরং চাঞ্চল্যং নিবর্ত্ততে॥৫০

নাভিচক্রে সংযম করিলে শরীরের ব্যূহ সকলের বা যন্ত্র সকলের এবং ধাতু সকলের বিজ্ঞান হয়। কণ্ঠকূপ বা বায়ুনলীতে (tracheaতে) সংযম করিলে ক্ষুৎপিপাসার নিবৃত্তি হয়। ৫০

৩১ সূ০। কূর্ম্মনাড্যাং স্থৈর্য্যম্।

কূর্ম্মাখ্য নাড়ীতে সংযম করিলে চিত্তের স্থৈর্য্য হয়। ৩১ সূঃ

ক্লোমমধ্যগতা নাড়ী কূর্ম্মাখ্যা তত্র সংযমাৎ।
চিত্তস্থৈর্য্যং ভবেদেব শারীরস্থৈর্য্যপূর্ব্বকম্॥৫১

কূপাদধঃ উরসি ক্লোমস্থ পুপ্‌ফুসস্থ মধ্যগতা নাড়ী কূর্ম্মাখ্যা। কূর্ম্মনাড্যাং স্থৈর্য্যমিতি সূত্রম্। স্থৈর্য্যমত্র চিত্তস্থৈর্য্যম্, জ্ঞানরূপাভিঃ সিদ্ধিভিঃ সহ উক্তত্বাৎ॥৫১

ফুস্‌ফুসের মধ্যগত কূর্ম্মনামক যে নাড়ী (bronchial tube)

আছে, তাহাতে সংযম করিলে শরীরের স্থৈর্য্য-পূর্ব্বক চিত্তের স্থৈর্য্য হয়। ৫১

৩২ সূ০। মূর্দ্ধজ্যোতিষি সিদ্ধদর্শনম্।

৩২ জ্যোতিঃ শিরঃকপালেঽন্ত-র্ভাস্বরং তত্র সংযমাৎ।
দর্শনং স্যাচ্চ সিদ্ধানাম্ অন্তরীক্ষবিচারিণাম্ ॥৫২

স্পষ্টম্ ॥৫২

মস্তকের মধ্যে যে ভাস্বর জ্যোতি আছে, তাহাতে সংযম করিলে অন্তরীক্ষবিচারী সিদ্ধদের দর্শন লাভ হয়। ৫২ (৩২ সূঃ)

৩৩ সূ০। প্রাতিভাদ্বা সর্ব্বম্।

প্রাতিভ নামক জ্ঞানশক্তির দ্বারা উক্ত সমস্তই জানা যায়। ৩৩ সূঃ

৩৩ প্রাতিভং নাম তারকং সর্ব্বং জানাতি তেন তৎ।
পূর্ব্বরূপং বিবেকজ-জ্ঞানস্যোষা যথা রবেঃ ॥৫৩

যথা রবেঃ উষা পূর্ব্বরূপং তথা বিবেকজজ্ঞানস্য পূর্ব্বরূপং প্রাতিভং স্বপ্রতিভোত্থমিত্যর্থঃ জ্ঞানম্। তচ্চ তারকং নাম। প্রাতিভাৎ সর্ব্ববিজ্ঞানম্ ॥৫৩

বিবেকজ জ্ঞান (৩। ৯১ শ্লোক দ্রষ্টব্য) নামক সিদ্ধির পূর্ব্বরূপ বা ঈষদুদয়ের নাম প্রাতিভ বা তারক জ্ঞান। যেমন সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বাভাস উষা, সেইরূপ। প্রতিভজ্ঞানের দ্বারা পূর্ব্বোক্ত বিশেষ বিশেষ সংযম ব্যতিরেকেও সমস্ত জানা যায়। ৫৩

---

৩৪ সূ০। হৃদয়ে চিত্তসংবিৎ।

হৃদয়ে সংযম করিলে চিত্তসংবিৎ বা বুদ্ধিসাক্ষাৎকার হয়। ৩৪ সূঃ

৩৪ হৃদয়ে পুণ্ডরীকং যদ্‌-ব্রহ্মবেশ্মেতি কথ্যতে।
বিজ্ঞাননিলয়ে তত্র বুদ্ধিসংবিদ্ধি সংযমাৎ ॥৫৪

বুদ্ধিসংবিৎ চিত্তসত্ত্বস্থিতিরূপং জ্ঞানম্। বুদ্ধিতত্ত্বসাক্ষাৎকারাৎ পুরুষ-দর্শনযোগ্যতা ভবতি ॥৫৪

হৃদয়ে ব্রহ্মবেশ্ম (অর্থাৎ ব্রহ্মের গৃহ) নামে যে পুণ্ডরীক আছে, তাহা বিজ্ঞানের নিলয়। তাহাতে সংযম করিলে চিত্তবিষয়ক প্রজ্ঞা উৎপন্ন হয়। ৫৪

৩৫ সূ০। সত্ত্বপুরুষয়োরত্যন্তাসঙ্কীর্ণয়োঃ প্রত্যয়াঽবিশেষো ভোগঃ পরার্থত্বাৎ স্বার্থসংযমাৎ পুরুষজ্ঞানম্।

বুদ্ধি ও পুরুষ অত্যন্ত পৃথক্। তাহাদের যে অবিশেষ-প্রত্যয় বা অভিন্নবৎ খ্যাতি তাহাই ভোগ। তাহা পরার্থ, অতএব তাহা কাহারও স্বার্থ। তাহা গ্রহীতার স্বার্থ, তদ্বিষয়ে (স্বার্থ-গ্রহীতৃভাবে) সংযম করিলে পুরুষসম্বন্ধীয় প্রজ্ঞা হয়। ৩৫ সূঃ

৩৫ দ্রষ্টাত্যন্তবিধর্ম্মা স্যাদ্‌-দৃশ্যাৎ সত্ত্বাচ্চ পুরুষঃ।
একত্বপ্রত্যয়স্তয়োর্জ্ঞাতাহমিতিরূপকঃ।
স ভোগঃ স্যাৎ পরার্থশ্চ সোঽহর্থস্তু গ্রহীতুর্ভবেৎ ॥৫৫
প্রত্যয়ঃ পুরুষাকারো গ্রহীতা স্বার্থ এব সঃ।
পুরুষাকারসম্প্রজ্ঞা জায়তে তত্র সংযমাৎ ॥৫৬

দ্রষ্টা পুরুষ দৃশ্যাৎ বুদ্ধিসত্ত্বাৎ অত্যন্তবিধর্ম্মা। তয়োর্দ্রষ্টৃদৃশ্যয়োঃ। অর্থানাং জ্ঞাতাহমিত্যাত্মকঃ য একত্বপ্রত্যয়ঃ স ভোগঃ। ভোগপ্রত্যয় পরার্থঃ পরস্য গ্রহীতুরর্থঃ। অতঃ গ্রহীতা স্বার্থঃ। স চ গ্রহীতা পুরুষাকারঃ প্রত্যয়ঃ। তত্র গ্রহীতৃমাত্রে সংযমাৎ পুরুষবিষয়া পুরুষ-

সম্বন্ধিনী প্রজ্ঞা প্রজায়তে। ন চ পুরুষঃ প্রজ্ঞায়াঃ সাক্ষাদ্‌-বিষয়ো ভবতি কিন্তু চিত্তং সাক্ষাৎকৃত্য চিত্তাৎপরঃ চিত্তপ্রতিসংবেদী পুরুষ ইত্যাদি পুরুষসম্বন্ধিনী অগ্র্যা বুদ্ধিরূপতিষ্ঠতে। তন্মাত্রস্থিতিরেব পুরুষজ্ঞানম্‌। তস্যাপি নিরোধে দ্রষ্টুঃ স্বরূপপ্রতিষ্ঠারূপং কৈবল্যম্‌ ॥৩৬

দৃশ্য বুদ্ধিসত্ত্ব হইতে দ্রষ্টা অত্যন্ত বিধর্ম্মা হইলেও তাহাদের অভিন্ন প্রত্যয় হয়; যথা 'আমি (বুদ্ধি) জ্ঞাতা'। এইরূপ অভিন্ন-প্রত্যয়ই ভোগ বা বিষয়-জ্ঞান (ইষ্টানিষ্ট ভাবে)। বিষয়ের সহিত সম্বদ্ধ যে আমিত্ব তাহা জ্ঞাতার সহিত অভিন্ন প্রতীত হইলেই বিষয় জ্ঞাত হয়। সেই ভোগ পরার্থ অর্থাৎ অন্যের (ভোক্তার) ইষ্ট বা অনিষ্টভূত, অর্থস্বরূপ। তাহা যাহার অর্থ তাহাই গ্রহীতা বা ব্যাবহারিক আত্মা। ৫৫

সেই পুরুষের মত 'প্রত্যয়ই' গ্রহীতা। বুদ্ধি বাহ্যবিষয়া হয় এবং আত্মবিষয়াও হয়। তন্মধ্যে আত্মবিষয়া বুদ্ধিই গ্রহীতা। পুরুষ বিজ্ঞাতা বা দ্রষ্টা। "আমিই বিজ্ঞাতা" এরূপ প্রত্যয় হইলে তাহাতে বিজ্ঞাতা ও 'আমি' (বুদ্ধি) অভিন্নবৎ হয়। অতএব সেই বুদ্ধি পুরুষের মত বুদ্ধি। তাহাই গ্রহীতা বা ব্যাবহারিক আত্মা। সেই সর্ব্বোচ্চ 'আমি'রই সমস্ত জ্ঞেয় বা অর্থ; অতএব তাহা স্বার্থ বা অর্থ-বান্‌। অতএব ভোগ তাহার অর্থ। ভোগের মধ্যে সেই অর্থবান্‌, 'আমি বিজ্ঞাতা' এরূপ ভাবটীকে পৃথক্‌ করিয়া সংযম করিলে পুরুষ-জ্ঞান হয় অর্থাৎ জানা যায় যে পুরুষ কিরূপ। তাহা স্বরূপপুরুষ নহে; কিন্তু পুরুষ-সম্বন্ধীয় বিশুদ্ধতম বুদ্ধি। সেই বুদ্ধি নিবৃত্ত হইলে তবে পুরুষমাত্র থাকেন বা কৈবল্য হয়। ৫৬

---

৩৬ সূ০। ততঃ প্রাতিভ শ্রাবণবেদনাদর্শাস্বাদ-বার্ত্তা জায়ন্তে।

৩৬ ততশ্চ প্রাতিভং জ্ঞানং ততঃ শ্রাবণবেদনে।
আদর্শাঽঽস্বাদবার্ত্তাশ্চ পঞ্চ দিব্যার্থসংবিদঃ ॥৫৭

পুরুষদর্শনাৎ সিদ্ধয়ঃ প্রাতিভাদয়ঃ স্বত এব প্রবর্ত্তন্তে। প্রাতিভং প্রাগ্ ব্যাখ্যাতং শ্রাবণবেদনাদর্শাঽঽস্বাদবার্ত্তাঃ যথাক্রমং দিব্য-শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধ-বিষয়কাঃ পঞ্চ দিব্যার্থাঃ সংবিদঃ ॥৫৭

পুরুষবিষয়া প্রজ্ঞা হইতে পূর্ব্বোক্ত প্রাতিভ জ্ঞান হয়, এবং শ্রাবণাদি পঞ্চ দিব্য জ্ঞান হয়। শ্রাবণ দিব্যশব্দসংবিৎ, বেদন দিব্যস্পর্শ-সংবিৎ, আদর্শ, আস্বাদ ও বার্ত্তা যথাক্রমে দিব্য রূপের, রসের ও গন্ধের সংবিৎ। ৫৭

---

৩৭ সূ০। তে সমাধাবুপসর্গা ব্যুত্থানে সিদ্ধয়ঃ।

প্রাতিভাদিরা সমাধিবিষয়ে উপসর্গ এবং ব্যুত্থানকালে সিদ্ধি: ৩৭ সূঃ

৩৭ উপসর্গা সমাধৌ হি তে সর্ব্বে প্রাতিভাদয়ঃ।
ব্যুত্থিতেনৈব চিত্তেন মন্যন্তে খলু সিদ্ধয়ঃ ॥৫৮
জ্ঞানরূপা বিভূতিশ্চ ব্যাখ্যায়ৈতাঃ সমাসতঃ।
ক্রিয়ারূপং তথৈশ্বর্য্যং সমাখ্যাতমতঃপরম্ ॥৫৯

স্পষ্টম্ ॥৫৮॥৫৯

প্রাতিভাদিরা সমস্ত সমাধি বিষয়ে বা চিত্তের সম্যক্‌রোধবিষয়ে উপসর্গ ; কিন্তু ব্যুত্থিত চিত্তের দ্বারা তাহারা সিদ্ধিরূপে আদৃত হয়। ৫৮

জ্ঞানরূপা বিভূতি সকল ব্যাখ্যা করিয়া অতঃপর ক্রিয়ারূপ বিভূতি ব্যাখ্যাত হইতেছে। ৫৯

---

৩৮ সূ০। বন্ধকারণশৈথিল্যাৎ প্রচারসংবেদনাচ্চ চিত্তস্য পরশরীরাবেশঃ।

দেহ ও চিত্তের বন্ধের কারণ শিথিল হইলে এবং নাড়ীমার্গে চিত্তের সঞ্চারের জ্ঞান হইলে, চিত্তের পরশরীরাবেশ সিদ্ধ হয়॥ ৩৮ সূঃ

৩৮ কর্ম্মাশয়বশাদ্-বন্ধঃ শরীরে লোলচেতসঃ।
সমাধিশিথিলে বন্ধে নাড়ীষু মনসো গতিম্।
বুদ্ধা চ পরদেহেষু সিধ্যেদাবেশযোগ্যতা ॥৬০

চিত্তং লোলস্বভাবকং ন কুত্রচিৎ চিরমাবদ্ধং তিষ্ঠতি। শরীরে পুনস্তস্য কর্ম্মাশয়বশাদ্ বন্ধঃ। যতঃ কর্ম্মাশয়স্য বিপচ্যমানতা এব শরীরস্থিতিহেতুঃ। সমাধিনা শরীরনিরপেক্ষতায়াং জাতায়াং দেহ-চিত্তয়োঃ বন্ধশৈথিল্যং ততশ্চ, নাড়ীমার্গেষু মনসঃ প্রচারস্য বিজ্ঞানাচ্চ পরশরীরাবেশঃ ॥৬০

চিত্ত লোল-স্বভাব বা অস্থির-স্বভাব হইলেও কর্ম্মাশয়ের দ্বারা শরীরে তাহা আবদ্ধ থাকে। কারণ কর্ম্মাশয়ের বিপাকই শরীর-ধারণের হেতু। সমাধির দ্বারা সেই দেহচিত্তবন্ধন শিথিল হইলে, এবং নাড়ী-মার্গে মনের গতির বিজ্ঞান হইলে, পরশরীরে আবেশযোগ্যতা সিদ্ধ হয়। ৬০

---

৩৯ সূ০। উদানজয়াজ্জলপঙ্ককণ্টকাদিষ্বসঙ্গ উৎক্রান্তিশ্চ।

সংযমের দ্বারা উদান জয় করিলে যোগী জলপঙ্ককণ্টকাদিতে লগ্ন বা নিমগ্ন হয়েন না এবং অর্চ্চিরাদি মার্গে তাঁহাদের উৎক্রান্তি হয়॥ ৩৯সূঃ

৩৯ ঊর্দ্ধস্রোত উদানঃ স্যাৎ তত্র দেহধাতুস্থিতে।
ঊর্দ্ধগে বেদনারূপে সংযমাৎ লঘুতা ভবেৎ ॥
তস্মাচ্চ স্বেচ্ছয়া যোগী মার্গেণ হ্যর্চ্চিরাদিনা।
উৎক্রমেচ্চ সজেৎনৈব কণ্ট-পঙ্ক-জলাদিষু ॥৬১

উদান ঊর্দ্ধস্রোতঃ প্রাণভেদঃ। তস্মাজ্জাতা দেহধাতুগতা সর্ব্ব-দেহব্যাপিনী ঊর্দ্ধগা স্পর্শবেদনা ধ্যায়িভিরালক্ষ্যতে। তত্রালম্বনে সংযমাৎ কায়স্য লঘুতা ভবেৎ। তস্মাচ্চ যোগী স্বেচ্ছয়া অর্চ্চিরাদি-মার্গেণ উৎক্রমণক্ষমো ভবন্তি তথা জলপঙ্ককণ্টকাদিষু ন সজ্জতি ॥৬১

দেহ-ধাতুর মধ্যগত ঊর্দ্ধগবেদনারূপ ঊর্দ্ধস্রোত উদানে সংযম করিয়া জয় করিলে, যোগী স্বেচ্ছাপূর্ব্বক অর্চ্চিরাদি মার্গে উৎক্রান্ত হইতে পারেন এবং কণ্টক পঙ্ক ও জলাদিতে সক্ত হন না। ৬১

৪০ সূ০। সমানজয়াজ্জ্বলনম্।

সমান নামক প্রাণশক্তিকে জয় করিলে যোগী প্রজ্বলিতের মত লক্ষিত হন। ৪০ সূঃ

৪০ অন্নাদীন্ সর্ব্বগাত্রেষু সমানো হি নয়েৎ সমম্।
সংযমাৎ সমানং জিত্বা প্রজ্বলন্নিব লক্ষ্যতে ॥৬২

স্পষ্টম্ ॥৬২

অন্নাদি আহার্য্য দ্রব্যের সার ভাগ যে শক্তি সর্ব্ব শরীরে সমনয়ন করে অর্থাৎ শরীরের ধাতুতে পরিণামিত করে তাহার নাম সমান। সংযমের দ্বারা সমান জয় করিলে, যোগী প্রজ্বলিতের মত লক্ষিত হন। ৬২

৪১ সূ০। শ্রোত্রাকাশয়োঃ সম্বন্ধসংযমাদ্দিব্যং শ্রোত্রম্।

কর্ণেন্দ্রিয় এবং আকাশের সম্বন্ধে সংযম করিলে দিব্যশ্রোত্র উৎপন্ন হয়। ৪১ সূঃ

৪১ অভিমানো য আকাশপ্রতিষ্ঠঃ কর্ণ এব সঃ।
দিব্যং খ-শ্রুতি-সম্বন্ধ-জয়াৎ শ্রোত্রং প্রবর্ত্ততে ॥৬৩

আকাশভূতপ্রতিষ্ঠোঽভিমানঃ কর্ণেন্দ্রিয়ম্। আকাশকর্ণয়ো-স্তাদৃশে সম্বন্ধে সংযমাৎ দিব্যং শ্রোত্রং প্রবর্ত্ততে ॥৬৩

আকাশপ্রতিষ্ঠ যে অভিমান তাহাই কর্ণ-ইন্দ্রিয়। আকাশ ও কর্ণের সেই সম্বন্ধে সংযম করিলে দিব্য (দিব্যবিষয়গ্রাহী) শ্রোত্র প্রাদুর্ভূত হয়। ৬৩

---

৪২ সূ০। কায়াকাশয়োঃ সম্বন্ধসংযমাল্লঘুতূলসমা-পত্তেশ্চাকাশ-গমনম্।

শরীর এবং আকাশের সম্বন্ধে সংযম করিয়া এবং তূলাদি লঘু দ্রব্যে সমাপত্তি করিয়া আকাশগমন সিদ্ধ হয়। ৪২ সূঃ

আধারাধেয়সম্বন্ধং জিত্বা চাকাশদেহয়োঃ।
লঘুতূলসমাপত্ত্যা সম্পদ্যাব্যাহতাং গতিম্।
রশ্ম্যাদীনপি চালম্ব্য গতির্নভসি সিধ্যতি ॥৬৪

আকাশদেহয়ো-রাধারাধেয়সম্বন্ধং জিত্বা সংযমেন, ততঃ অব্যাহতাং গতিং সম্পদ্য তথা চ লঘুতূলাদৌ সমাপন্নো লঘুর্ভূত্বারশ্ম্যাদীনপি আলম্ব্য নভসি গতিঃ সিধ্যতি ॥৬৪

আকাশ ও শরীরের আধার এবং আধেয় সম্বন্ধ। তাহা জয় করিয়া আকাশের নিরাবরণভাব অধিগত হইলে অব্যাহত গতি লাভ হয়। আর তুলাদি লঘু পদার্থে সমাপন্নচিত্ত হওয়াতে লঘুতা হয়। এইরূপে রশ্মী আদিকেও অবলম্বন করিয়া আকাশে গতি সিদ্ধ হয়। ৬৪

---

৪৩ সূ০। বহিরকল্পিতা বৃত্তি-র্মহাবিদেহা ততঃ প্রকাশাবরণক্ষয়ঃ।

শরীরের বাহিরে অকল্পিতভাবে মনের বৃত্তিলাভের নাম মহাবিদেহা ধারণা। তাহা হইতে বুদ্ধিসত্ত্বের আবরণ ক্ষয় হয়॥ ৪৩ সূঃ

৪৩ শরীরাদ্‌-বহিরস্মীতি যা দেহাপেক্ষধারণা।
সা কল্পিতা তথা দেহ-নিরপেক্ষা হ্যকল্পিতা॥৬৫
বৃত্তি-র্মহাবিদেহাখ্যা তত্র যাঽকল্পিতা ততঃ।
ক্লেশকর্ম্মবিপাকাখ্যং সত্ত্বস্য ক্ষীয়তে মলম্‌॥৬৬

দেহাপেক্ষা দেহধর্ম্মৈরভিঘাতযোগ্যা বিদেহধারণা কল্পিতা। দেহ-নিরপেক্ষা ধারণা অকল্পিতা। সা হি মহাবিদেহা বৃত্তিঃ শরীরাদ্বহি-রস্মীতি ভাবে সংযমাৎ ভবতি। ততঃ বুদ্ধিসত্ত্বস্য ক্লেশাদিমলং ক্ষীয়তে॥৬৫।৬৬

শরীর হইতে আমি বাহিরে আছি এইরূপ ধারণাতে যদি দেহের অপেক্ষা থাকে, তবে তাহাকে কল্পিতা বিদেহধারণা বলা যায়। আর ঐরূপ ধারণা যদি শরীর-নিরপেক্ষ হইয়া উৎপন্ন হয়, অর্থাৎ যদি সম্পূর্ণরূপে শরীরের বাহ্যে মনের বৃত্তিলাভ হয়—শরীরের পীড়াদি বাধার জন্য সেই ধারণার যদি ভঙ্গ না হয়—তবে তাহাকে মহাবিদেহ নামক ধারণা বলা যায়। মহাবিদেহ-ধারণা হইতে বুদ্ধিসত্ত্বের ক্লেশ, কর্ম্ম ও বিপাক-রূপ মল ক্ষীণ হয়। ৬৫ । ৬৬

---

৪৪ সূ০। স্থূলস্বরূপসূক্ষ্মান্বয়ার্থবত্ত্বসংযমাদ্‌-ভূতজয়ঃ।

স্থূল, স্বরূপ, সূক্ষ্ম, অন্বয় ও অর্থবত্ত্ব—ভূতের এই পঞ্চরূপে সংযম করিলে ভূতজয় হয়॥ ৪৪ সূঃ

৪৪ স্থূল-স্বরূপ-সূক্ষ্মেষু চান্বয়িত্বার্থবত্ত্বয়োঃ।
পঞ্চ রূপেষু ভূতানাং সংযমাদেব তজ্জয়ঃ॥৬৭

বক্ষ্যমাণ-লক্ষণেষু স্থূলাদি-ভূতরূপেষু সংযমাদ্‌-ভূতজয়ঃ॥৬৭

স্থূলাদি পঞ্চ ভূতরূপেতে সংযম করিলে ভূতজয় হয়। ৬৭

ষড়্জাদিভি-র্বিশেষৈশ্চ তথাকারাদিভি-র্যুতাঃ।
শব্দস্পর্শাদয়ঃ স্থূলশব্দেন পরিভাষিতাঃ।৬৮

ষড়্জর্ষভ-শীতোষ্ণ-নীলপীত-মধুরাম্লাদয়ঃ শব্দাদিগুণানাং ভেদাঃ। তদ্ভেদযুক্তং তথা আকারত্ব-স্থাবরত্ব-জঙ্গমত্ব-ধর্ম্মযুক্তং ভূতরূপং স্থূল-শব্দেন পরিভাষিতম্॥৬৮

ষড়্জর্ষভাদি যে শব্দস্পর্শাদি গুণের বিশেষ, তাহারা আকারাদি ধর্ম্মের সহিত স্থূলশব্দের দ্বারা পরিভাষিত হয়। অর্থাৎ আকারাদি-যুক্ত বিশেষ বিশেষ শব্দস্পর্শাদি গুণ ভূতের স্থূল রূপ। ৬৮

ভূতানাঞ্চ স্বরূপং স্যাৎ কাঠিন্যং স্নেহ উষ্ণতা।
নোদনা সর্ব্বগামিত্বং ক্ষিত্যাদীনাং যথাক্রমম্॥৬৯

যেন যেন ধর্ম্মেণ প্রাধান্যাদিন্দ্রিয়ৈঃ ভূতানি গৃহ্যন্তে স তেষাং প্রত্যেকং স্বরূপম্। ক্ষিতেঃ কাঠিন্যং স্বরূপং সূক্ষ্মচূর্ণসংযোগেন গন্ধ-জ্ঞানসম্ভবাৎ। অব্‌ভূতস্য স্নেহঃ স্বরূপং যতো রস্যাঃ বিষয়াঃ তরলিতাঃ সন্তঃ রসজ্ঞান-মুৎপাদয়ন্তি। তেজস উষ্ণতা স্বরূপম্ উষ্ণতানিষ্ঠত্বাৎ সর্ব্বরূপস্য। উষ্ণত্বধর্ম্মকস্য রবেঃ রূপেণৈবাস্মাকং রূপজ্ঞানম্। ত্বক্-শ্লিষ্টেন প্রণামিনা বায়ুনা স্পর্শজ্ঞানমিতি বায়ুভূতস্য স্পর্শমাত্রলক্ষণস্য প্রণামিত্বং স্বরূপম্। শব্দজ্ঞানম্ ইতরজ্ঞানেভ্যোঽব্যাহতমিতি শব্দ-লক্ষণস্য আকাশভূতস্য সর্ব্বগামিত্বং স্বরূপম্॥৬৯

ভূতের স্বরূপ যথা—কাঠিন্য, স্নেহ, উষ্ণতা, নোদনা বা চলন এবং সর্ব্বগামিত্ব এই পঞ্চ অবস্থা যথাক্রমে ক্ষিতি আদির স্বরূপ। ৬৯

সূক্ষ্মরূপাণি পঞ্চ স্যুস্তন্মাত্রাণ্যথবাঽণবঃ॥৭০

তন্মাত্রাণি অথবা শব্দাদীনাম্ অণবঃ ভূতানাং সূক্ষ্মং রূপম্॥৭০

তন্মাত্র সকল বা অণুস্বরূপ শব্দাদি গুণসকল, ভূতের সূক্ষ্মরূপ।৭০

ক্রিয়া-স্থিতি-প্রকাশাত্ম-গুণধর্ম্মানুসারিণী।
ত্রেধাবস্থা হি ভূতানামন্বয়িত্বমিতীরিতম্ ॥৭১

ক্রিয়াদয়ঃ সত্ত্বাদিগুণধর্ম্মাঃ তদনুসারিণী যা ত্রেধা ভূতানাম্ অবস্থিতিঃ সা অন্বয়িত্বং নাম চতুর্থং ভূতরূপম্। তদ্‌যথা জ্ঞানেন্দ্রিয়াধিষ্ঠানরূপেণ ভূতানাং সাত্ত্বিকী অবস্থা, কর্ম্মেন্দ্রিয়াধিষ্ঠানরূপেণ রাজসী অবস্থা, প্রাণাধিষ্ঠানরূপেণ তামসী অবস্থা। যথা বা প্রকাশ্যতা সাত্ত্বিকী, কার্য্যতা রাজসী, হার্য্যতা তামসী চাবস্থিতি-ভূ্তানামিতি ॥৭১

ত্রিগুণের ধর্ম্মানুসারে ত্রিগুণের কার্য্য স্বরূপ ভূতেতে যে প্রকাশ ক্রিয়া ও স্থিতি এই ত্রিবিধ অবস্থা দেখা যায়, তাহাই ভূতের অন্বয়িত্ব নামক রূপ। ৭১

ভোগাপবর্গযোগ্যত্ব-মর্থবত্ত্বং তথা রূপম্ ॥৭২

সর্ব্বাণি ভূতানি ভোগার্থানি তথা চ অপবর্গার্থানি ইত্যেবং মত্বা পরমার্থদৃশি অবধারণং তেষাম্ অর্থবত্ত্বং নাম পঞ্চমং রূপম্ ॥৭২

ভোগ এবং অপবর্গ-যোগ্যতা ভূতসকলের অর্থবত্ত্ব নামক রূপ। ভূতসকলের দ্বারা ভোগসিদ্ধি ও অপবর্গসিদ্ধি (ভূতে বৈরাগ্য করিয়া) হয়; এই ভাবে ভূতানুচিন্তনই অর্থবত্ত্ব। ৭২

---

৪৫ সূ০। ততোঽণিমাদিপ্রাদুর্ভাবঃ কায়সম্পৎ-
তদ্ধর্ম্মানভিঘাতশ্চ।

ভূত জয় হইতে অণিমাদি অষ্টসিদ্ধি হয় এবং কায়সম্পদ্ এবং ভূতের দ্বারা কায়ধর্ম্মের অনভিঘাত (বাধা শূন্যতা) হয়। ৪৫ সূঃ

গাবো বৎসানুসারিণ্য ইব ভূতান্যনেন চ।
সঙ্কল্পানুবিধায়ীনি স্যু-স্তন্মাত্রাণি যোগিনাম্ ॥৭৩

পঞ্চসু ভূতরূপেষু সংযমাৎ তজ্জয়েন ভূতানি চ ভূতপ্রকৃতি-তন্মাত্রাণি

চ যোগিনঃ সঙ্কল্পানুবিধায়ীনি স্যুঃ। যথা সঙ্কল্পয়তি তথা ভূত-তৎ-প্রকৃতয়ো ব্যবতিষ্ঠন্তে ইত্যর্থঃ। যথা বৎসানুসারিণ্যঃ গাবঃ তথা যোগিসঙ্কল্পানুসারিণ্যঃ ভূত-তৎপ্রকৃতয়ঃ ॥৭৩

গাভীসকল যেরূপ বৎসানুসারিণী হয়, সেইরূপ তন্মাত্র এবং ভূতসকল এই সংযমের দ্বারা যোগীদের সঙ্কল্পের অনুসারী হয়। অর্থাৎ যোগীরা যেরূপ সঙ্কল্প করেন ভূত এবং তন্মাত্র সেই সেই রূপে ব্যবস্থিত হয়। ৭৩

অণিমা লঘিমা চৈব মহিমা প্রাপ্তিরেব চ।
স্থূলাদেতাঃ স্বরূপাচ্চ প্রাকাম্যং যাঽহতেচ্ছতা ॥৭৪
সূক্ষ্মং জিত্বা বশিত্বঞ্চ যেনাঽবশ্যো বশী ভবেৎ।
অন্বয়াদীশিতৃত্বঞ্চ যেনেষ্টে প্রভবাপ্যয়ৌ ॥৭৫

অস্মাচ্চ অণিমাদয়ঃ প্রাদুর্ভবন্তি। অণিমাদয়ঃ অষ্টৌ সিদ্ধয়ঃ। তত্র "অণিমা ভবত্যণুঃ, লঘিমা লঘুর্ভবতি, মহিমা মহান্‌ ভবতি, প্রাপ্তি-রঙ্গুল্যগ্রেণ স্পৃশতি চন্দ্রমসম্‌" ইতি। এতাশ্চতস্রঃ সিদ্ধয়ঃ স্থূলরূপ-জয়াৎ প্রবর্ত্তন্তে। স্বরূপাচ্চ অবিহতেচ্ছতারূপং প্রাকাম্যম্‌। সূক্ষ্মরূপ-জয়াৎ বশিত্বং যেন বশী যোগী পরেষামবশ্যঃ ভবতি। অন্বয়িত্বজয়াদ্‌ ঈশিতৃত্বং যেন ভূতানাং প্রভবাপ্যয়ৌ ঈষ্টে ॥৭৪, ৭৫

অণিমা, লঘিমা, মহিমা ও প্রাপ্তি এই চারি সিদ্ধি ভূতের স্থূলরূপ জয় হইতে হয়। অণিমা অণু হওয়া, লঘিমা ও মহিমা সেইরূপ লঘু ও মহান্‌ হওয়া। প্রাপ্তি—যেমন অঙ্গুলির অগ্রভাগ দিয়া চন্দ্র স্পর্শ করা।

ভূতের স্বরূপজয় হইতে প্রাকাম্য-সিদ্ধি হয়। প্রাকাম্য ভূত-সম্বন্ধীয় কাঠিন্যাদি জাড্যধর্ম্মবিষয়ক অব্যাহত ইচ্ছা; যেমন—জলে যেরূপ নিমগ্ন হওয়া যায় ভূমিতেও সেইরূপ নিমগ্ন হইবার সামর্থ্য। ৭৪

সূক্ষ্মরূপজয় হইতে বশিত্ব সিদ্ধ হয়। তাহার দ্বারা বশী যোগী

ভূতসম্বন্ধে অপরের অবশ্য হন। অন্বয়রূপজয় হইতে ঈশিতৃত্ব-সিদ্ধি হয়। তাহা হইতে ভূতসম্বন্ধীয় দ্রব্যের উৎপত্তি ও লয়ের উপর ক্ষমতা হয়। ৭৫

যত্রকামাবসায়িত্বম্ অর্থবত্ত্বজয়াত্ততঃ।
ভূত-তৎপ্রকৃতীনাঞ্চ স্যাৎ সঙ্কল্পানুগা স্থিতিঃ ॥৭৫

যত্রকামাবসায়িত্বং সর্ব্বোত্তমা, অস্যাং অন্তর্গতা ইতরাঃ। ততঃ যত্রকামাবসায়িত্বে ভূত-তন্মাত্রাণাং যোগিসঙ্কল্পানুগামিনী ব্যবস্থিতিঃ ॥৭৬

অর্থবত্ত্বরূপজয় করিলে যত্রকামাবসায়িত্ব সিদ্ধ হয়। তদ্দ্বারা ভূতকে এবং ভূতকারণ তন্মাত্রকে সঙ্কল্পানুরূপভাবে স্থাপিত করিবার সামর্থ্য হয়। ৭৬

এতা অষ্টৌ ভবেয়ুশ্চ কায়সম্পত্তথা ভবেৎ।
ভূতৈশ্চ কায়ধর্ম্মাণাং ভবেদনভিঘাততা ॥৭৭

ভূতজয়াদেতা অষ্টৌ সিদ্ধয়ঃ সম্ভবেয়ু-স্তথা চ বক্ষ্যমাণলক্ষণা কায়-সম্পৎ তথা চ কায়ধর্ম্মাঽনভিঘাতো ভবেৎ ॥৭৭

ভূতজয় হইতে অণিমাদি ঐ অষ্ট সিদ্ধি হয় এবং বক্ষ্যমাণ কায়-সম্পৎ সিদ্ধ হয়। কিন্তু ভূত সকলের দ্বারা শরীরধর্ম্মের অভিঘাত হয় না। অর্থাৎ ক্ষিতিভূতের দ্বারা শরীরের গতি রুদ্ধ হওয়া, জলের দ্বারা শরীর ক্লিন্ন হওয়া ইত্যাদিরূপে শরীরধর্ম্মের বাধা হয় না। ৭৭

৪৬ সূ০। রূপলাবণ্যবলবজ্রসংহননত্বানি কায়সম্পৎ।

রূপ, লাবণ্য বল ও বজ্রের মত শরীরের সংহননের নাম কায়-সম্পৎ। ৪৬ সূঃ

সুরূপতা চ লাবণ্যং বজ্রবদ্দৃঢ়সংহতিঃ।
শরীরাবয়বানাঞ্চ কায়সম্পৎ তথা বলম্ ॥৭৮

কায়সম্পদুচ্যতে। স্পষ্টম্ ॥৭৮

সুন্দররূপ, লাবণ্য, বজ্রের বা হীরকের মত শরীরের দৃঢ়সংহতি এবং বল, এই সকলের নাম কায়সম্পৎ॥ ৭৮

৪৭ সূ০। গ্রহণস্বরূপাস্মিতান্বয়ার্থবত্ত্বসংযমাদিন্দ্রিয়জয়ঃ।

গ্রহণ, স্বরূপ, অস্মিতা, অন্বয় ও অর্থবত্ত্ব এই পঞ্চ ইন্দ্রিয়রূপে সংযম করিলে ইন্দ্রিয়জয় হয়। ৪৭ সূঃ

গ্রহণে চ স্বরূপে চ হ্যস্মিতায়াং তথান্বয়ে।
চার্থবত্ত্বে হৃষীকাণাং জয়ো রূপেষু সংযমাৎ ॥৭৯

ইন্দ্রিয়জয় উচ্যতে। গ্রহণাদিষু ইন্দ্রিয়াণাং রূপেষু সংযমাত্তজ্জয়ঃ ॥৭৯

গ্রহণাদি উপর্যুক্ত ইন্দ্রিয়দের পঞ্চরূপে সংযম করিলে তাহাদের জয় হয়॥ ৭৯

গ্রহণং চেন্দ্রিয়াণাং স্যাৎ শব্দস্পর্শাদিবৃত্তি-র্যা।
স্বরূপং শব্দস্পর্শাদিঃ প্রত্যেকং সাত্ত্বিকী খ্যাতিঃ।৮০

তত্র গ্রহণং শব্দাদিষু পঞ্চসু বিষয়েষু বৃত্তিঃ জায়মানতেত্যর্থঃ বিষয়গ্রহণব্যাপার ইন্দ্রিয়াণামাদ্যং রূপং গ্রহণম্। স্বরূপং কর্ণস্য শব্দরূপা সাত্ত্বিকী খ্যাতিঃ ত্বগিন্দ্রিয়স্য স্পর্শরূপেত্যাদিঃ প্রাতিস্বিকঃ প্রকাশভাবঃ ইন্দ্রিয়াণাং প্রত্যেকং স্বরূপম্।৮০

শব্দস্পর্শাদি বিষয়ে যে ইন্দ্রিয়ের বৃত্তি অর্থাৎ শব্দাদিজ্ঞানকালে ইন্দ্রিয়েতে যাহা ঘটে, তাহাই গ্রহণ নামক ইন্দ্রিয়ের প্রথম রূপ তৎপরে যে শব্দস্পর্শাদিস্বরূপ আলোচন জ্ঞান বা সাত্ত্বিক খ্যাতি বা ইন্দ্রিয়গত সত্ত্বের বিকারবিশেষ হয়, তাহা যথাক্রমে কর্ণাদি ইন্দ্রিয়ের স্বরূপ নামক দ্বিতীয় রূপ। ৮০

অস্মিতা তদুপাদানং তানি যদ্‌ব্যূহভেদাঃ স্যুঃ।
অন্বয়িত্বার্থবত্ত্বে চ বিজ্ঞেয়ে ভূতবদ্রূপে ॥৮১

অস্মিতাখ্যমিন্দ্রিয়রূপম্ ইন্দ্রিয়াণামুপাদানম্। ইন্দ্রিয়াণি অস্মিতায়াঃ ব্যূহভেদাঃ। ইন্দ্রিয়গতমভিমানমালম্ব্য সংযমঃ প্রবর্ত্তনীয়ঃ। ভূতবৎ প্রকাশ-ক্রিয়া-স্থিতি-ধর্ম্মানুসারি রূপমন্বয়ঃ। ভূতানি ব্যবসেয়াত্মকানি ইন্দ্রিয়াণি তু ব্যবসায়াত্মকানি। ভোগাপবর্গসাধনস্ত করণতা তেষাম্ অর্থবত্ত্বং রূপম্ ॥৮১

অস্মিতানামক ইন্দ্রিয়ের তৃতীয়রূপ ইন্দ্রিয়দের উপাদান। ইন্দ্রিয়গণ তাহারই ব্যূহভেদ। ইন্দ্রিয়ের অন্বয়রূপ এবং অর্থবত্ত্বরূপ ভূতের ঐ ঐ রূপের মত জানিবে। অর্থাৎ ত্রিগুণাত্মকত্ব অন্বয় এবং ভোগাপবর্গসাধনত্ব অর্থবত্ত্ব। ৮১

---

৪৮ সূ০। ততো মনোজবিত্বং বিকরণভাবঃ প্রধানজয়শ্চ।

ইন্দ্রিয়রূপের জয় হইতে মনোগতি, বিকরণভাব, এবং প্রধানজয় হয় ॥ ৪৮ সূঃ

অনুত্তমো মনস্তুল্যো গতিলাভশ্চ খানি চ।
স্যু-র্দেহনিরপেক্ষাণি দূরার্থে বৃত্তিমন্ত্যপি
সর্ব্বাসাং প্রকৃতীনাঞ্চ বিকৃতীনাং জয়স্ততঃ।
মধুপ্রতীকসংজ্ঞাঃ স্যুঃ এতাস্তিস্রো হি সিদ্ধয়ঃ ।৮২

ইন্দ্রিয়রূপজয়াৎ মনোজবিত্বং বিকরণভাবঃ প্রধানজয়শ্চ ॥৮২

ইন্দ্রিয়জয় হইতে মনের ন্যায় অনুত্তম গতিলাভ হয় এবং বিকরণভাব হয় বা শরীরনিরপেক্ষ হইয়া ইন্দ্রিয়গণ দূরস্থ বিষয়ে বৃত্তিলাভ করিতে সমর্থ হয়। পরন্তু প্রধানজয় বা সমস্ত প্রকৃতির ও বিকৃতির জয় হয়। এই তিন সিদ্ধির নাম মধুপ্রতীক। ৮২

৪৯ সূ০। সত্ত্বপুরুষান্যতা-খ্যাতিমাত্রস্য সর্ব্বভাবাধিষ্ঠাতৃত্বং সর্ব্বজ্ঞাতৃত্বঞ্চ।

বুদ্ধি এবং পুরুষের যে ভেদখ্যাতি তাবন্মাত্রকে অবলম্বন করিয়া সংযম করিলে সর্ব্বভাবাধিষ্ঠাতৃত্ব ও সার্ব্বজ্ঞ্য হয়। ৪৯ সূঃ

পুংবুদ্ধ্যো-রন্যতাখ্যাতৌ প্রতিষ্ঠস্য চ চেতসঃ।
সর্ব্বাধিষ্ঠাতৃতা সিদ্ধ্যেৎ সর্ব্বজ্ঞাতৃত্বমেব চ ॥৮৩
সর্ব্বে ভাবা গুণাত্মানো দৃশ্যত্বেনোপতিষ্ঠন্তে।
ত্রৈকালভাববিজ্ঞানং জ্ঞানে তত্র বিবেকজে ॥৮৪

যেন শক্তিজ্ঞানয়োঃ পরা কাষ্ঠা তদুচ্যতে। বুদ্ধি-পুরুষয়োর্ব্বিবেক-প্রত্যয়ে স্থিত-চিত্তস্য যোগিনঃ সর্ব্বভাবাধিষ্ঠাতৃত্বং সর্ব্বজ্ঞাতৃত্বঞ্চ। সর্ব্বে গুণাত্মানঃ ভাবা তস্য যোগিনো যুগপদ্দৃশ্যত্বেনোপবর্ত্তন্তে। এতৎ সর্ব্বভাবাধিষ্ঠাতৃত্বম্। ভূতভবদ্ভবিষ্যদ্বিষয়াণাং সর্ব্বেষাং সর্ব্বথা জ্ঞানং সর্ব্বজ্ঞাতৃত্বম্ ॥৮৩।৮৪

পুরুষ ও বুদ্ধির যে ভেদজ্ঞান, চিত্তকে তাবন্মাত্রে প্রতিষ্ঠিত রাখা অভ্যাস করিলে, সেই চিত্তের সার্ব্বজ্ঞ্য ও সর্ব্বাধিষ্ঠাতৃত্ব সিদ্ধ হয়। ৮৩

ত্রিগুণ-নির্ম্মিত সমস্ত পদার্থ ঐ বিবেকজ জ্ঞানে দৃশ্যভূত হইয়া যুগপৎ উপস্থিত হয়। ইহাই সর্ব্বভাবাধিষ্ঠাতৃত্ব। আর তাহাতে সমস্ত পদার্থের ত্রৈকালিক বিজ্ঞান হয়। ইহা সর্ব্বজ্ঞাতৃত্ব। ৮৪

৫০ সূ০। তদ্বৈরাগ্যাদপি দোষবীজক্ষয়ে কৈবল্যম্।

বিবেকজ সিদ্ধিতেও বৈরাগ্য হইলে দোষবীজের ক্ষয় হইয়া কৈবল্যসিদ্ধি হয়॥ ৫০ সূঃ

৮৫ বিবেকজে তু সার্ব্বজ্ঞ্যে ঐশ্বর্য্যে চাপি বৈরাগ্যাৎ।
সংক্ষয়ে ক্লেশবীজানাং ভূতিমার্গেণ কৈবল্যম্।৮৫

বিবেকজে সর্ব্বজ্ঞাতৃত্বে সর্ব্বভাবাধিষ্ঠাতৃত্বে চাপি বৈরাগ্যাৎ পর-বৈরাগ্যাদিত্যর্থঃ ক্লেশবীজানাং ক্লিষ্ট-সংস্কারাণাং সম্যক্ ক্ষয়ে কৈবল্যম্। এবং বিভূতিমার্গেণ কৈবল্যম্। প্রথমে পাদে সূত্রকৃতা সমাধিদৃশা কৈবল্যং প্রদর্শিতং, দ্বিতীয়ে হেয়াদি-চতুর্ব্যূহদৃশা, অত্র চ বিভূতিদৃশা, চতুর্থে পুনঃ বুদ্ধিপুরুষয়োর্ব্বিভেদ-বিচারদৃশা কৈবল্যং ন্যায়েন সঙ্গময্য প্রদর্শিতমিতি ॥৮৫

বিবেকজ সার্ব্বজ্ঞ্যে এবং ঐশ্বর্য্যে বৈরাগ্য হইতে ক্লেশের বীজ সম্যক্ ক্ষীণ হওয়াতে কৈবল্য সিদ্ধ হয়। ইহা বিভূতিমার্গের দ্বারা কৈবল্যসিদ্ধি। ৮৫

---

৫১ সূ০। স্থান্যুপনিমন্ত্রণে সঙ্গ-স্ময়াকরণং পুনরনিষ্টপ্রসঙ্গাৎ।

স্থানী দেবগণের দ্বারা উপনিমন্ত্রিত হইলে তাহাতে সঙ্গ এবং স্ময় ("অহো আমি ধন্য" ইত্যাদি ভাব) করা উচিত নহে কারণ তাহাতে পুনশ্চ দুঃখ উৎপন্ন হইতে পারে। ৫১ সূঃ

৮৬ প্রবৃত্তো যস্য চালোকো যোগী প্রথমকল্পিকঃ।
ঋতম্ভরা যস্য প্রজ্ঞা স যোগী মধুভূমিকঃ ॥৮৬

আলোকঃ অলৌকিকং জ্ঞানম্। স্পষ্টমন্যৎ ॥৮৬

প্রজ্ঞাজ্যোতিস্তৃতীয়ঃ স্যাদ্-ভূতেন্দ্রিয়বশী যোগী।
চিত্তহানি-রতিক্রান্ত-ভাবনীয়স্য কার্য্যান্ত।৮৭

ভূতেন্দ্রিয়জয়ী তৃতীয়যোগভূমৌ স্থিতঃ যোগী প্রজ্ঞাজ্যোতিসংজ্ঞকঃ। চতুর্থযোগভূমৌ স্থিতঃ অতিক্রান্তভাবনীয় সংজ্ঞকঃ তস্য চিত্তহানিঃ চিত্তস্য প্রতিসর্গ এব একং কার্য্যমবশিষ্যত ইত্যর্থঃ ॥৮৭

যে যোগীর অলৌকিক জ্ঞান প্রবৃত্ত হইয়াছে তাঁহার নাম প্রথম-কল্পিক। যাঁহার ঋতম্ভরা প্রজ্ঞা হইয়াছে তিনি মধুভূমিক। ভূতেন্দ্রিয়-জয়ী যোগী তৃতীয়, তাঁহাদের সংজ্ঞা প্রজ্ঞাজ্যোতি। চতুর্থ অতিক্রান্ত-ভাবনীয়, তাঁহাদের একমাত্র অবশিষ্ট কর্ত্তব্য—চিত্তকে প্রলীন করা। ৮৬। ৮৭

স্থানিভির্দিব্যভোগার্থং দেবৈরুপনিমন্ত্রিতঃ।
যোগী কুর্বীত কৈবল্যলিপ্সুঃ সঙ্গস্ময়ৌ হি ন ॥৮৮

তত্র স্থানিনো দেবা মধুভূমিকান্ উপনিমন্ত্রয়ন্তে। তদা কৈবল্য-লিপ্সুঃ যোগী দিব্যভোগৈঃ সহ সঙ্গং ন কুর্বীত। সঙ্গমকৃত্বা স্ময়মপি ন কুর্বীত। অহো অহং দেবানামপি প্রার্থনীয় ইত্যাদিঃ স্ময়ঃ ॥৮৮

উচ্চস্বর্গেস্থিত স্থানিদেবগণের দ্বারা দিব্যভোগের জন্য মধু-ভূমিকেরা উপনিমন্ত্রিত হন। কৈবল্যলিপ্সু মধুভূমিকপদস্থ যোগী তাহাতে সঙ্গ বা স্ময় করিবেন না। ৮৮

সংসারাগ্নৌ ময়াহো বিপচনমনিশং বেষ্ঠমানেন ঘোরে।
জন্মাপায়ান্ধকারে মহতি বিপরিবর্ত্তং ময়াপ্তেন দিষ্ট্যা।
প্রাপ্তা ক্ষেমা মহাক্লেশতিমিরহরণা যোগদীপস্য দীপ্তি-
র্লব্ধালোকঃ পতেয়ং ন বিষয়মৃগতৃষ্ণয়া বঞ্চিতোঽহম্ ॥৮৯

এবং মত্বা ন কুর্বীত স্ময়ং সঙ্গঞ্চ যোগবিৎ।
যতোঽনিষ্টপ্রসঙ্গঃ স্যাৎ তৃষ্টপ্রমাদাদিভিঃ পুনঃ ॥৯০

সংসারাগ্নাবিত্যাদি সঙ্গস্ময়য়োঃ প্রতিপক্ষভাবনম্। অহো ঘোরে সংসারাগ্নৌ অনিশং নিরন্তরং বিপচনং বেষ্ঠমানেন তথা মহতি মৃত্যু-জন্মান্ধকারে বিপরিবর্ত্তমানেন ময়া দিষ্ট্যা ক্ষেমা মহাক্লেশতিমিরহরণা যোগপ্রদীপদীপ্তিঃ প্রাপ্তা। লব্ধালোকঃ সোঽহং বিষয়মৃগতৃষ্ণিকয়া বঞ্চিতো ন পুনস্তত্রৈব পতেয়ম্। এবং মত্বা দিব্যবিষয়সঙ্গং স্ময়ঞ্চ ন কুর্বীত, যতঃ তৃষ্ণাপ্রমাদাদিভিঃ পুনরনিষ্টপ্রসঙ্গঃ স্যাৎ ॥৮৯॥৯০

ঘোর সাংসারাগ্নির মধ্যে চতুর্দ্দিকে বিপচন অনুভব করিতে করিতে, এবং মহান্ জন্মমরণান্ধকারে ঘুরিতে ঘুরিতে, সৌভাগ্যবশে ক্ষেমা, মহাক্লেশতিমিরহরণা, যোগপ্রদীপের দীপ্তি প্রাপ্ত হইয়াছি। তাদৃশ লব্ধালোক আমি বিষয়-মৃগতৃষ্ণিকার মোহে বঞ্চিত হইয়া পুনশ্চ তাহাতে পতিত হইব না।

যোগবিৎ এইরূপে মনন করিয়া সঙ্গ ও স্ময় করিবেন না। যেহেতু তৃষ্ণা-প্রমাদাদি হইতে পুনশ্চ অনিষ্টকর বিষয় উৎপন্ন হইবে। ৮৯। ৯০

৫২ সূ০। ক্ষণতৎক্রময়োঃ সংযমাদ্-বিবেকজং জ্ঞানম্।

বিবেকখ্যাতি না হইলেও ক্ষণ এবং তাহার ক্রমে সংযম করিলে বিবেকজ জ্ঞান সিদ্ধ হয়। ৫২ সূঃ

ক্ষণতৎক্রময়োর্জ্ঞানং তারকাখ্যং বিবেকজম্।
বিবেকখ্যাতিহীনস্য যোগিনঃ সংযমাদপি ॥৯১

তারকাখ্যং বিবেকজং জ্ঞানং বিবেকখ্যাতিহীনস্যাপি যোগিনঃ সম্ভবেৎ ক্ষণ-ক্ষণক্রময়োঃ সংযমাৎ ॥৯১

ক্ষণ এবং তাহার ক্রমে সংযম করিলে বিবেকখ্যাতিহীন যোগীদেরও তারক নামক বিবেকজজ্ঞান হয়। ৯১

পরমাণুর্হি কালস্য ক্ষণো জ্ঞেয়শ্চ বিক্রিয়াঃ।
সম্ভবেয়ুঃ ক্ষণং ব্যাপ্য ক্রমঃ পূর্ব্বস্য চোত্তরঃ ॥৯২

ক্ষণঃ কালস্য পরমাণুঃ পরমাপকর্ষপর্য্যন্তঃ কাল ইত্যর্থঃ। সর্ব্বা বিক্রিয়াঃ পরিণামাঃ ক্ষণং ব্যাপ্য সম্ভবেয়ুঃ। উত্তরক্ষণং পূর্ব্বক্ষণস্য ক্রমঃ। ক্ষণং তৎক্রময়োঃ সংযমাৎ সূক্ষ্মতমান্ পরিণামান্ বিজানাতি যোগী ততোঽপি চরমবিশেষবিজ্ঞানাত্মকং বিবেকজং জ্ঞানম্ ॥৯২

ক্ষণ কালের পরমাণু বা সূক্ষ্মতম কাল। সমস্ত বিকার সেই ক্ষণ ব্যাপিয়া ঘটিয়া থাকে। উত্তরক্ষণকে পূর্ব্বক্ষণের ক্রম বলা যায়। ৯২

ক্ষণাশ্চ ভাবিনো ভূতা ন বর্ত্তন্তে হি বস্তুতঃ।
তস্মাদবিদ্যমানাস্তে পদার্থা বুদ্ধিনির্ম্মিতাঃ ॥৯৩

ক্ষণং সমাসতঃ বিবৃণোতি। যে নো বর্ত্তমানাঃ ক্ষণা-স্তে এব ভূতা বা ভাবিনো বা ক্ষণাঃ। অতো ভূতভাবিনঃ ক্ষণা বুদ্ধিনির্ম্মিতা বৈকল্পিকাঃ পদার্থা অবিদ্যমানত্বাৎ। তে ভূতভাবিনঃ ক্ষণা যথার্থতঃ কল্পিতবস্ত্বধিকরণভূতা অবিদ্যমানপদার্থাঃ ॥৯৩

অতীত ও অনাগত ক্ষণ অবর্ত্তমান পদার্থ। যাহা বর্ত্তমান নহে তাহাই অতীত ও অনাগত। অতএব তাহারা বিকল্পিত পদার্থ এবং বস্তুত নাই। অর্থাৎ, ভূতভাবীকাল বস্তুর বা বর্ত্তমান পদার্থের অধিকরণ নহে। ৯৩

অতীতানাগতং বস্তু যস্মাদস্তি স্বরূপতঃ।
বর্ত্তমানঃ ক্ষণস্তস্মাৎ সত্ত্বাধিকরণং মতম্।
বিবেকজেঽক্রমে জ্ঞানে স ক্ষণো হ্যনুভূয়তে ॥৯৪

অতীতানাগতং বস্তু যস্মাৎ স্বরূপতঃ স্বকারণে অবিভাগাপন্নমস্তি, তস্মাদ্ অতীতানাগতানামপি বস্তূনাং বর্ত্তমানলক্ষণযোগ্যত্বাদিত্যর্থঃ বর্ত্তমান এক এব ক্ষণঃ সত্ত্বানামধিকরণং বস্তুপতিতং ইত্যর্থঃ। বিবেকজে অক্রমে জ্ঞানে যত্র অতীতানাগতান্যপি বস্তূনি বর্ত্তমানত্বেন বিজ্ঞায়ন্তে তত্র স এক এব বর্ত্তমানঃ ক্ষণঃ অনুভূয়তে যোগিভিঃ। তদা সর্ব্বমেব বর্ত্তমানং, নাস্তি কিঞ্চিদতীতমনাগতং বা। তদা চ কালাখ্য-বিকল্প-জ্ঞাননিবৃত্তিঃ ॥৯৪

অতীত ও অনাগত বস্তু স্বরূপত (অর্থাৎ স্বকারণে বিলীনভাবে) আছে (চতুর্থ পাদের ২৫ শ্লোকে দ্রষ্টব্য)। অতএব সমস্ত বস্তুই

বর্ত্তমান। সেই হেতু বর্ত্তমান এক ক্ষণই বস্তুর অধিকরণ। অক্রম বা যুগপৎ সর্ব্ববস্তুর ভাসক যে বিবেকজ জ্ঞান, যাহাতে অতীত বা অনাগত কিছু থাকে না কিন্তু সবই বর্ত্তমান থাকে, তাহাতে সেই বর্ত্তমান এক ক্ষণই অনুভূত হয়। ৯৪

---

৫৩ সূ০। জাতিলক্ষণদেশৈ-রন্যতানবচ্ছেদাত্তুল্যয়ো-স্ততঃ প্রতিপত্তিঃ।

দুই বস্তুর জাতিগত, লক্ষণগত এবং দেশগত ভেদ না থাকিলেও বিবেকজ জ্ঞানের দ্বারা তাহাদের পৃথক্ত্ব উপলব্ধ হয়। ৫৩ সূঃ

৫৪ সূ০। তারকং সর্ব্ববিষয়ং সর্ব্বথাবিষয়মক্রমঞ্চেতি তদ্-বিবেকজং জ্ঞানম্।

সেই বিবেকজজ্ঞান তারক (স্বপ্রতিভোত্থ), সর্ব্ববিষয়, সর্ব্বথা-বিষয় এবং অক্রম। ৫৪ সূঃ

জাতিলক্ষণসাম্যাচ্চ তুল্যে দেশে চ সংস্থিতেঃ।
দ্রব্যয়োর্ভেদবিজ্ঞানং তুল্যং বিজ্ঞায়মানয়োঃ॥৯৫
জ্ঞানং স্বপ্রতিভোত্থং তৎ তারকং যদ্বিবেকজম্।
যুগপৎ সর্ব্বথা সর্ব্বং খ্যাপয়েত্তদনুত্তমম্॥৯৬

বিবেকজজ্ঞানস্য স্বরূপমুচ্যতে। যদ্বিবেকজং জ্ঞানং তৎ তারকং স্বপ্রতিভোত্থমনৌপদেশিকম্ সর্ব্বথাবিষয়ং সর্ব্ববিষয়ম্ অক্রমম্। তেন চ জাতিদেশলক্ষণ-সাম্যাৎ তুল্যং প্রতীয়মানয়োর্দ্রব্যয়োরপি ভেদ-বিজ্ঞানম্। দ্বৌ সর্ব্বতস্তুল্যৌ সুবর্ণগোলৌ জাত্যা লক্ষণৈশ্চ তুল্যৌ। তয়োর্মধ্যে পূর্ব্বগোলশ্চেদুত্তরগোলস্থিতিদেশে অবস্থাপ্যতে তদা ন শক্যং তদুত্তরং বা পূর্ব্বং বেতি অবধারয়িতুম্। যোগিভিস্তু বিবেকজ-জ্ঞানবদ্ভিঃ শক্যং জাতিদেশলক্ষণসাম্যাৎ তুল্যং প্রতীয়মানয়োর্দ্রব্যয়োঃ ভেদমবধারয়িতুম্। এবং সূক্ষ্মং তত্ত্ববিজ্ঞানম্॥৯৫॥৯৬

সেই বিবেকজজ্ঞান তারক অর্থাৎ স্বপ্রতিভোত্থ বা অনৌপদেশিক সমস্ত বস্তুই তাহার বিষয় তাহার অবিষয়ীভূত কিছুই নাই। তাহা সর্ব্বথাবিষয় অর্থাৎ অতীত, অনাগত ও বর্ত্তমান সমস্ত বস্তুই তাহার বিষয়। একজাতীয়ত্বহেতু, একলক্ষণত্বহেতু এবং একদেশে স্থিতিহেতু দুই দ্রব্য অভিন্নবৎ প্রতীত হইলেও উক্ত বিবেকজজ্ঞানের দ্বারা তাহাদের ভেদ বিজ্ঞাত হওয়া যায়।

মনে কর দুইটি সমানাকার সুবর্ণগোলক। তাহাদের জাতিগত ভেদ সাধারণ অবস্থায় জানিবার যো নাই। তাহারা যদি ভিন্নদেশে থাকে তবে ভিন্ন করিয়া জানা যায়। কিন্তু যদি বিজ্ঞাতার অজ্ঞাত-সারে একটি গোলকে অন্য গোলের স্থানে স্থাপিত করা যায়, তবে লৌকিক বুদ্ধির দ্বারা তাহাদের ভেদজ্ঞান (অর্থাৎ কোন্‌টা প্রথম গোল ও কোন্‌টা দ্বিতীয় গোল তাহা জানা) সাধ্য নহে। বিবেকজ-জ্ঞানের দ্বারা সূক্ষ্মতম ভেদও উপলব্ধ হয় বলিয়া তদ্দ্বারা সেই সুবর্ণ-গোলের কোন্‌টা প্রথম ও কোন্‌টা দ্বিতীয় তাহা জানা যাইবে। এই-রূপে তত্ত্ব সকলের সূক্ষ্ম ভেদ যোগীরা জানেন। ৯৫। ৯৬

---

৫৫ সূ০। সত্ত্বপুরুষয়োঃ শুদ্ধিসাম্যে কৈবল্যম্‌।

বুদ্ধি ও পুরুষের শুদ্ধি এবং পরস্পরের সহিত সমতা হইলে পরে কৈবল্য সিদ্ধ হয়। ৫৫ সূঃ

সংক্লেশহীনতা চৈব পৌরুষপ্রত্যয়ে স্থিতিঃ।
বুদ্ধেঃ শুদ্ধিস্তথা সাম্যং পুরুষেণ সহেরিতম্‌ ॥৯৭

ঔপচারিকভোগস্য হ্যভাবঃ শুদ্ধিরুচ্যতে।
সত্ত্বসাম্যং তথা পুংসঃ স্বরূপখ্যাতিরিষ্যতে।
শুদ্ধিসাম্যে চ পুংবুদ্ধ্যোঃ কৈবল্যমথ সিধ্যতি ॥৯৮

ইতি সাংখ্যযোগাচার্য্য-শ্রীহরিহরানন্দ-আরণ্যবিরচিতায়াং যোগকারিকায়াং তৃতীয়ঃ পাদঃ।

অপ্রাপ্তবিবেকজজ্ঞানস্যাপি যথা কৈবল্যং তন্নিরূপয়তি। বুদ্ধি-পুরুষয়োঃ শুদ্ধিসাম্যে কৈবল্যমিতি। তত্র রজস্তমোমলহীনতা বুদ্ধেঃ শুদ্ধিঃ। পৌরুষপ্রত্যয়ে স্থিতিশ্চ বুদ্ধেঃ সাম্যং পুরুষেণ সহ। পুরুষস্য শুদ্ধিস্তু ন বাস্তবী কিন্তু ঔপচারিকভোগাভাব এব। পুরুষস্য বুদ্ধিসত্ত্বেন সহ সাম্যমপি ভবতি স্বরূপখ্যাতিরূপে পৌরুষপ্রত্যয়ে। এবং বুদ্ধি-পুরুষয়োঃ শুদ্ধিসাম্যে সিদ্ধে চিত্তপ্রতিসর্গদ্বারেণ কৈবল্যং ভবতি প্রাপ্ত-বিবেকজজ্ঞানস্যাপ্রাপ্তবিবেকজ্ঞানস্য বেতি ॥৯৭॥৯৮

ইতি যোগকারিকাটীকায়াং সরলায়াং তৃতীয়ঃ পাদঃ।

বিভূতিমার্গে কিরূপে কৈবল্য হয় তাহা পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। কিন্তু বিবেকজজ্ঞান নামক সিদ্ধি না হইলেও বুদ্ধি এবং পুরুষের শুদ্ধি ও সাম্য হইলেও কৈবল্য সিদ্ধ হয়। তন্মধ্যে সংক্লেশ বা রাজস ও তামস মল, সম্যক্ অপগত হইলে যে বিশুদ্ধ সত্ত্বের প্রাদুর্ভাব তাহাই বুদ্ধির শুদ্ধি। তখন কেবল পুরুষাকার প্রত্যয় থাকে সুতরাং তাহাই পুরুষের সহিত বুদ্ধির সাম্য।

আর পুরুষে যে ভোগ উপচরিত হইতেছে তাহার অভাব পুরুষের (কাল্পনিক) শুদ্ধি। আর সেই পুরুষখ্যাতিই বুদ্ধির সহিত পুরুষের সাম্য।

এইরূপে পৌরুষ প্রত্যয়মাত্রে চিত্ত স্থিত হইলে, পরে সংস্কারনাশে চিত্ত প্রলীন হইয়া কৈবল্য সিদ্ধ হয়। ৯৭। ৯৮

যোগকারিকার তৃতীয় পাদের অনুবাদ সমাপ্ত।

অথ চতুর্থঃ পাদঃ।

১ সূ০। জন্মৌষধি-মন্ত্রতপঃসমাধিজাঃ সিদ্ধয়ঃ।

অথ কারিকা।

জন্ম, ঔষধি, মন্ত্র, তপঃ এবং সমাধি এই পঞ্চ প্রকার ব্যঞ্জকের দ্বারা সিদ্ধি প্রাদুর্ভূত হয়। ১ সূঃ

সসাধনঃ সমাধি-স্তদবান্তরফলানি চ।
সম্প্রোক্তান্যত্র কৈবল্যং ফলং মুখ্যং বিচায্যতে ॥১

স্পষ্টম্ ॥১

সাধনের সহিত সমাধি এবং সমাধির অবান্তর ফল উক্ত হইয়াছে, এই পাদে সমাধির মুখ্য ফল কৈবল্য বিচারিত হইতেছে। ১

জন্মৌষধি-তপোজাশ্চ মন্ত্রজাশ্চৈব সিদ্ধয়ঃ।
ব্যঞ্জিতা ব্যঞ্জকৈস্তৈস্তৈঃ পঞ্চেতি চ সমাধিজাঃ ॥২

জন্মজা ঔষধিজা মন্ত্রজা-স্তপোজা-শ্চেতি সিদ্ধয়ঃ জন্মাদিভির্ব্যঞ্জকৈর্ব্যঞ্জিতাঃ। এতাশ্চতুর্ব্বিধা-স্তথা চ সমাধিজা ইতি পঞ্চবিধাঃ সিদ্ধয়ঃ। তত্র জন্মজাদিচতস্রঃ সিদ্ধয়ঃ বাসনাস্থিতানাং পূর্ব্বানুভূতানাং জন্মাদিনিমিত্তৈরভিব্যক্তেঃ প্রবর্ত্তন্তে ॥২

জন্মাদি চারি ব্যঞ্জকের দ্বারা ব্যঞ্জিত এবং সমাধির দ্বারা লব্ধ, এই পঞ্চ প্রকার সিদ্ধি। জন্ম হইতে বা শরীরের প্রকৃতি হইতে যে সিদ্ধি হয় তাহা জন্মজসিদ্ধি। যেমন দেবতাদের সঙ্কল্পসিদ্ধি। ঔষধির দ্বারাও শরীরের প্রকৃতি পরিবর্ত্তিত হইয়া কিছু কিছু সিদ্ধি আবির্ভূত

হয়। মন্ত্রজপের দ্বারা এবং প্রাণায়াম-ব্রহ্মচর্য্যাদি তপস্যার দ্বারাও কোন কোন সিদ্ধি আবির্ভূত হয়। সমাধিজসিদ্ধি পূর্ব্বপাদে উক্ত হইয়াছে। ২

২ সূ০। জাত্যন্তরপরিণামঃ প্রকৃত্যাপূরাৎ।

সিদ্ধিতে একজাতি হইতে জাত্যন্তরে যে পরিণাম হয়, তাহা প্রকৃতির আপূরণ হইতে হয়। ২ সূঃ

সিদ্ধৌ দেহেন্দ্রিয়াণাঞ্চ পরিণামোঽন্যজাতিষু।
প্রকৃত্যনুপ্রবেশাৎ স্যাদ্-ইন্ধনেঽগ্নিপ্রবেশবৎ ॥৩

জন্মজাদিষু পঞ্চসু সিদ্ধিষু মধ্যে দেহেন্দ্রিয়াণাং জাত্যন্তরপরিণামঃ সিদ্ধপ্রকৃতীনামাপূরণাদেব ভবতি। যথা ইন্ধনে অনুপ্রবিষ্টঃ অগ্নি ইন্ধনমগ্নিত্বেন পরিণাময়তি তদ্বৎ। প্রকৃতয়স্তু করণোপাদানভূতায়ামস্মিতায়াং নিহিতাস্তিষ্ঠন্তি। তাসু কাশ্চিৎ দৈবাদিজাতৌ প্রাগনুভূতাঃ। সমাধিজা সিদ্ধপ্রকৃতিস্তু অননুভূতপূর্ব্বা। বিনিষ্পন্নসমাধেঃ পুনর্ম্মনুষ্যজন্মাভাবাৎ ॥৩

সিদ্ধিতে দেহ ও ইন্দ্রিয়ের যে ভিন্নজাতিতে পরিণাম হয় তাহা সেই সেই জাতীয় প্রকৃতির অনুপ্রবেশ হইতে হয়। যেমন কাষ্ঠে অনুপ্রবিষ্ট অগ্নি কাষ্ঠকে অগ্নিত্বে পরিণামিত করে, সেইরূপ। করণপ্রকৃতি সকল করণের উপাদান অস্মিতাতে সংস্কাররূপে আছে। তাহারা পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে অনুভূত হইয়াছে। সেই প্রকৃতিসকল জন্মাদিদ্বারা অভিব্যক্ত হইয়া জাত্যন্তরপরিণাম ঘটায়। সমাধিজ সিদ্ধির প্রকৃতি পূর্ব্বে অননুভূত, কারণ সমাধিসিদ্ধি হইলে পুনশ্চ জন্ম হয় না। তাহা অব্যপদেশ্যভাবে থাকে। ৩

সন্তি প্রকৃতয়োঽসংখ্যা অন্তর্নিষ্ঠা উদিত্বরাঃ।
নিমিত্তৈস্তা অভিব্যক্তা কাচিদাপূর্য্যতে চ তৎ ॥৪

অন্তঃকরণে স্থিতাঃ উদিত্বরাঃ উদয়শীলাঃ অসংখ্যাঃ প্রকৃতয়ঃ সন্তি

তাসু প্রকৃতিষু কাচিৎ প্রকৃতিঃ নিমিত্তৈরভিব্যক্তা তৎ দেহেন্দ্রিয়ম্ আপূর্য্যতে। প্রকৃত্যাপূরণাদ্দেহেন্দ্রিয়াণাং জাত্যন্তরপরিণতিঃ ॥৪

অন্তঃকরণে অসংখ্য উদয়শীল করণপ্রকৃতি আছে, তন্মধ্যে নিমিত্তের দ্বারা অভিব্যক্ত হইয়া কোন প্রকৃতি দেহেন্দ্রিয়ে আপূরণ বা অনুপ্রবেশ করিয়া জাত্যন্তর ঘটায়। ৪

---

৩ সূ০। নিমিত্তমপ্রয়োজকং প্রকৃতীনাং বরণভেদস্তু ততঃ ক্ষেত্রিকবৎ।

নিমিত্ত সকল প্রকৃতির প্রয়োজক নহে, কিন্তু তাহারা বিপরীত নিমিত্ত সকলকে অপসারিত করাতে প্রকৃতি স্বয়ং প্রবর্ত্তিত হয়। যেমন ক্ষেত্রিকেরা আলি কাটিয়া দিলে জল স্বয়ং নিম্নক্ষেত্রে প্রবর্ত্তিত হয়, তদ্বৎ। ৩ সূঃ

কর্ম্মাণ্যেব নিমিত্তং স্যাৎ প্রকৃতের্ব্যঞ্জকং চ তৎ।
ন তৎ প্রকৃতিকার্য্যত্বাৎ প্রকৃতীনাং প্রয়োজকম্ ॥৫
প্লাবয়ত্যালিভেদাচ্চ নিম্নং ক্ষেত্রং যথা জলম্।
স্বয়মেব প্রবর্ত্তন্তে তথা প্রকৃতয়ঃ ক্ষয়ে।
স্বস্বাহ্নিমিত্তভাবানাং যথাযোগ্যেন হেতুনা ॥৬

কর্ম্মাণি পুরুষকাররূপাণি ধর্ম্মাধর্ম্মরূপাণি অদৃষ্টকর্ম্মাণি চ প্রকৃত্যভিব্যক্তের্নিমিত্তম্। নিমিত্তং প্রকৃতীনাং ব্যঞ্জকমপি ন তৎ তাসাং প্রয়োজকং, প্রকৃতিকার্য্যত্বাৎ। ন খলু কার্য্যং স্বকারণং প্রয়োজয়তি। প্রকৃতয়স্তু স্বয়মেব প্রবর্ত্তন্তে। যথা আলিভেদাৎ স্বয়ং প্রবর্ত্তিতং জলং নিম্নং ক্ষেত্রমাপ্লাবয়তি তথা স্বকীয়ানাম্ অনিমিত্তভূতানাং ভাবানাং ক্ষয়ে প্রকৃতয়ঃ স্বয়ং দেহেন্দ্রিয়মনুপ্রবিশন্তি। অনিমিত্তক্ষয়স্তু যথাযোগ্যেন নিমিত্তেন ভবতি। অস্মিন্ দাহরণে প্রকৃতির্জলম্ অনিমিত্তমালিঃ নিমিত্তমালিভেদঃ ক্ষেত্রং দেহেন্দ্রিয়ম্ ॥৫॥৬

কর্ম্ম সকলই প্রকৃতি-আপূরণের নিমিত্ত। তাহাদের দ্বারাই প্রকৃতি সকল অভিব্যক্ত হয়। কর্ম্ম সকল প্রকৃতির কার্য্য, সুতরাং তাহারা স্বীয় কারণভূত প্রকৃতিদের প্রবর্ত্তক হইতে পারে না। ৫

আলি ভেদ করিয়া দিলে যেমন জল স্বয়ং নিম্নক্ষেত্রকে প্লাবিত করে সেইরূপ নিজ নিজ অনিমিত্তভূত ভাবসকলের ক্ষয় হইলে প্রকৃতিসকল স্বয়ং অনুপ্রবিষ্ট হয়। অনিমিত্ত ক্ষয় যথাযোগ্য নিমিত্তের দ্বারা হয়।

যেমন দিব্য প্রকৃতি। মানুষ দেহেন্দ্রিয় তাহার অভিব্যক্তির অনিমিত্ত। তপস্যাদির দ্বারা মানুষভাব রুদ্ধ করিলে তখন দিব্য প্রকৃতি স্বয়ং প্রবর্ত্তিত হয় ও তদনুসারে সেই দেহেন্দ্রিয় দিব্য প্রকৃতির অনুরূপ হয়। কুমার নন্দীশ্বরের এইরূপে দেবত্বপ্রাপ্তি হইয়াছিল। ৬

আর্দ্রত্বে বিগতে চাগ্নিঃ কাষ্ঠেঽনুপ্রবিশেদ্ যথা।
বিধর্ম্মবিগতে তদ্বৎ প্রকৃতিঃ সম্প্রবর্ত্ততে ॥৭

আর্দ্রত্বং কাষ্ঠে বহ্ন্যনুপ্রবেশস্যানিমিত্তং তস্য বিগম এব বহ্ন্যনুপ্রবেশস্য নিমিত্তম্। নিমিত্তেনানিমিত্তস্যাপগমে বহ্নির্যথা স্বয়মেব কাষ্ঠমনুপ্রবিশতি তথা প্রকৃতিঃ স্বকীয়ানাং বিধর্ম্মাণাং বিগমে স্বয়মেব প্রবর্ত্ততে॥৭

মূর্ত্তিষূপলনিষ্ঠাসু বিয়োগেঽবয়বানাং হি।
যথাঽভিব্যজ্যতে কাচিৎ তথা স্যাৎ প্রকৃতের্ব্যক্তিঃ ॥৮

দৃষ্টান্তান্তরেণ তদেব স্ফোরয়তি। যথা উপলখণ্ডে অসংখ্যাতাঃ মূর্ত্তয়ো নিহিতা বিদ্যন্তে উপলাবয়বানাঞ্চ বিয়োগে তাসু কাচিদভিব্যনক্তি তথা অন্তঃকরণে অসংখ্যাতাঃ করণপ্রকৃতয়ঃ বিদ্যন্তে তাসু কাচিৎ নিমিত্তেনাভিব্যজ্যতে ॥৮

পূর্ব্বোক্ত নিয়মের উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে। যেমন আর্দ্রত্বরূপ বিধর্ম্ম অপগত হইলে অগ্নি কাষ্ঠে অনুপ্রবেশ করে, সেইরূপ প্রকৃতির অনিমিত্তভূত ধর্ম্ম বিগত হইলে প্রকৃতি স্বয়ং প্রবর্ত্তিত হয়।

অন্য উদাহরণ যথা—প্রস্তর খণ্ডে অসংখ্য মূর্ত্তি নিহিত আছে। কিন্তু যেমন কেবলমাত্র যথাযোগ্য অবয়ব সকল অপসারিত করিলে তন্মধ্যে কোনটা অভিব্যক্ত হয়, সেইরূপ প্রকৃতিও অভিব্যক্ত হয়। প্রকৃতি এস্থলে দেহের ও করণের প্রকৃতি তাহা স্মর্ত্তব্য। ৭। ৮

---

৪ সূ°। নির্ম্মাণচিত্তান্যস্মিতামাত্রাৎ।

অস্মিতামাত্রের বা বুদ্ধিসত্ত্বের দ্বারা নির্ম্মাণচিত্ত সকল যোগীরা নির্ম্মাণ করেন। ৪ সূঃ

কারণং হ্যস্মিতামাত্রং তদুপাদায় চেতসঃ।
স্থায়ীন্যাপ্রতিসর্গাচ্চ যোগী নির্ম্মাণচেতসম্।
হেতৌ ভূতানুকম্পাদেঃ করোতি স্বেচ্ছয়া বশী ॥৯

অস্মিতামাত্রং চিত্তস্য কারণমুপাদানম্। তৎ কারণমুপাদায় বশী যোগী ভূতানুকম্পাদেঃ হেতৌ স্বেচ্ছয়া ন তু পারবশ্যেন আপ্রতি-সর্গাৎ স্থায়ীনি নির্ম্মাণচিত্তানি করোতি। যাবন্ন যোগী নির্ম্মাণচিত্তস্য প্রতিপ্রসবমিচ্ছতি তাবৎ তৎ তিষ্ঠতি। তৎপ্রতিসর্গস্য স্বেচ্ছাধীনত্বান্ন নির্ম্মাণচিত্তং বন্ধহেতুর্ভবতি ॥৯

অস্মিতামাত্র চিত্তের কারণ। বিবেকখ্যাতি হইলেও দগ্ধ-বীজকল্প অস্মিতা থাকে। সেই অস্মিতামাত্রের দ্বারা বশী যোগী ভূতানুকম্পাদির হেতুতে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক (সংস্কারবশে নহে) নির্ম্মাণচিত্তসকল করেন। সেই নির্ম্মাণচিত্তসকল চিত্তের স্বেচ্ছাপূর্ব্বক প্রলয় না করা পর্য্যন্ত থাকে। যোগী যখন চিত্তের লয় ইচ্ছা করেন তখনই চিত্ত লীন হয়, সুতরাং নির্ম্মাণচিত্ত বন্ধের কারণ হয় না। সাংস্কারিক চিত্তকে ইচ্ছা মাত্রেই প্রলীন করার শক্তি থাকে না, কিন্তু নির্ম্মাণচিত্তকে যোগী ইচ্ছা করিলেই অনন্তকালের জন্য প্রলীন করিতে পারেন। অথবা

যোগী যদি ইচ্ছা করেন যে এতকাল আমি প্রশান্ত থাকিয়া পরে নির্ম্মাণচিত্ত করিব তাহাও তিনি করিতে পারেন। ঈশ্বর ঐরূপেই কল্পান্তে নির্ম্মাণচিত্ত গ্রহণ করিয়া ভূতানুগ্রহ করেন। ৯

৫ সূ০। প্রবৃত্তিভেদে প্রয়োজকং চিত্তমেকমনেকেষাম্।

প্রয়োজক এক প্রধানচিত্তের দ্বারা বহু নির্ম্মাণচিত্তের নানা প্রবৃত্তি সিদ্ধ হয়। ৫ সূঃ

ও যোগী নির্ম্মাণচিত্তানাং বহূনাঞ্চ প্রয়োজকম্।
নির্ম্মিমীতে মনশ্চৈকং ততো ভিন্নাঃ প্রবৃত্তয়ঃ ॥১০

যদা যোগী বহূনি চিত্তানি নির্ম্মিমীতে তদা তৎসর্ব্বেষাং প্রয়োজকমেকং চিত্তং নির্ম্মিমীতে ততঃ বহূনাং চিত্তানাং বিভিন্নাঃ প্রবৃত্তয়ঃ ইতি সংগচ্ছতে ॥১০

বহু নির্ম্মাণচিত্ত যুগপৎ সৃজন করিলে যোগী তাহাদের সকলের প্রয়োজক এক প্রধানচিত্ত নির্ম্মাণ করেন। তদ্দ্বারা প্রত্যেক চিত্তের বিভিন্ন প্রবৃত্তি সিদ্ধ হয়। সেই প্রধান চিত্ত অলাতচক্রের ন্যায় অন্য সব চিত্তে যুগপতের মত সঞ্চারিত হইয়া তাহাদের নানারূপ প্রবৃত্তি সিদ্ধ করে। ১০

৬ সূ০। তত্র ধ্যানজমনাশয়ম্।

পূর্ব্বোক্ত পঞ্চ প্রকার চিত্তের মধ্যে সমাধিজচিত্ত আশয়হীন। ৬ সূঃ

৮ সংস্কারসহিতান্যানি সিদ্ধচিত্তেষু পঞ্চসু।
ধ্যানজং যোগিচিত্তঞ্চ ন স্যাদাশয়মূলকম্ ॥১১

পঞ্চসু জন্মজাদিষু সিদ্ধেষু সাধনজাতেষিত্যর্থঃ, চিত্তেষু মধ্যে আন্যানি চত্বারি সংস্কারসহিতানি। বাসনাকর্ম্মাশয়ৌ তেষাং মূলং

সঙ্কেয়ৌ চ ভবত ইত্যর্থঃ। ধ্যানজং যোগিচিত্তঞ্চ বাসনারহিতম্। ন হি তদ্ বাসনাভবং সমাধেরননুভূতপূর্ব্বত্বাৎ, নাপি চ তদ্ বাসনাকর্ম্মাশয়ৌ সঞ্চিনুতে ॥১১

জন্মজাদি পঞ্চ সিদ্ধচিত্তের (অর্থাৎ সাধনজাত চিত্তের) মধ্যে, প্রথম চারিটি (জন্মৌষধমন্ত্রতপোজ) চিত্ত-সংস্কারজাত, অর্থাৎ তাহাদের প্রকৃতি বাসনাতে থাকে সুতরাং তাহারা বাসনাজাত এবং তাহারা কর্ম্মসংস্কার ও বাসনাকে সঞ্চিত করে। আর সমাধিজ চিত্ত অননুভূতপূর্ব্ব বলিয়া বাসনাজাত নহে এবং তাহা কর্ম্মকে নিবৃত্ত করে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে সমাধিজ চিত্তের প্রকৃতি অননুভূতপূর্ব্ব এবং তাহা অব্যপদেশ্য ভাবে থাকে। সমাধি-সিদ্ধি হইলে জন্মের নিবৃত্তি হয়, সুতরাং জাত প্রাণীর পক্ষে সমাধির বাসনা থাকা সম্ভবপর নহে। ১১

৭ সূ০। কর্ম্মাশুক্লাঽকৃষ্ণং যোগিনাং ত্রিবিধমিতরেষাম্।

যোগীদের কর্ম্ম অশুক্লাকৃষ্ণ অন্য সকলের কর্ম্ম ত্রিবিধ। ৭ সূঃ

৭ অশুক্লাকৃষ্ণংকর্ম্ম স্যান্-মুমুক্ষোর্যোগিনো যতঃ।
কৃষ্ণং শুক্লং তথা মিশ্রং কর্ম্মাঽন্যেষাং ত্রিধা ভবেৎ ॥১২

কথং ধ্যানজমনাশয়ং সিদ্ধচিত্তং তদুচ্যতে। যতঃ যস্মাৎ মুমুক্ষোঃ কৈবল্যমিচ্ছোর্যোগিনঃ কর্ম্ম অশুক্লাকৃষ্ণং তস্মাৎ ন তৎ কর্ম্মাশয়ং জনয়েৎ। ইতরেষান্তু অযোগিনাং কর্ম্ম ত্রিবিধং কৃষ্ণং শুক্লকৃষ্ণং শুক্লঞ্চেতি ॥ ১২

মুমুক্ষু যোগীদের কর্ম্ম অশুক্লাকৃষ্ণ অতএব অন্য সকলের কর্ম্ম হয় কৃষ্ণ, নয় শুক্ল, নয় শুক্লকৃষ্ণ বা মিশ্র। ১২

কৃষ্ণং দুঃখফলং কর্ম্ম শুক্লং ধ্যানাদিশালিনাম্।
পরানুগ্রহপীড়ে স্তঃ কৃষ্ণশুক্লমুভে যতঃ ॥১৩

তত্র পাপকৃতাং দুঃখফলং কৃষ্ণং কর্ম্ম। তপোধ্যানাদিপুণ্যকৃতাং শুক্লং সুখফলং কর্ম্ম। যতঃ কর্ম্মণি পরানুগ্রহপীড়ে উভে স্তঃ তৎ কর্ম্ম কৃষ্ণশুক্লং মিশ্রফলম্ ॥১৩

পাপীদের কর্ম্ম যাহা দুঃখদ তাহা কৃষ্ণ, তপোধ্যানাদি-শীলদের কর্ম্ম (কেবল সুখদ) শুক্ল। আর পরানুগ্রহ ও পরপীড়া এই উভয় যাহাতে থাকে, তাহা কৃষ্ণশুক্ল বা মিশ্র। ১৩

পুণ্যপাপবিনাশি স্যাৎ অশুক্লাঽকৃষ্ণকর্ম্ম চ।
যদ্দগ্ধক্লেশবীজেন ক্রিয়তে যোগিচেতসা ॥১৪

যৎ কর্ম্ম বিবেকাভ্যাসাদিরূপং দগ্ধক্লেশবীজেন যোগিচিত্তেন ক্রিয়তে তদ্ অশুক্লাকৃষ্ণং পুণ্যপাপবিনাশি কর্ম্ম। ধর্ম্মাধর্ম্মসংস্কারনাশিত্বাৎ ॥১৪

অশুক্লাকৃষ্ণ কর্ম্ম পুণ্যপাপের বিনাশকারী। দগ্ধক্লেশবীজ (বিবেকখ্যাতিদ্বারা) যোগিচিত্তের দ্বারাই তাদৃশ কর্ম্ম কৃত হয় ও কৃত হইতে পারে। ১৪

৮ সূ০। ততস্তদ্বিপাকানুগুণানামেবাভিব্যক্তির্ব্বাসনানাম্ ।

কর্ম্ম হইতে তৎসদৃশ পূর্ব্ব কর্ম্মের বিপাকের অনুরূপ যে বাসনা আছে, তাহার অভিব্যক্তি হয়। ৮ সূঃ

৮—জন্মাদীনাং বিপাকানাং সংস্কারা বাসনা মতাঃ।
শুক্লাদিকর্ম্মভির্ব্ব্যঞ্জ্যাঃ স্বস্বানুগুণবাসনাঃ ॥১৫

জাত্যায়ুর্ভোগানাং কর্ম্মবিপাকানাং সংস্কারাঃ স্মৃতিমাত্রফলাঃ বাসনা ব্যঞ্জ্যাঃ। তদ্যথা শুক্লকর্ম্মাশয়ঃ তদনুরূপাং দৈবাদিবাসনাং ব্যনক্তি। তদ্বাসনামাশ্রিত্য পুনঃ শুক্লকর্ম্মাশয়ঃ দৈবাদিদেহঞ্চ সুখঞ্চ চিরায়ুশ্চেতি স্বীয়ং বিপাকং প্রাপ্য স্যাৎ ॥১৫

জাতি, আয়ু ও ভোগ এই তিন কর্ম্মবিপাকের অনুভবজাত যে সংস্কার তাহারাই বাসনা। শুক্লাদি কর্ম্মের দ্বারা তাহাদের অনুরূপ বাসনা (যাহা পূর্ব্বপূর্ব্ব শুক্লাদি কর্ম্মের বিপাক হইতে জন্মাইয়া আহিত আছে) অভিব্যক্ত হয়। ১৫

৯ সূ০। জাতি-দেশ-কাল-ব্যবহিতানামপ্যানন্তর্য্যং স্মৃতি-সংস্কারয়োরেকরূপত্বাৎ।

সংস্কারের বুদ্ধভাবই স্মৃতি, সুতরাং স্মৃতি ও সংস্কার নিরন্তরাল। সেইজন্য বাসনা ও বাসনাস্মৃতি অনেক জন্ম, দীর্ঘ দেশ ও দীর্ঘ কালের দ্বারা ব্যবহিত হইলেও অন্তরালহীনের মত প্রাদুর্ভূত হয়। ৯ সূঃ

জন্ম-যোজনকল্পানাং শতৈর্ব্যবহিতা অপি।
নিরন্তরা অভিব্যঞ্জ্য-র্বাসনা ব্যঞ্জকাঞ্জনাঃ ॥১৬

জাতি-দেশ-কাল-ব্যবহিতানামপ্যানন্তর্য্যং বাসনানাম্। যত্র দেহে যত্র দেশে যস্মিন্ চ কালে বাসনা সঞ্চিতা যত্র চ দেহাদৌ তস্যাঃ অভিব্যক্তিঃ তৎ সঞ্চয়াভিব্যক্ত্যোঃ জাত্যাদীনাং শতৈর্ব্যবধানেঽপি আনন্তর্য্যম্। স্বব্যঞ্জকাঞ্জনা বাসনা অব্যবহিতা এব অভিব্যঞ্জ্যাঃ ॥১৬

শত শত জন্ম, যোজন ও কল্পের দ্বারা বাসনা ব্যবহিত হইলেও তাহা অন্তরালশূন্যভাবে অভিব্যক্ত হয়। বাসনা সকল স্বব্যঞ্জক কর্ম্মের দ্বারা অঞ্জিত বা অভিব্যক্ত হয়। ১৬

যতঃ পরস্পরং জন্য-জনকত্বং হি বিদ্যতে।
স্মৃতিসংস্কারয়োস্তস্মাদ্-বাসনাস্মরণে খলু।
বাসনা-তদভিব্যক্তিরিতি স্যাচ্চ নিরন্তরম্ ॥১৭

সংস্কারাৎ স্মৃতিঃ স্মৃতেঃ পুনঃ সংস্কার ইত্যস্তি স্মৃতিসংস্কারয়োঃ পরস্পরং জন্য-জনকত্বম্। তস্মাৎ বাসনাস্মরণরূপে বাসনাভিব্যক্তৌ

বাসনা তদভিব্যক্তিশ্চেতি যথা নিরন্তরং তথা স্যাৎ। অপরিদৃষ্টায়া এব বাসনায়া অনুভূতিঃ স্মৃতিঃ। তস্মাদ্ বাসনায়াঃ স্মৃতির্দ্দেহান্তরে দেশান্তরে কালান্তরে চ সম্ভবত্যপি ন তত্তদ্ব্যবধানৈর্ব্ব্যবধীয়ত ইত্যর্থঃ ॥১৭

সংস্কার হইতে স্মৃতি এবং স্মৃতি হইতে পুনঃ সংস্কার হয়। অতএব স্মৃতি ও সংস্কারের জন্য-জনকত্ব সম্বন্ধ আছে। তজ্জন্য বাসনার স্মরণকালে বাসনা ও তাহার অভিব্যক্তি নিরন্তরালভাবে ঘটে। যখন বাসনা সঞ্চিত হইয়াছে ও যখন অভিব্যক্তি হয় তাহার মধ্যে যতই জন্ম-কালদেশের ব্যবধান থাক না কেন, উপযুক্ত নিমিত্ত পাইলে বাসনা তৎক্ষণাৎ অভিব্যক্ত হয়। ১৭

১০ সূ০। তাসামনাদিত্বং চাশিষো নিত্যত্বাৎ।

আশীর নিত্যত্বহেতু বাসনা অনাদি। ১০ সূঃ

১৮ ন মা ভূবং হি ভূয়াসম্ ইত্যাশীর্ন স্বাভাবিকী।
অনুভূতি-নিমিত্তেন ভয়স্যোৎপত্তি-দর্শনাৎ ॥১৮
জাতেষু জায়মানেষু চাত্মাশীঃ সর্ব্বদেহিষু।
দর্শনাৎ সা চ নিত্যেতি সামান্যেনানুমীয়তে।
নিত্যত্বাদাশিষঃ সিদ্ধা বাসনানামনাদিতা ॥১৯

মা ন ভূবং ভূয়াসমিত্যাত্মাশীর্ম্মরণত্রাসমূলা ন স্বাভাবিকী। যতঃ ন স্বাভাবিকং বস্তু নিমিত্তাজ্জায়েত। ভয়ন্তু অনুভবাজ্জায়তে। তস্মাৎ মরণভয়ং ন স্বাভাবিকং কিন্তু পূর্ব্বমরণানুভবনিমিত্তম্। আশিষো মরণভয়সহভাবিত্বাৎ সাপি ন স্বাভাবিকী। কিন্তু সা নিত্যা সর্ব্বত্র সর্ব্বদা দর্শনাৎ। যথা শরীরং মরণধর্ম্মকমিতি সামান্যতোঽনুমীয়তে তথা আশিষো নিত্যত্বমপি সামান্যতোঽনুমীয়তে জাতেষু জায়মানেষু

চ প্রাণিষু তদ্দর্শনাৎ। যত আশীর্নিত্যা ততঃ তৎসহভূমরণভয়মপি নিত্যম্। মরণানুভবজাতাং বাসনামন্তরেণ তু ন ভবেদ্ মরণভয়ম্। তস্মাদ্-বাসনা অনাদিঃ ॥১৮॥১৯

"আমি অভাব হইয়া না যাই; কিন্তু থাকি" ইঁহার নাম আশী বা আত্মাশী। ইহা স্বাভাবিক নহে, কিন্তু নৈমিত্তিক। কারণ উহা মরণভয়। ভয় দুঃখানুভব হইতে উৎপন্ন হয় ইহা দেখা যায়। সুতরাং মরণভয়ও পূর্ব্বানুভব হইতে উৎপন্ন হয় বলিতে হইবে। স্বাভাবিক বস্তু কোন নিমিত্ত হইতে উৎপন্ন হয় না। যেমন শরীরের স্বভাব রূপরসাদি ধর্ম্ম; তাহা শরীরের বর্ত্তমানতাকালে কোন নিমিত্তের দ্বারা উৎপন্ন হয় না। — ঐ আশী নিত্য। কারণ, জাত ও জায়মান সর্ব্বপ্রাণীতে উহা দেখা যায়। যাহারা জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে, তাহাদেরই মরণভয় থাকে, ইহা দেখিয়া জানা যায় যে সর্ব্বকালে সর্ব্বপ্রাণীর আশী ছিল। আশী ছাড়া যখন প্রাণীকে জন্মাইতে দেখা যায় না তখন আশী সর্ব্বকালস্থায়ী বা নিত্য। বাসনা হইতেই আশী হয়, সুতরাং বাসনাও নিত্য। ১৮।১৯

১১ সূ০। হেতু-ফলাহশ্রয়াহলম্বনৈঃ সংগৃহীতত্বাদেষা-মভাবে তদভাবঃ ॥

হেতু, ফল, আশ্রয় ও আলম্বনের দ্বারা বাসনা সকল সংগৃহীত থাকাতে তাহাদের অভাবে বাসনার অভাব হয়। ১১ সূঃ

হেতুভিশ্চ ফলৈশ্চ তা আশ্রয়েণ চালম্বনৈঃ।
সংগৃহীতা হি বাসনা অভাবে তদভাবতা ॥২০

হেত্বাদিভির্বক্ষ্যমাণৈর্বাসনা সংগৃহীতা অবতিষ্ঠন্তে। হেত্বাদীনামভাবে বাসনানমভাবঃ ॥২০

হেতু ফলাদির দ্বারা বাসনা সংগৃহীত বা সঞ্চিত থাকে, অতএব হেত্বাদির অভাবে বাসনার অভাব হয়। ২০

ধর্ম্মাধর্ম্মৌ ভবেতাং হি হেতূ চ সুখদুঃখয়োঃ।
তথা দুঃখসুখে স্যাতাং হেতূ চ দ্বেষরাগয়োঃ॥
রাগদ্বেষৌ পুনর্হেতূ ধর্ম্মাধর্ম্মস্য কর্ম্মণঃ।
হেতুভির্বাসনা এবং সংগৃহীতা ভবন্তি হি ॥২১

ধর্ম্মাধর্ম্মাভ্যাং সুখদুঃখে সুখদুঃখাভ্যাং রাগ-দ্বেষৌ রাগ-দ্বেষাভ্যাং পুনঃ ধর্ম্মাধর্ম্মৌ এবং হেতুভির্বাসনাঃ ফলন্ত্যশ্চ জায়মানাশ্চ বর্ত্তন্তে ইতি হেতুভির্ব্বাসনাসংগ্রহঃ ॥২১

ধর্ম্মাধর্ম্ম সুখ ও দুঃখের হেতু, সুখ-দুঃখ রাগদ্বেষের হেতু, রাগদ্বেষ পুনশ্চ ধর্ম্মাধর্ম্ম কর্ম্মের হেতু। যতদিন এই সকল হেতু থাকিবে, ততদিন জাতি আয়ু ও ভোগ-রূপ কর্ম্মফল থাকিবে এবং তজ্জনিত বাসনাও উৎপন্ন হইয়া পূর্ব্বের বাসনা সহিত সঞ্চিত হইতে থাকিবে। ২১

বাসনানাং ফলং স্মৃতিঃ স্মৃতেশ্চ বাসনা পুনঃ।
সাধিকারং তথাশ্রয়ো বাসনানাং মতং মনঃ।
চরিতার্থে হি চেতসি বাসনাবস্থিতিঃ কুতঃ ॥২২
আলম্বনানি তাস্যাং স্যুবিষয়া বস্তুরূপকাঃ।
ফলাদিভির্ভবন্ত্যেবং সংগৃহীতা হি বাসনাঃ ॥২৩

বাসনানাং ফলং সুখাদিস্মৃতিঃ স্মৃতেঃ পুনর্ব্বাসনা। এবং ফলেন বাসনাসংগ্রহঃ। সাধিকারং মনঃ বাসনানামাশ্রয়ঃ। যতঃ চরিতার্থেঽধিকারশূন্যে চিত্তে বাসনাঃ ন স্থাতুমুৎসহন্তে। এবমাশ্রয়েণ বাসনাসংগ্রহঃ। বাসনানামালম্বনং বাহ্যো বস্তুরূপো বিষয়ঃ। বিষয়েণোপলক্ষণেন রাগাদীনাং স্মরতি চিত্তম্। এবমালম্বনেন বাসনাসংগ্রহঃ ॥২২॥২৩

বাসনার ফল স্মৃতি ; স্মৃতি হইতে আবার বাসনা হয়। অতএব ফলের দ্বারাও বাসনা সংগৃহীত থাকে।

চিত্ত চরিতার্থ (ভোগাপবর্গনিষ্পন্ন হইলে) হইলে বাসনা থাকিতে পারে না অতএব সাধিকার বা অচরিতার্থ চিত্তই বাসনার আশ্রয়। ২২

বহির্বস্তস্বরূপ বিষয়সকল বাসনার আলম্বন। এইরূপে ফল, আশ্রয় এবং আলম্বনের দ্বারাও বাসনা সংগৃহীত থাকে। ২৩

অবিদ্যা কারণং ভাবে হেত্বাদীনাঞ্চ বিদ্যয়া।
তৎপ্রণাশে তথা তাসাম্ অব্যক্তে প্রলয়ো ভবেৎ ॥২৪

হেত্বাদীনাং মূলকারণমবিদ্যা তস্যাঃ অভাবে নিরবস্থানাঃ বাসনাঃ প্রলীয়ন্তে ॥২৪

অবিদ্যাই হেতুফলাদির বর্ত্তমানতার মূলকারণ, সুতরাং অবিদ্যার প্রণাশে বাসনাসকলের অব্যক্তে প্রলয় হয়। ২৪

---

১২ সূ০। অতীতানাগতং স্বরূপতোঽস্ত্যধ্বভেদাদ্ ধর্ম্মাণাম্।

অতীত ও অনাগত বস্তু স্বরূপত আছে। ধর্ম্মসকলের অধ্বভেদ বা কালভেদেই ঐরূপ ব্যবহার হয়। ১৩ সূঃ

অতীতানাগতং বস্তু বিদ্যতে চ স্বরূপতঃ।
ধর্ম্মাণামধ্বভেদাচ্চ ব্যবহারস্তথা তথা ॥২৫

সতীনাং বাসনানাং নাস্ত্যভাবঃ কিন্তু শাশ্বতঃ অতীতাধ্বপরিগ্রহ এব তাসাং প্রলয়ঃ ইত্যতীতানাগতং বস্তু বিবৃণোতি। অতীতানাগতং বস্তু স্বরূপতঃ স্বকারণে সংসৃষ্টং বিদ্যতে। ধর্ম্মাণাম্ অধ্বভেদাৎ কাল-ভেদাদ্ ইদমতীতমিদমনাগতমিতি ব্যবহারঃ বৈকল্পিক-কাল-লক্ষিতঃ ॥২৫

বাসনা সকল সৎ, সুতরাং তাহাদের অত্যন্তধ্বংস হইতে পারে

না। বাসনার প্রলয় অর্থে সদাকালের জন্য অতীতাধ্বগ্রহণ করা। ফলে অতীত-লক্ষণে লক্ষিত হইয়া তাহা থাকে। কারণ অতীত ও অনাগত বস্তু স্বরূপত (অর্থাৎ স্বকারণে মিলাইয়া) বিদ্যমান থাকে। অতীত ও অনাগতের জ্ঞান ঐরূপ বিদ্যমান বিষয়েরই জ্ঞান। কারণ, নির্ব্বিষয় জ্ঞান উৎপন্ন হইতে পারে না। অতীতানাগত ধর্ম্ম বিদ্যমান থাকিলেও তাহাদের ব্যাপার না দেখিয়া আমরা কাল্পনিক অতীতকালের ও অনাগতকালের দ্বারা লক্ষিত করিয়া তাহাদের অবর্ত্তমান মনে করি। অতএব অধ্বভেদ বা কাল্পনিক কাল-লক্ষণে লক্ষিত হওয়াতেই অতীত ও অনাগত ব্যবহার হয়। বস্তুতঃ সর্ব্ব বস্তুই বর্ত্তমান। ২৫

উদিতানাগতাতীতা অধ্বানস্তেষু হি ত্রয়ঃ।
একস্য বহবো ধর্ম্মা ধর্ম্মিণঃ প্রত্যবস্থিতাঃ ॥২৬

উদিতঃ অনাগতঃ অতীতশ্চেতি ত্রয়ঃ অধ্বানঃ তেষু অধ্বসু একস্য ধর্ম্মিণো বহবো ধর্ম্মাঃ প্রত্যবস্থিতাঃ ॥২৬

বর্ত্তমান, অতীত ও অনাগত এই তিন অধ্বা বা কাল। তাহাতে এক ধর্ম্মীর বহু ধর্ম্ম অবস্থিত আছে। ২৬

তত্র চোদিতধর্ম্মাণাং স্বরূপমনুভূয়তে।
ব্যক্তা ব্যঙ্গ্যাঽনুভূতিশ্চ দ্বয়োরপি সতোর্ম্মতা ॥২৭

তত্র বর্ত্তমানাধ্বগতানাং ধর্ম্মাণাং স্বরূপং গৃহ্যতে। অতীতাধ্বগতধর্ম্মস্য অনাগতাধ্বগতধর্ম্মস্য চেতি দ্বয়োঃ সতোরনুভূতির্ব্যক্তা বা ব্যঙ্গ্যা বা ভবতি। অনুভূতব্যক্তিকঃ অতীতঃ ব্যঙ্গ্যানুভূতিকঃ অনাগতঃ ইত্যর্থঃ ॥২৭

তন্মধ্যে উদিত ধর্ম্মসকলের স্বরূপ অনুভূত হয় আর যাহাদের স্বরূপ অনুভূত হইয়াছে ও হইবে তাদৃশ সদ্বস্তুই অতীত ও অনাগত-রূপে ব্যবহৃত হয়। ২৭

১৩ সূ০। তে ব্যক্তসূক্ষ্মা গুণাত্মানঃ।

১৩ তে ধর্ম্মা উদিতা ব্যক্তা অতীতানাগতাস্তথা।
অবিশেষাত্মকাঃ সূক্ষ্মা গুণাত্মানঃ পরার্থতঃ ॥২৮

উদিতাঃ গৃহ্যমাণা ধর্ম্মা ব্যক্তা ইত্যুচ্যন্তে। অতীতানাগতাশ্চ ধর্ম্মাঃ সূক্ষ্মাঃ। পরমার্থতশ্চ সর্ব্বে ধর্ম্মা গুণাত্মানঃ ॥২৮

ধর্ম্ম সকলের মধ্যে উদিত বা গৃহ্যমাণ ধর্ম্ম ব্যক্ত বলিয়া কথিত হয়। অতীত ও অনাগত ধর্ম্ম যাহা বর্ত্তমানে ছয় অবিশেষরূপে আছে, তাহাদের নাম সূক্ষ্ম ধর্ম্ম। আর পরামার্থত সমস্ত ধর্ম্মই সত্ত্ব, রজ ও তম এই ত্রিগুণস্বরূপ। সমস্তই ত্রিগুণ এইরূপ দৃষ্টিই পরমার্থ সাধনের উপযোগী। ২৮

১৪ সূ০। পরিণামৈকত্বাদ্‌-বস্তুতত্ত্বম্‌।

মূলকারণ গুণসকল তিন হইলেও তাহাদের একযোগে পরিণাম হয় বলিয়া বস্তু একতত্ত্বস্বরূপে প্রখ্যাত হয়। ১৪ সূঃ

১৪ কারণানাং গুণানাং হি ত্রিত্বেঽপি হ্যেকয়া দিশা।
সংহত্য পরিণামিত্বাদ্‌ একত্বেনোপলভ্যতে।
বস্তুতত্ত্বং ততশ্চৈকঃ শব্দ ইত্যাদিকা চ ধীঃ ॥২৯

ত্রয়ঃ গুণাঃ সর্ব্বকারণানি। কারণানাং ত্রিত্বে কথমেকঃ শব্দ ইতি একং চক্ষুরিত্যাদিঃ বস্তুতত্ত্বস্য একত্বধীরিতি। ত্রিত্বেঽপি গুণানাং একয়া দিশা সংহত্য পরিণামিত্বাৎ বস্তুতত্ত্বমেকমিত্যুপলভ্যতে ॥২৯

মূল কারণ গুণ সকল তিন সংখ্যক হইলেও তাহারা একযোগে মিলিত হইয়া (কারণ তাহাই তাহাদের স্বভাব) পরিণত হয় বলিয়া সর্ব্ব বস্তুর তত্ত্ব একত্বস্বরূপে উপলব্ধ হয়। তজ্জন্য 'এক শব্দ' 'এক রূপ' ইত্যাদি প্রকার একত্ববুদ্ধি হয়। ২৯

১৫ সূ০ । বস্তুসাম্যে চিত্তভেদাত্তয়োর্বিভক্তঃ পন্থাঃ ।

যেহেতু বস্তুর সাম্য থাকিলেও চিত্তবৃত্তির ভেদ হয়, তজ্জন্য চিত্ত ও বস্তুর স্বতন্ত্র পৃথক্ পথ, অর্থাৎ তাহারা পৃথক্ বস্তু । ১৫ সূঃ

শব্দাদি-বিষয়াণাঞ্চ বস্তু মূলমিতীষ্যতে
বস্তু চিত্তনিরপেক্ষং স্বতন্ত্রং চিত্ততঃ পৃথক্ ॥
বস্তুসাম্যেঽপি চিত্তানাং ভেদাদ্-বোধঃ পৃথগ্-যতঃ
ধর্মাদেশ্চ সুখং দুঃখম্ বস্তুনৈকেন বৈ যথা ॥৩০

বস্তুতত্ত্বমেকমিতি কিং বস্তু তদ্ বিবৃণোতি । শব্দাদিবিষয়াণাং যন্মূলং প্রকাশক্রিয়াস্থিতিধর্ম্মকং দ্রব্যং তদ্বস্তু । বস্তু চিত্তনিরপেক্ষং স্বতন্ত্রং চিত্তাৎ পৃথক্ । কস্মাৎ । যতঃ বস্তুসাম্যেঽপি চিত্তভেদাদ্ বোধস্য পৃথক্ত্বম্ । চিত্তভেদাদ্বোধস্য পৃথক্ত্বে উদাহরণং যথা একেনৈব বস্তুনা ধর্ম্মযুক্তস্য চিত্তস্য সুখং ভবতি অধর্ম্মযুক্তস্য চ দুঃখং ভবতি । যতঃ একেনৈব বস্তুনা চিত্তভেদাপেক্ষঃ পৃথক্ সুখদুঃখাদিবোধঃ ততঃ চিত্তং পৃথক্ বস্তু চ পৃথগিতি সিদ্ধম্ ॥৩০

শব্দাদি বিষয় চিত্তের জ্ঞান । সেই জ্ঞান শুদ্ধ চিত্তের দ্বারা হয় না, কিন্তু চিত্ত হইতে বাহ্য এরূপ অন্য ক্রিয়াদিশীল দ্রব্য হইতে হয় । সেই মূলভূত দ্রব্যই বস্তু বলিয়া জ্ঞাতব্য ।

বস্তু চিত্তনিরপেক্ষ স্বতন্ত্র এবং চিত্ত হইতে পৃথক্ । কারণ বস্তু এক হইলেও কেবল চিত্তের ভেদ হইতে পৃথক্ পৃথক্ বোধ হয় । চিত্ত ও বস্তু এক হইলে সর্ব্বদাই এক বস্তু হইতে একরূপ বোধ হইত ।

উদাহরণ যথা—এক বস্তুই বিষয়রূপে থাকিলেও ধর্ম্মাপেক্ষ চিত্তের তাহাতে সুখ হয়, অধর্ম্মাপেক্ষা চিত্তের তাহাতে দুঃখ হয় ইত্যাদি । ৩০

জ্ঞানাজ্ঞগ্রহণস্যৈবং তথা চ গ্রাহ্যবস্তুনঃ ।
স্বতন্ত্রা হি পৃথক্ সত্তা নিরপেক্ষা পরস্পরম্ ॥৩১

এবং জ্ঞানাত্মকস্য গ্রহণস্য তথা চ জ্ঞেয়াত্মকস্য গ্রাহ্যস্য বস্তুনঃ স্বতন্ত্রঃ পরস্পরনিরপেক্ষঃ পৃথগ্ ভাবঃ ॥৩১

এইরূপে জ্ঞানাত্মক গ্রহণ এবং তদ্বিষয়ীভূত গ্রাহ্য বস্তুর স্বতন্ত্র পৃথক্, পরস্পর-নিরপেক্ষ, সত্তা সিদ্ধ হইল। ৩১

---

১৬ সূং। ন চৈকচিত্ততন্ত্রং বস্তু তদপ্রমাণকং তদা কিং স্যাৎ।

বস্তু এক-চিত্ততন্ত্র নহে, কারণ তাহা যখন সেই চিত্তের দ্বারা প্রমাণীকৃত না হয়, তখন তাহা কি হইবে। ১৬ সূঃ

৩২ গ্রাহ্যং নৈকমনস্তন্ত্রং ভবেদ্বস্তু যতশ্চ তৎ।
তেনাপ্যজ্ঞায়মানঞ্চ সর্ব্বসাধারণং ভবেৎ।
প্রবর্ত্ততে তথাত্মীয়ং গ্রহণং প্রতিপুরুষম্ ॥৩২

গ্রাহ্যং বস্তু ন একচিত্ততন্ত্রং ভবেৎ। যতস্তৎ তেন চিত্তেন অজ্ঞায়মানমপি অন্যসর্ব্বপুরুষসাধারণং স্যাৎ। গ্রহণং পুনঃ প্রতিপুরুষং প্রবর্ত্ততে। তস্মাদপি তে পৃথগ্ বস্তুনী ইত্যর্থঃ ॥৩২

গ্রাহ্য বস্তু কোন একটি চিত্ততন্ত্র নহে। কারণ সেই চিত্তের দ্বারা যখন তাহা অজ্ঞায়মান হয়, তখন তাহা অন্য সর্ব্ব চিত্তের সাধারণ বিষয়রূপে থাকে। কিন্তু অধ্যাত্মভূত গ্রহণ প্রত্যেক পুরুষের স্বীয় স্বীয় ভাবে বর্ত্তমান থাকে। তাহা সর্ব্বপুরুষসাধারণ নহে, কিন্তু প্রতিপুরুষের এক এক। ৩২

১৭ সূং। তদুপরাগাপেক্ষিত্বাচ্চিত্তস্য বস্তু জ্ঞাতাজ্ঞাতম্।

বস্তুর উপরাগের অপেক্ষা থাকাতে চিত্তের বিষয় যে বস্তু, তাহা জ্ঞাত ও অজ্ঞাত হয়॥ ১৭

৩৭ বস্তু স্বেনাত্মনা চাস্তি যদা তদুপরঞ্জয়েৎ।
চিত্তং তদা ভবেৎ জ্ঞাতং তিষ্ঠেদজ্ঞাতমন্যদা।
জ্ঞাতাঽজ্ঞাতার্থতা বুদ্ধের্বিকারমনুমাপয়েৎ ॥৩৩

সিদ্ধং গ্রাহ্যগ্রহণয়োঃ পৃথক্ত্বম্। গ্রহীতৃগ্রহণয়োর্ভেদং দর্শয়িতুমুপক্রমতে। গ্রাহ্যং বস্তু স্বেনাত্মনা অস্তি। যদা তৎ চিত্তমুপরঞ্জয়েৎ তদা তদ্ বিষয়ীভূতং জ্ঞাতং ভবেৎ। অন্যদা বর্ত্তমানমপি অজ্ঞাতং তিষ্ঠেৎ। এবং বিষয়স্য জ্ঞাতাঽজ্ঞাতত্বেন চিত্তস্য বৈষয়িকপ্রকাশরূপস্য বিকারশীলতা অনুমীয়তে ॥৩৩

বস্তু স্বস্বরূপে থাকে; তাহা যখন চিত্তকে উপরঞ্জিত করে তখন তাহার জ্ঞান হয়, অন্য সময়ে অজ্ঞাতরূপে বর্ত্তমান থাকে। উপরঞ্জিত হইলে জ্ঞাত, আর অন্যথা অজ্ঞাত, এই প্রকার জ্ঞান ও অজ্ঞান-রূপ বিকার পাওয়াতে চিত্ত বিকারশীল বলিয়া অনুমিত হয়।

পূর্ব্বে গ্রাহ্য ও গ্রহণের ভেদ স্থাপিত করিয়া এই শ্লোক হইতে গ্রহীতৃগ্রহণের ভেদ স্থাপিত করিতেছেন। ৩৩

---

১৮ সূ০। সদাজ্ঞাতাশ্চিত্তবৃত্তয়স্তৎপ্রভোঃ পুরুষস্যাঽপরিণামিত্বাৎ।

পুরুষ চিত্তবৃত্তির প্রভু বা দ্রষ্টা। তাঁহার অপরিণামিত্বহেতু চিত্তবৃত্তিসকল সদা জ্ঞাতস্বরূপ ॥ ১৮ সূঃ

৩৮ নিদ্রাদি-সর্ব্ববৃত্তীনাং জ্ঞাতরূপত্ব-দর্শনাৎ।
পুংসো যা বিষয়াস্তাঃ স্যুঃ সদাজ্ঞাতা হি বৃত্তয়ঃ ॥৩৪

দ্রষ্টুঃ পুরুষস্য বিষয়াশ্চিত্তবৃত্তয়ঃ সদাজ্ঞাতাঃ। নিদ্রাদিসর্ব্ববৃত্তয় এব জ্ঞাতস্বভাবাঃ জ্ঞাতত্বমন্তরেণ নাস্তি বৃত্তিতা। অতঃ পুংসঃ যা বৃত্তয়ঃ বিষয়াঃ তাশ্চিত্তবৃত্তয়ঃ সদাজ্ঞাতাঃ ॥৩৪

নিদ্রাদি সমস্ত চিত্তবৃত্তি যাহা পুরুষের বিষয় অর্থাৎ যাহা পুরুষের দ্বারা উপদৃষ্ট, তাহারা জ্ঞাতস্বভাব বলিয়া সদাজ্ঞাত, কিন্তু কদাপি অজ্ঞাত হইতে পারে না। 'আমি জানিলাম' এরূপ পুরুষবিষয়া চিত্তবৃত্তি কখনও অজ্ঞাত হইতে পারে না। ৩৪

চিত্তবদ্-যদি তৎপ্রভুঃ পর্য্যণংস্যৎ তু পূরুষঃ।
জ্ঞাতাঽজ্ঞাতাঽভবিষ্যন্চ বৃত্তিঃ পুংবিষয়া তদা।
সদৈব জ্ঞাততা জ্ঞাতুঃ কৌটস্থ্যমনুমাপয়েৎ ॥৩৫

বিষয়ভূতচিত্তবৎ বিষয়ী পুরুষো যদি পর্য্যণংস্যৎ তদা পুরুষবিষয়াঃ বৃত্তয়ঃ জ্ঞাতাঽজ্ঞাতাঃ অভবিষ্যন্। বৃত্তীনাং সদাজ্ঞাততা জ্ঞাতুঃ অপরিণামিত্বমনুমাপয়তি। জ্ঞাতা চেৎ পরিণামশীলঃ অভবিষ্যৎ তদা স কদাচিৎ জ্ঞাতা কদাচিদজ্ঞাতা ইত্যাত্মকঃ অভবিষ্যৎ তদা তদ্বিষয়াশ্চিত্তবৃত্তয়োঽপি জ্ঞাতাঽজ্ঞাতাঃ অভবিষ্যন্ ॥৩৫

চিত্তের মত যদি চিত্তের দ্রষ্টা পুরুষ পরিণামী হইতেন, (অর্থাৎ একবার দ্রষ্টা একবার অদ্রষ্টা হইতেন), তাহা হইলে পুরুষবিষয়া চিত্তবৃত্তি জ্ঞাত ও অজ্ঞাত ভাবে থাকিত। কিন্তু যখন সদাজ্ঞাততা ব্যতীত চিত্তবৃত্তি হওয়া সম্ভব নহে ('আমি জানিলাম' এরূপ ভাব যখন 'অজ্ঞাত' হওয়া সম্ভব নহে), তখন চিত্তের দ্রষ্টা অবিকারী অর্থাৎ তিনি সদাই জ্ঞাতা কখনও অজ্ঞাতা হইতে পারেন না। যাহা সদা জ্ঞাতা তাহা কূটস্থ বা নির্ব্বিকার। ৩৫

---

১৯ সূ০। ন তৎ স্বাঽভাসং দৃশ্যত্বাৎ।

দৃশ্যত্বহেতু চিত্ত স্বাভাস নহে অর্থাৎ তাহা জড়। ১৯ সূঃ

ক্রুদ্ধোঽহং মেঽমুতঃ ক্রোধঃ ইত্যাদেবুর্দ্ধিবেদনাৎ।
চিত্তং দৃশ্যং জড়ঞ্চ স্যাৎ স্বাঽভাসং ন চ তদ্ভবেৎ ॥৩৬

ক্রুদ্ধোঽহমমুত্র মে ক্রোধঃ ইত্যাদি-বুদ্ধীনাং প্রতিবেদনাৎ দৃশ্যভূতা ক্রোধাদিবুদ্ধয়ো ন দ্রষ্টৃভূতাঃ। অতএব চিত্তং দৃশ্যম্। দৃশ্যত্বাচ্চ ন স্বাঽঽভাসং কিন্তু জড়ম্॥৩৬

'আমি ক্রুদ্ধ' 'অমুক বিষয়ে আমার ক্রোধ হইয়াছে' ইত্যাদি প্রকারে বুদ্ধির (আমি ক্রুদ্ধ এইরূপ ভাবের) প্রতিবেদন হয় বলিয়া চিত্ত বা বুদ্ধি দৃশ্য। যাহা দৃশ্য তাহা স্বাভাস বা স্বপ্রকাশ নহে, কিন্তু পর-প্রকাশ্য। এইজন্য চিত্ত জড় ও চিদ্রূপ দ্রষ্টা হইতে পৃথক্। যাহা স্বাভাস তাহা কাহারও দৃশ্য নহে। ৩৬

---

২০ সূ০। একসময়ে চোভয়ানবধারণম্।

কিন্তু এক সময়ে স্বরূপের ও বিষয়রূপের অবধারণ হয় না বলিয়া চিত্ত স্বাভাস নহে। ২০ সূঃ

স্বাঽঽভাসং বিষয়াঽঽভাসং ন চিত্তং স্যাৎ যতঃ ক্ষণে।
অবধারণমেকস্মিন্ ন স্যাৎ স্ব-পররূপয়োঃ॥৩৭
ব্যাপারেণ মনো যেন স্ব-রূপমবধারয়েৎ।
অন্যেন বিষয়ং চাপি ব্যাপারেণাবধারয়েৎ॥৩৮
স্বাঽঽভাসং বিষয়াভাসঞ্চাভবিষ্যন্-মনো যদি।
একক্ষণেঽভবিষ্যত্তদ্-রূপয়োরবধারণম্॥৩৯

চিত্তস্য অস্বাঽঽভাসত্বে যুক্ত্যন্তরমুচ্যতে। বিষয়াঽঽভাসং চিত্তং যদি স্বাভাসমপি অভবিষ্যৎ তদা একস্মিন্ এব ক্ষণে স্ব-রূপ-বিষয়রূপয়োরবধারণমভবিষ্যৎ। ন তদ্দৃশ্যতে। যতো যেন ব্যাপারেণ চিত্তং স্বরূপমহমস্মীত্যাদিকম্ অবধারয়েৎ তদ্ভিন্নেনান্যেন ব্যাপারেণ বিষয়মবধারয়েৎ। চিত্তং তু স্বাভাসং বিষয়াভাসঞ্চ যদ্যভবিষ্যৎ তদা স্ব-রূপ-পররূপয়োরবধারণম্ একস্মিন্ ক্ষণে যুগপদভবিষ্যৎ। যতঃ তন্ন ভবতি ততঃ চিত্তং বিষয়াভাসমেব ন স্বাভাসমিত্যর্থঃ॥৩৭॥৩৮॥৩৯

চিত্ত বিষয়াভাস ও স্বাভাস হইতে পারে না। কারণ একই ক্ষণে বিষয়রূপ ও স্বরূপের অবধারণ হয় না। 'আমি' এরূপ বোধ ও 'নীল' এরূপ বোধের পৃথক্ অবধারণ একই সময়ে হয় না। ৩৭

কারণ যে ব্যাপারের দ্বারা চিত্ত বিষয়রূপ অবধারণ করে, তাহা হইতে ভিন্ন অন্য ব্যাপারের দ্বারা (অর্থাৎ অনুব্যবসায়ের দ্বারা) স্ব রূপ অবধারণ করে। ৩৮

চিত্ত যদি স্বাভাস ও বিষয়াভাস হইত, তাহা হইলে একই ক্ষণে স্ব-রূপ ও বিষয়রূপের অবধারণ হইত। ৩৯

২১ সূ°। চিত্তান্তরদৃশ্যে বুদ্ধিবুদ্ধেরতিপ্রসঙ্গঃ স্মৃতিসঙ্করশ্চ।

চিত্ত যদি চিত্তান্তরের দৃশ্য হয়, তবে বুদ্ধি-বুদ্ধির অতিপ্রসঙ্গ হইবে এবং স্মৃতিসঙ্কর হইবে॥ ২১ সূঃ

২১ চিত্তান্তরং তু চিত্তস্য দ্রষ্টা যদি তদা চ স্যাৎ।
অশেষবুদ্ধিবুদ্ধীনাং কল্পনা চানবস্থা চ ॥৪০

মা ভূৎ চিত্তং স্বাভাসং তদেব চিত্তান্তরস্য দৃশ্যমিতি প্রাপ্তে তদন্তস্যাপি অযুক্ততাং দর্শয়তি। চিত্তান্তরস্য চেৎ চিত্তং দৃশ্যং তদা তদপি অন্যচিত্তস্য দৃশ্যং স্যাদেবমশেষাণাং বুদ্ধিবুদ্ধীনাং বুদ্ধের্দ্রষ্ট্রীণাং বুদ্ধীনামিত্যর্থঃ, কল্পনা প্রসজ্জেৎ, ততশ্চ অনবস্থাদোষঃ ॥৪০

চিত্তের দ্রষ্টা যদি অন্য চিত্ত হয়, তাহা হইলে তাহারও অন্য দ্রষ্টা কল্পনা করিতে হইবে। এইরূপে অশেষ বুদ্ধি-বুদ্ধির (বুদ্ধির দ্রষ্টা বুদ্ধির) কল্পনাজনিত অনবস্থাদোষ হয়। 'চিত্তের দ্রষ্টা চিত্ত' এরূপ কল্পনা করা একটি theory বা উপপত্তি। সেই theory কল্পনা করিলে ঐ প্রকার অসংখ্য চিত্ত-চিত্ত কল্পনা আসিয়া পড়ে এবং উহা প্রতিজ্ঞাত বিষয়কেও সম্যক্ বুঝাইতে পারে না। কিঞ্চ উহা অনুভবেরও বিরুদ্ধ ।৪০

তত্রাপি বুদ্ধিবুদ্ধীনাম্ অনুভূতেরসংখ্যাতাঃ
জায়েরন্ স্মৃতয়স্তস্মাৎ ন চ কাচিদসঙ্কীর্ণা।
স্মৃতিরেকাবধার্য্যেত নাতোঽস্তি চিত্তচিত্তং হি ॥৪১

অন্যশ্চাপি দোষপ্রসঙ্গস্তত্র স্যাৎ। তত্র অসংখ্যানাং বুদ্ধিবুদ্ধীনাম্ অনুভবাদ্ অসংখ্যাতাঃ স্মৃতয়ো জায়েরন্, ততঃ কাচিদেকা অসঙ্কীর্ণা স্মৃতি-র্নানুভবযোগ্যা' ভবেৎ। অতো নাস্তি চিত্তচিত্তম্। চিত্তদ্রষ্টৃ-চিত্তকল্পনা অযুক্তা ইত্যর্থঃ ॥৪১

কিঞ্চ উক্তমতে আর এক দোষ হয়। অসংখ্য বুদ্ধি বুদ্ধি থাকিলে প্রত্যেকটীর অনুভূতি হইবে। অনুভূতি হইলে আবার অসংখ্য স্মৃতি হইবে। সুতরাং কোন এক অসংকীর্ণস্মৃতি অবধারণ হওয়া সম্ভবপর হইবে না। কিন্তু যখন আমরা অসংকীর্ণ স্মৃতি সকল অনুভব করিতে পারি, তখন অসংখ্য বুদ্ধি-বুদ্ধির পরিবর্ত্তে এক দ্রষ্টা স্বীকার করা সমধিক ন্যায্য। ৪১

---

২২ সূ০। দ্রষ্টৃদৃশ্যোপরক্তং চিত্তং সর্ব্বার্থম্।

২৩ সূ০। চিতেরপ্রতিসংক্রমায়াস্তদাকারাপত্তৌ স্ববুদ্ধিসংবেদনম্।

চিত্ত দ্রষ্টার দ্বারা ও দৃশ্যের দ্বারা উপরক্ত হইতে পারে বলিয়া, তাহা সর্ব্বার্থ ॥ ২২ সূঃ

চিতিশক্তি প্রতিসঞ্চারশূন্যা, কিন্তু তাহা বুদ্ধির মত প্রতীত হয়, তাহাতেই স্ববুদ্ধির সংবেদন হয় ॥ ২৩ সূঃ

২২ প্রত্যয়াচ্চ গ্রহীতাহমিতি শব্দাদিরূপাচ্চ।
দ্রষ্টৃদৃশ্যোপরক্তং স্যাৎ চিত্তসত্ত্বং হি সর্ব্বার্থম্ ॥৪২

অহং গ্রহীতা ইতি প্রত্যয়াৎ শব্দাদিপ্রত্যয়াচ্চ চিত্তসত্ত্বং দ্রষ্টৃদৃশ্যোপ-

রক্তং সর্ব্বার্থম্। দ্রষ্টুপরাগাদহং গ্রহীতা ইতি প্রত্যয়স্তথা দৃশ্যোপ-রাগাৎ শব্দাদিপ্রত্যয়ঃ। অতঃ চিত্তং সর্ব্বার্থম্ দ্রষ্টৃদৃশ্যং বিষিত্য প্রত্যয়া-জায়ন্ত ইতি ভাবঃ ॥৪২

'আমি গ্রহীতা' এইরূপ প্রত্যয় হয় এবং শব্দাদি-প্রত্যয়ও হয়। আমি গ্রহীতা, ইহা পুরুষবিষয়ক প্রত্যয়। অতএব চিত্ত দ্রষ্টা ও দৃশ্য উভয় পদার্থের দ্বারা উপরঞ্জিত হইয়া সর্ব্বার্থ (অর্থাৎ দ্রষ্টৃ-বিষয়ক ও যাবতীয় দৃশ্য-বিষয়ক) হয়। ৪২

২৩ গ্রহীতৃপ্রত্যয়ে তত্র চিতিরপ্রতিসংক্রমা।
বুদ্ধ্যাকারমিবাপ্নোতি স্ববুদ্ধিবেদনং ততঃ ॥৪৩
সংবেদনং স্ববুদ্ধেস্তু জ্ঞাতুর্মে প্রত্যয়াঃ সর্ব্বে।
বিজ্ঞান-জ্ঞেয়-রূপাশ্চ ইতি ভানমুদাহার্য্যম্ ॥৪৪

তত্র দ্রষ্টৃ-দৃশ্য-প্রত্যয়েষু মধ্যে গ্রহীতৃ-প্রত্যয়ে অপ্রতিসংক্রমা প্রতি-সঞ্চারশূন্যা চিতিশক্তিঃ বুদ্ধ্যাকারতামিব প্রাপ্নোতি। ততঃ স্ববুদ্ধি-বেদনং স্বস্বরূপায়া বুদ্ধেঃ সংবেদনম্। মম জ্ঞাতু-র্জ্ঞানজ্ঞেয়রূপাঃ সর্ব্বে প্রত্যয়া ইতি স্ববুদ্ধি-সংবেদনস্যোদাহরণম্। অত্র শুদ্ধো নিঃসঙ্গোঽপি জ্ঞাতা প্রত্যয়বান্ বুদ্ধ্যাকার ইব ভবতি ॥৪৩॥৪৪

পূর্ব্বোক্ত দ্বিবিধ প্রত্যয়ের মধ্যে গ্রহীতৃপ্রত্যয়েতে, চিতিশক্তি সঞ্চার-শূন্যা বা নির্ব্বিকারা হইলেও, বুদ্ধির মত প্রতীত হন। তাহা হইতেই স্ববুদ্ধির সংবেদন হয়। ৪৩

স্ববুদ্ধিসংবেদনের উদাহরণ যথা—'আমি জ্ঞাতা; আমার বিজ্ঞান ও জ্ঞেয়রূপ সমস্ত প্রত্যয়' এইরূপ ভাব। আমি—বুদ্ধি; জ্ঞাতা—চিতিশক্তি। অতএব 'আমি জ্ঞাতা' এরূপ প্রত্যয়ে চিতির বুদ্ধিবৎ ভাব প্রতীত হয়। এই ভাবের নামই গ্রহীতা। গ্রহীতা—বিজ্ঞান ও জ্ঞেয় পদার্থেরই গ্রহীতা। অতএব আমি গ্রহীতা এরূপ জানা বা আমি আছি এরূপ জানাই স্ববুদ্ধি-সংবেদন। তাহাতে, চিতিশক্তি

প্রকৃত প্রস্তাবে নির্ব্বিকারা হইলেও, বিকারশীল গ্রহীতার বা 'আমির' মত প্রতীত হন। ৪৫

২৪ সূ০। তদসংখ্যেয়বাসনাভিশ্চিত্রমপি পরার্থং সংহত্যকারিত্বাৎ।

চিত্ত অসংখ্য বাসনার দ্বারা বিচিত্র হইলেও পরার্থ, কারণ তাহা সংহত্যকারি। ৪২ সূঃ

> ২৪ সংহত্যকারিণঃ সর্ব্বে পরার্থা হি গৃহাদিবৎ।
> পরার্থঞ্চ ততশ্চিত্তমসংখ্যবাসনাত্মকম্।
> নানাশক্তেশ্চ সংঘাতাৎ কর্ম্মভোগাদি যস্য তু ॥৪৫

যস্য ভোগাদিকং কর্ম্ম নানাশক্তেরিন্দ্রিয়াদিশক্তেঃ সংঘাতাৎ সিধ্যতি তৎ চিত্তং সংহত্যকারি। সংহত্যকারিণঃ সর্ব্বে পরার্থাঃ যথা গৃহাদয়ঃ। তস্মাৎ চিত্তং পরার্থম্। ন তেন স্বার্থেন ভবিতব্যম্। যথা নানাবয়বানাং সংঘাতরূপং গৃহং ন স্বাবয়বানাং বাসার্থং ভবতি কিন্তু অন্যস্য বাসার্থং তথা সুখাদিচিত্তং ন সুখাদ্যর্থং ভবেৎ কিন্তু ভোক্তুঃ পরস্য ভোগার্থং তৎ। যশ্চ পরো যস্যার্থং চিত্তং স পুরুষ ইতি চিত্তস্য সংহত্যকারিত্বাৎ সিদ্ধঃ চিত্তাৎ পরঃ পুরুষঃ ॥৪৫

যাহারা সংহত্যকারী অর্থাৎ মিলিয়া কার্য্য করে, তাহাদের সেই কার্য্য পরার্থ হয়। যেমন গৃহ; গৃহের কার্য্য বাসদান, তাহা পরেই পায়, গৃহ স্বয়ং গৃহে বাস করিতে পারে না। সেইরূপ চিত্তও সংহত্যকারী সুতরাং চিত্তের কর্ম্ম যে ভোগ এবং অপবর্গ তাহা পরার্থ। অর্থাৎ সুখ-চিত্ত সুখের অর্থভূত নহে, কিন্তু সুখভোক্তার অর্থভূত। এইরূপে জানা যায় যে চিত্তের কার্য্য অর্থাৎ চিত্তই পরার্থ। যিনি সেই 'পর', যাহার অর্থে সমস্ত চিত্তকার্য্য হয়, তিনিই পুরুষ।

এইরূপে প্রথমে গ্রাহ্য ও গ্রহণের ভেদ প্রদর্শিত হইয়া পরে গ্রহণ এবং পুরুষ (যাহা গ্রহীতৃভাবের দ্বারা লক্ষিত) এই উভয়ের পৃথক্ত্ব স্থাপিত হইল। অতঃপর কৈবল্যসিদ্ধি বিচারিত হইতেছে॥ ৪৫

---

২৫ সূ০। বিশেষদর্শিন আত্মভাবভাবনানিবৃত্তিঃ।

যাঁহারা বিশেষদর্শী তাঁহাদেরই আত্মভাবভাবনার সম্যক্ নিবৃত্তি হয়॥ ২৫ সূঃ

কিংস্বিদিদং কথংস্বিদ্বা কোঽহমাসং কথঞ্চ বা।
কথং কো বা ভবিষ্যামীত্যাত্মভাবস্থ ভাবনা॥৫৬

• সিদ্ধঃ দ্রষ্টৃদৃশ্যয়োর্ভেদঃ। অথ তদবধারণক্ষমং চিত্তং নির্দিশতি। কিংস্বিদিদং শরীরম্। স্পষ্টমন্যৎ॥৪৬

আমি কিরূপ ছিলাম, কি প্রকারেই বা ছিলাম, আমি কি কি হইব, কিরূপেই বা হইব; এই শরীর কি এবং কোথা হইতে হইয়াছে, এই প্রকার ভাবনার নাম আত্মভাবভাবনা। ৪৬

অজ্ঞানাদবিশিষ্টয়োর্ভিন্নতায়া মহচ্চিদোঃ।
বিশিষ্যদর্শনাচ্চ স্রা ভাবনা বিনিবর্ত্ততে॥৪৭

অবিবেকাদ্ অবিশিষ্টয়োরভিন্নপ্রতীয়মানয়োঃ বুদ্ধিপুরুষয়োঃ বিশিষ্য-দর্শনাদ্ বিবেকখ্যাতেরিত্যর্থঃ সা আত্মভাবভাবনা বিনিবর্ত্ততে॥৪৭

অজ্ঞানহেতু অবিশিষ্ট বা অভিন্নরূপে প্রতীয়মান যে বুদ্ধি ও পুরুষ, তাহাদের ভেদকে যাঁহারা বিশেষরূপে দর্শন করেন, সেই বিশেষদর্শী বা বিবেকখ্যাতিসম্পন্ন যোগীর উক্ত আত্মভাবভাবনা সম্যক্ নিবৃত্ত হয় (কারণ তদ্বিষয়ে তখন অলৌকিক বিশেষ জ্ঞান হয়)।

প্রথমেই যাঁহাদের এই যোগবিদ্যা শ্রবণে শ্রদ্ধাভক্তি উদ্দীপিত হইয়া রোমহর্ষ অশ্রুপাতাদি হয়, তাঁহাদের মধ্যে বিশেষ দর্শনের বীজ বা পূর্ব্বসংস্কার আছে, তাহা অনুমিত হয়। ৪৭

২৬ সূ০ । তদা কৈবল্যপ্রাগ্‌ভারং বিবেকনিম্নং চিত্তম্ ।

বিশেষদর্শনে চিত্ত বিবেকবিষয়া হয় এবং কৈবল্য তাহার সম্মুখস্থ চরমগতিরূপে প্রখ্যাত হয় । ২৬ সূঃ

২৬ বিশেষদর্শনে চিত্তং বিবেকখ্যাতিরূপকে ।
বিবেকমার্গসঞ্চারি কৈবল্যঞ্চ তদগ্রতঃ ॥৪৮

কৈবল্যপ্রাগ্‌ভারাবধিঃ বিবেকনিম্নমার্গঃ । বিশেষদর্শনকালে চিত্তনদী তস্মিন্নেব মার্গে বহতি ইত্যর্থঃ ॥৪৮

বিশেষদর্শনকালে বা বিবেকখ্যাতিকালে চিত্ত বিবেকমার্গসঞ্চারি হয়, এবং তাহার অগ্রে বা সম্মুখে কৈবল্য থাকে । যেমন কোন নদী নিম্নমার্গ দিয়া প্রবাহিত হইয়া সম্মুখে যদি এক বিশাল প্রাগ্‌ভার বা উচ্চস্থান পায়, তবে তাহার তলেই যেমন সেই নদী শেষ হয়, বিবেক-নদীও সেইরূপ কৈবল্য প্রাগ্‌ভারে শেষ হয় । ৪৮

২৭ সূ০ । তচ্ছিদ্রেষু প্রত্যয়ান্তরাণি সংস্কারেভ্যঃ ।

২৮ সূ০ । হানমেষাং ক্লেশবদুক্তম্ ।

সেই বিশেষদর্শন বা বিবেকখ্যাতির ছিদ্রে সংস্কার হইতে অন্য প্রত্যয় উঠে ॥ ২৭ সূঃ

তাহারা ক্লেশের ন্যায় হাতব্য, ইহা উক্ত হইয়াছে ॥ ২৮ সূঃ

২৭ খ্যাতিপ্রবাহচ্ছিদ্রেষু চাবিবেকজবৃত্তয়ঃ ।
২৮ সংস্কারেভ্যঃ প্রজায়েরন্ হাতব্যাঃ ক্লেশবচ্চ তাঃ ॥৪৯

বিবেকখ্যাতিপ্রবাহচ্ছিদ্রেষু অবিবেকজপ্রত্যয়া অহং-মমাদয়ঃ সংস্কারেভ্যঃ প্রজায়ন্তে । তে ক্লেশবদ্ হাতব্যাঃ ॥৪৯

বিবেকখ্যাতির যে প্রবাহ তাহার ছিদ্রেতে অবিবেকের বৃত্তিসকল

(আমি আমার ইত্যাদি) উঠে। তাহারা পূর্ব্বসংস্কার হইতে উৎপন্ন হয়। ক্লেশত্যাগের ন্যায় তাহারাও ত্যক্তব্য। ৪৯

২৯ সূ০। প্রসংখ্যানেঽপ্যকুসীদস্য সর্ব্বথা বিবেক-
খ্যাতেঃ ধর্ম্মমেঘঃ সমাধিঃ।

প্রসংখ্যান বা পূর্ব্বোক্ত বিবেকজ সিদ্ধি। তাঁহাতেও অকুসীদ বা রাগশূন্য হইলে তখন যে সর্ব্বথা বিবেকখ্যাতি হয়, তাহাকে ধর্ম্মমেঘ সমাধি বলে। ২৯ সূঃ

২৯ ব্যুত্থানস্য প্রসংখ্যানং হানোপায়ো বিবেকাখ্যঃ।
কিঞ্চিত্ততোঽপি সিদ্ধ্যাদি যোগী প্রার্থয়তে নো হি॥
তদা স্যাদ্-ধর্ম্মমেঘাখ্যঃ সমাধির্যত্র সর্ব্বথা।
বিবেকখ্যাতিরাতিষ্ঠেদ্-ধর্ম্মান্ বর্ষেৎ পরান্ চ সঃ॥৫০

প্রসংখ্যানং নাম ব্যুত্থানস্য বিবেকাখ্যঃ হানোপায়ঃ। তস্মাৎ প্রসংখ্যানাদপি যদা যোগী কিঞ্চিৎ সিদ্ধ্যাদি ন প্রার্থয়তে তদা ধর্ম্মমেঘাখ্যঃ সমাধির্ভবতি। যত্র সমাধৌ সর্ব্বথা বিবেকখ্যাতিরাতিষ্ঠেদ্ যশ্চ ধর্ম্মমেঘঃ পরান্ ধর্ম্মান্ সার্ব্বজ্ঞ্যমাত্মদর্শনং চেত্যর্থঃ বর্ষেৎ। আত্মদর্শনরূপপরমধর্ম্মসিঞ্চনাৎ ধর্ম্মমেঘ ইত্যাখ্যায়তে॥৫০

ব্যুত্থানকে ত্যাগ করার উপায় বিবেকখ্যাতি। বিবেক হইতে যখন যোগী বিবেকজ বাহ্য সিদ্ধি প্রার্থনা করেন না, তখন সর্ব্বথা অর্থাৎ ছিদ্রহীন বিবেকখ্যাতি চিত্তে প্রতিষ্ঠিত হয়। তাদৃশ সমাধির নাম ধর্ম্মমেঘ। পরম ধর্ম্ম আত্মজ্ঞানকে তাহা সিঞ্চন করে বলিয়া তাহার নাম ধর্ম্মমেঘ। ৫০

৩০ সূ০ । ততঃ ক্লেশকর্ম্মনিবৃত্তিঃ ।

৩১ সূ০ । তদা সর্ব্বাবরণমলাপেতস্য জ্ঞানস্যানন্ত্যাজ্‌-
জ্ঞেয়মল্পম্ ।

ধর্ম্মমেঘ সমাধি হইলে ক্লেশ ও কর্ম্মের সম্যক্ নিবৃত্তি হয় । ৩০ সূঃ
তখন সমস্ত আবরণমল অপগত হওয়াতে জ্ঞানশক্তি অনন্ত হয়, সুতরাং জ্ঞেয় অল্প হয় । ৩১ সূঃ

৩০ ক্লেশকর্ম্মনিবৃত্তিঃ স্যাৎ ততস্তন্মলহীনস্য ।
৩১ জ্ঞানস্যানন্ত্যতো জ্ঞেয়ম্ অল্পং খ ইব খদ্যোতঃ ॥৫১

স চ ধর্ম্মমেঘঃ ক্লেশকর্ম্ম সমূলঘাতং হন্তি । ততশ্চ ক্লেশকর্ম্মমল-হীনস্য জ্ঞানস্যানন্ত্যাৎ জ্ঞেয়মল্পং ভবতি যথা খে খদ্যোতঃ ॥৫১

ধর্ম্মমেঘ সমাধি হইতে ক্লেশ ও কর্ম্মের সম্যক্ নিবৃত্তি হইয়া থাকে এবং জ্ঞানের ক্লেশ ও কর্ম্মরূপ মল অপগত হওয়াতে জ্ঞানশক্তি সম্যক্ নির্ম্মল বা অনন্তবৎ হয় । তখন আকাশে খদ্যোতের ন্যায় জ্ঞেয় অল্প হইয়া যায় । ৫১

৩২ সূ০ । ততঃ কৃতার্থানাং পরিণামক্রমসমাপ্তিগুর্ণানাম্ ।

ধর্ম্মমেঘ হইতে ক্লেশকর্ম্মনিবৃত্তি হইলে গুণসকলের বুদ্ধ্যাদিরূপ পরিণামক্রম সমাপ্ত হয় ॥ ৩২ সূঃ

৩২ ততঃ স্ববুদ্ধিরূপাশ্চ পরিণামক্রমান্ গুণাঃ ।
কৃতভোগাপবর্গা হি জহ্যুস্তং পুরুষং প্রতি ॥৫২

ততঃ নিষ্পাদিতভোগাপবর্গা গুণাঃ স্ববুদ্ধিরূপান্ পরিণামক্রমান্ জহ্যুঃ তং পুরুষং প্রতি ন তু অচরিতার্থবুদ্ধিমন্তং প্রতি ॥৫২

তখন গুণসকল স্ববুদ্ধিরূপ (অন্য পুরুষের দৃশ্যরূপ নহে) পরিণাম-

ক্রম সকল ত্যাগ করে কারণ তখন ভোগ ও অপবর্গ নিষ্পন্ন হয়। যে পুরুষের ঐ অর্থদ্বয় নিষ্পন্ন হয় তাঁহার নিকটই পরিণামক্রম সমাপ্ত হয়। ৫২

---

৩৩ সূ০। ক্ষণপ্রতিযোগী পরিণামাহপরান্তনির্গ্রাহ্যঃ ক্রমঃ।

ক্রম ক্ষণপ্রতিযোগী (অর্থাৎ ক্ষণরূপ অবসরকে ব্যাপ্ত করিয়া যে ভাবপদার্থ থাকে তাদৃশ) এবং পরিণামের চরম পর্য্যন্ত গ্রাহ্য, এরূপ পদার্থ। ৩৩ সূঃ

৩৩ বস্ত্বন্যত্বং ক্ষণব্যাপি পরিণামোহস্য চ ক্রমঃ।
পৌর্ব্বাপর্য্যেণ নির্গ্রাহ্যঃ ভবেদাপ্রলয়াৎ সদা ॥৫৩

কোহয়ং পরিণামক্রমঃ তদুচ্যতে। ক্ষণব্যাপি যদ্‌ বস্ত্বন্যত্বং স পরিণামঃ। পরিণামস্য চ ক্রমঃ পৌর্ব্বাপর্য্যেণ নির্গ্রাহ্যো ভবতি আপ্রলয়াৎ আ-পুনরুত্থানহীনলয়াৎ। যে ক্ষণব্যাপিনঃ পরিণামা যাবৎ পরিণামসমাপ্তিস্তাবৎ গৃহ্যতে পূর্ব্বোত্তররূপেণ তে পরিণামক্রমাঃ। ধর্ম্মমেঘাৎ বুদ্ধেঃ পরিণামক্রমসমাপ্তিঃ ॥৫৩

ক্ষণব্যাপী যে বস্তুর অন্যথাভাব তাহাই পরিণাম। সেই পরিণামের ক্রম পূর্ব্বাপরভাবে গৃহীত হইতে থাকে, যতদিন না বস্তুর প্রলয় বা পুনরুত্থানহীন লয় হয়। ৫৩

৩৪ সূ০। পুরুষার্থশূন্যানাং গুণানাং প্রতিপ্রসবঃ কৈবল্যং স্বরূপপ্রতিষ্ঠা বা চিতিশক্তিরিতি।

পুরুষার্থহীন গুণকার্য্য সকলের প্রলয়ই কৈবল্য। অথবা তাহা স্বরূপপ্রতিষ্ঠ চিতি-শক্তি। ৩৪ সূঃ

৩৪ প্রলয়ো গুণকার্য্যাণাং করণানাং স্বকারণে ।
পুমর্থরহিতানাং বা কৈবল্যং স্বস্থতা চিতেঃ ॥৫৪

ইতি সাংখ্যযোগাচার্য্য-শ্রীহরিহরানন্দ-আরণ্যবিরচিতায়াং
যোগকারিকায়াং কৈবল্যপাদশ্চতুর্থঃ ।

অধ্যাত্মভূতানি যে গুণকার্য্যাণি করণরূপাণি তেষাং পুরুষার্থরহিতানাং স্বকারণে প্রলয়ঃ চিতেঃ স্বরূপস্থিতির্ব্বা কৈবল্যমিতি ॥৫৪

ইতি যোগকারিকাটীকায়াং সরলায়াং কৈবল্যপাদশ্চতুর্থঃ ।

গুণকার্য্য যে করণসকল পুরুষার্থ-রহিতত্ব হেতু তাহাদের স্বকারণে যে প্রলয় (পুরুষার্থশূন্য না হইলে প্রলয় হয় না কিন্তু লয় হইতে পারে) তাহাই কৈবল্য । অথবা কৈবল্য চিতিশক্তির স্বস্থতা বা বুদ্ধির দ্বারা চিতির বিকারশীলের মত প্রতীত হওয়ার সম্যক্ নিবৃত্তি ॥ ৫৪

যোগকারিকার অনুবাদ সমাপ্ত ।

যোগকারিকা সমাপ্ত

॥ ওঁ ॥

বিশদীকৃত্য ব্যাখ্যাতানি। কিং বহুনৈতদ্গ্রন্থসমালোচনয়া যোগজিজ্ঞাসূনাং যোগ-বিজ্ঞানবাসনা সফলী ভবত্যেবেতি।

Rai **Rajendra Chandra Sastri Bahadur** M. A., Translator to the Government of Bengal, Calcutta—

I have carefully gone through portions of the Yogadarsana by Swami Hariharananda Aranya and I consider it a work of rare merit. It is a comprehensive treatise in Bengali on the subject and deserves a careful perusal by all who wish to study Yoga unaided. The exposition of the principles of Yoga as contained in the book is lucid and argues a thorough mastery of the subject by the author.

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ, সংস্কৃত কলেজের ন্যায়শাস্ত্রাধ্যাপক, কলিকাতা—

ভবৎকৃত "যোগদর্শনের" অনেকস্থল পাঠ করিয়া আমি প্রীত হইয়াছি। ইদানীন্তন কালে যে সকল অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে তাহার মধ্যে অনেক অনুবাদই শব্দানুবাদ; শব্দানুবাদ দ্বারা মূলের তাৎপর্য্যাবগতির সম্ভাবনা নাই; পরন্তু আপনার প্রকাশিত অনুবাদ সেরূপ নহে; ইহা প্রকৃতই অর্থানুবাদ; ইহা পাঠ করিলে পাঠকবৃন্দ যোগের স্থূল তাৎপর্য্যাবধারণে সমর্থ হইবেন। বলা বাহুল্য, আপনার এই পুস্তক প্রকাশিত হওয়ায় দেশের বিশেষ উপকার সাধিত হইয়াছে।

স্বাধীন ত্রিপুরার রাজ পণ্ডিত শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ বেদান্ত বাচস্পতি মহাশয় লিখিয়াছেন—

পোঃ গড়রায়পুর (বাঁকুড়া) ৮।১০।১৩১৯

* * যোগদর্শন একবার পড়া হইল * * এরূপ সুন্দর গ্রন্থ জগতে বিরল। বাংলায় এরূপ গ্রন্থ আর দেখি না। এ গ্রন্থের আদর সমগ্র জগতে হইবে। ইহা অমূল্য রত্ন।

যোগদর্শনস্থ সাংখ্যতত্ত্বালোক পড়িয়া পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কালীবর বেদান্তবাগীশ লিখিয়াছিলেন—

পুঁড়া (২৪ পরগণা, ৩রা অগ্রহায়ণ ১৩১০ সাল

* * যাহা দেখিলাম তাহাতে বুঝিলাম গ্রন্থখানি অতি উপাদেয় হইয়াছে নব্য সম্প্রদায়ের বিশেষ উপকারী হইয়াছে বলিয়া বোধ হইল। বলিতে কি আমি

বহরমপুর কলেজের প্রফেসার শ্রীযুক্ত মোহিনী মোহন রায় এম, এ, সাংখ্যতত্ত্বালোক পড়িয়া লিখিয়াছিলেন—

বহরমপুর, ১১ই আষাঢ়, ১০১০ সাল

* * পুস্তকখানি আমি আদ্যোপান্ত পড়িয়াছি * * ইহাকে অতিশয় মূল্যবান্ পদার্থ বলিয়া মনে হয়। আমার চিত্তের রাশি রাশি সন্দেহ ইহাতে নিরাকৃত হইয়াছে। আমাদের অভিশপ্ত দেশে এই ভাবের পুস্তকের আদর হইবে কিনা বলিতে পারি না।

কাশ্মীরের Director of Archaelogy and Research শ্রীযুক্ত জগদীশ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ইংলণ্ড হইতে লিখিয়াছেন—

Trinity College. Cambridge.
7th November, 1907

Dear Sir,

It is more than two years ago that you very kindly sent me copies of your publications consisting of the works of Swami Hariharananda * * * * I was most delighted to read the books you sent me, specially the books on Sankhya. They are among the very best that I have so far read on the system and since reading these books I am longing to meet their author some day, and I hope this longing of mine will be fulfilled and I shall have the privilege of meeting the Great Swami * * * *

রাজগৃহে ইন্দ্রগুপ্ত।

মূল্য ।০ আনা। মাশুল অর্দ্ধ আনা।

অশোকের সময়ের ধর্ম্মমূলক মনোমুগ্ধকর চিত্র। এরূপ অপূর্ব্ব শিক্ষাপ্রদ সদ্ভাবপূর্ণ ঐতিহাসিক উপন্যাস পূর্ব্বে প্রকাশিত হয় নাই। পাঠ করিতে করিতে হৃদয় সদ্ভাবে পূর্ণ হয়। ইহা এরূপ কৌতূহলোদ্দীপক যে, পড়িতে বসিলে উঠা যায় না। ইহা সর্ব্বত্রই প্রশংসিত হইয়াছে।

প্রাপ্তিস্থান—ম্যানেজার কাপিলাশ্রম

[illegible]

কলিকাতা।
সুকিয়া ষ্ট্রীট,—৬৪।১ ও ৬৪।২নং
লক্ষ্মী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে
শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ কর্ত্তৃক মুদ্রিত।